হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি

শৈবধর্ম্ম

(রুদ্র-শিবোপাসনা)

রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহরায়,

বিদ্যার্ণব, এম. এ.

প্রণীত

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

যাদবপুর, (কলিকাতা)

১৩৫৩

হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি

শৈবধর্ম্ম

(রুদ্র-শিবোপাসনা)

রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহরায়,

বিদ্যার্ণব, এম. এ.

প্রণীত

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

যাদবপুর, (কলিকাতা)

১৩৫৩

মূল্য—

বাঁধান—টাকা ৩৷৷০

আবাঁধান—টাকা ৩৲

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস কর্তৃক ১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীভারতী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—

(ক) বঙ্গীয় জাতীয় পরিষৎ
যাদবপুর, কলিকাতা

(খ) ভারতী মহাবিদ্যালয়
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

(গ) গ্রন্থকার-ভবন
পি ২৫ লেক্ রোড, কলিকাতা

মুখবন্ধ

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞান শাখার গ্রেজুয়েট। তিনি কিছুকাল জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজের (বর্তমান নাম স্কটিস্‌চার্চজ কলেজ) বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন,তদনন্তর প্রোভিন্সিএল সিভিল সার্বিসে প্রবেশ করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বিশেষভাবে হিন্দু ধর্ম্ম-সাহিত্য ও দর্শন পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। বেদ ও তদানুসঙ্গিক অপরাপর বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য গভীর। এই সকল শাস্ত্র পাঠের সহিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচার প্রণালী তাঁহার লেখার এক বিশেষত্ব; সুতরাং তাঁহার গবেষণা ও অপরাপর রচনাগুলি বর্ত্তমান যুগের পাঠকদিগের বিশেষ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার রচিত সাধনতত্ত্বমূলক "ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব" এবং "হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি—বৈষ্ণবধর্ম্ম" সুধীসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ শৈবধর্ম্মের অভিব্যক্তি বিষয়ক। মেরুর সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ আর্য্যজাতির প্রথম বাসস্থান ছিল, তিনি এই মতই এই গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের তখন যাযাবর জীবন ছিল। মরুপ্রদেশের উগ্র শীতের আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষা এবং আহার্য্য প্রস্তুত জন্য তাঁহাদিগের বাসস্থানে সর্ব্বক্ষণ অগ্নি রক্ষা করা প্রয়োজন হইত। প্রাকৃতিক নানারূপ দুর্যোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের জীবন ধারণ করিতে হইত। দিবারাত্রি তুমুল বেগে ঝঞ্ঝাবাত চলিয়াছে। তুষারকণাবাহী মরুতের উপদ্রব লাগিয়াই রহিয়াছে, তদুপরি আরো নানা কারণে জীবন অনিশ্চিত। কোন

দেবতার বিরাগ হইতে এই সকল উপদ্রবের সৃষ্টি হইতেছে এরূপ মনে করিয়া তাঁহারা সেই দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে হব্য প্রদান করিতেন। পশুচারণ শিকার জীবন ছিল। শিকার কিম্বা অন্য কোন উপায়ে লব্ধ পশুকে আগুনে পুড়াইয়া ইহার মাংস ও তাঁহাদিগের অপর এক লোভনীয় খাদ্য ঘৃতের হব্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেন। ইহাই তাঁহাদিগের প্রথম ধর্ম্মকর্ম্ম।

যে দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য এই অনুষ্ঠান, সেই দেবতাকে তাঁহারা রুদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আবাসস্থানে রক্ষিত অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সহকারে রুদ্রের স্তুতি, এই অগ্নিতে তাঁহাদিগের আহার্য্য প্রস্তুত এবং এই অগ্নি-দেবতার অনুকম্পা বশতঃ কঠোর শীতের আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগের জীবন রক্ষা পাইতেছে এরূপ বিশ্বাস, এই তিনটি অবস্থার পরস্পর সমাবেশ হইতে তাঁহারা অগ্নির মধ্যে এক মঙ্গলময় দেবতার সন্ধান পাইলেন। ইহা হইতে অগ্নি তাঁহাদিগের জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। তাঁহারা অগ্নির উপাসক হইলেন। দেবতার অশুভদৃষ্টি পরিহার ও প্রসন্নতা লাভের জন্য অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা হইত তাহা যজ্ঞ নামে প্রথম ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান হইল।

দক্ষিণ আসিয়া প্রদেশবাসী মানবের বৃহত্তর জাতিসঙ্ঘের জীবন অন্যরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে গঠিত হইয়াছিল। বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। কোন কারণ-বশতঃ সময়মত বৃষ্টি না হইলে ফসলের অভাব ঘটিত। দেবতাবিরোপ হইয়াছেন, তাহার জন্য অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে। সামান্য কোনরূপ সাধনা দ্বারা দেবতার মনস্তুষ্টি হইবে না, তাঁহাদের ক্রোধ অপনয়নের জন্য নরবলির ব্যবস্থা হইল। নরশোণিতে পৃথিবী বক্ষ অনুসিক্ত করিয়া

তাহাতে শস্যবীজ বপন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইল। ত্যাবা পৃথিবী মানবজাতির দুই অতি প্রাচীন দেবতা। পৃথিবী মাতা, আকাশ পিতা। বৃষ্টিজল পিতার রেতঃ স্থানীয়। ইহার অনুসিঞ্চন হইতে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া শস্যসকল উৎপাদন করেন। ইহা হইতে মাতৃপূজার প্রবর্ত্তন। শস্যবীজ বপন কালে অনেক সময় পৃথিবীবক্ষে নরশোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইত। প্রজনন শক্তির প্রতীক লিঙ্গ ও যোনিপূজা ইহাদিগের ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। মিসর দেশে বিশেষ সমারোহের সহিত সূর্য্যোপাসনা হইত। ফলতঃ পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্মের খৃষ্টমাস উৎসবের সহিত মিসরদেশের সূর্য্যোপাসনামূলক উৎসবের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহা এক বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। মানবের অমঙ্গলের হেতুভূত এক অপদেবতার প্রতীকরূপে সর্পের উপাসনাও তাহাদিগের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

নরবলি সহকারে মাতৃপূজা, যোনি, লিঙ্গ, সূর্য্য এবং সর্প উপাসনা-মূলক এই সকল জাতির সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'হেলিও-লিথিক্ কৃষ্টি" আখ্যা দিয়েছেন।

পরস্পর বিরোধী এবং সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ আবেষ্টনের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক দুইটি স্বতন্ত্র ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পৌরাণিক শৈবধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। যে সকল পরিস্থিতি হইতে প্রাথমিক অবস্থায় মানবের অন্তরে ধর্মকর্মের প্রথম অঙ্কুর উদ্‌গত হইয়াছিল তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া বৈদিক রুদ্র-শিব উপাসনায় আধ্যাত্মিক ধর্মতত্ত্বের যাহা এক প্রকার শেষ কথা এই সকল

বিষয়েরই পর পর ক্রমবিকাশের এক সুনির্দ্দিষ্ট ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই হিসাবে মানব জাতির ধর্ম বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার স্থান অতুলনীয়। এই বৈদিক রুদ্র শিব উপাসনার সহিত হেলিও-লিথিক কৃষ্টিসম্পন্ন জাতিদিগের মাতৃ-লিঙ্গ, সূর্য্য ও সর্পোপাসনা-মূলক কৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া যে পৌরাণিক শৈব ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পাশুপত, কাপাল, কালামুখ, শৈব, লিঙ্গায়েৎ, সম্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা, এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। গ্রন্থে এই সকল সম্প্রদায়েরই আচার ও দার্শনিক মতের বিশ্লেষণ রহিয়াছে। ইহা-দিগের মধ্যে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত সকল মতই রহিয়াছে।

হেলিওলিথিক কৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন জাতিদিগের ধর্মমত-দ্বারা গ্রীস ও রোমের ধর্মগুলি কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছে, গ্রন্থে তাহা দেখান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম কি এবং যাহা পারমার্থিক তত্ত্ব, সাধারণতঃ ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে সেই পরমতত্ত্ব কি, এই সম্বন্ধে অনেক গভীর মৌলিক গবেষণা রহিয়াছে, ইহা গ্রন্থের এক বৈশিষ্ট্য। অনেক বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মাচার্য্যগণ ধর্মের যে সকল সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে যে আলোক সম্পাৎ করিয়াছে, তাহার সাহায্যে সেই সকল প্রশ্নের অনেক আলোচনার পর গ্রন্থকার নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ধর্ম কি এবং ঈশ্বর তত্ত্ব কি এই উভয় প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে নিজস্ব অভিনব সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে অনেক গভীর গবেষণামূলক মৌলিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে যাহা গ্রন্থকারের নিজস্ব। ইতঃপূর্বে এই সকল সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। এইজন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ পরম আগ্রহের সহিত ইহার মুদ্রাঙ্কণভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর হইল গ্রন্থ ছাপার কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয় কিন্তু কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন এযাবৎ মুদ্রণ কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘকাল পর নানারূপ বিঘ্ন ও অসুবিধা, অতিক্রম করিয়া গ্রন্থটি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

সত্যানন্দ বসু

গ্রন্থকার

ভূমিকা
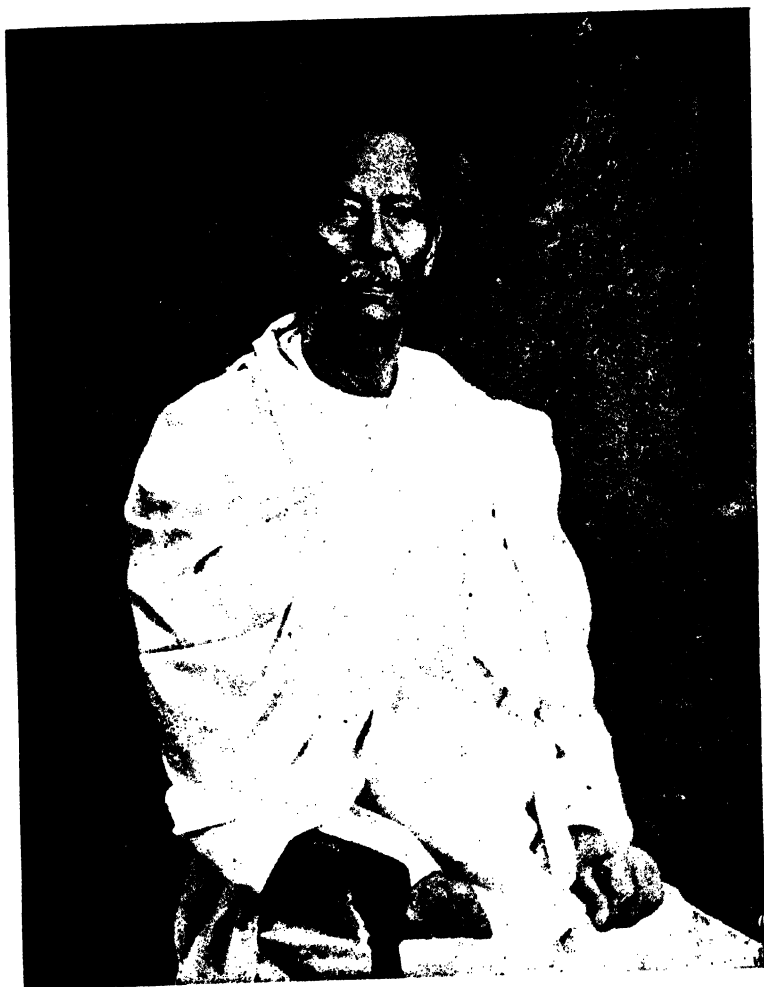
বৈদিক আর্য্যদিগের প্রথম উদ্ভব স্থান কোথায়, অদ্যাপি এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। তবে উহা যে ভারতবর্ষে নহে ঋগ্বেদ হইতে তাহা জানা যায়। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে আর্য্যদিগের পুরাতন আবাসের উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়; যথা ইহার প্রথম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের নবম মন্ত্রে ঋষি শুনঃশেফ ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—'হে ইন্দ্র, আমাদের পুরাতন আবাস যে স্থান হইতে পিতা তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তথা হইতে তোমাকে আহ্বান করি।'

ঋঙ্‌মন্ত্রগুলির রচনার স্থান যে মুখ্যতঃ পাঞ্জাব প্রদেশ, তাহা মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরীণ্ প্রমাণ হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ঋষি শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুকম্পায় তিনি এক সময়ে এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের বাসস্থান যে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর পূর্বাঞ্চলে ছিল এই দুই নদীর উদ্দেশ্যে তাঁহার রচিত কোন কোন স্তোত্র হইতে তাহা জানা যায়।

বৈদিক আর্য্যগণ অগ্নি উপাসক ছিলেন। তাঁহারা পঞ্চশাখায় এদেশে আগমন করেন। সকল শাখাই অগ্নি-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম ছিল যজ্ঞ। যথা—(১০—৪৫—৬) "জনা যদগ্নিমজয়ংত পংচ" ঋগ্বেদে যে সকল ঋষির নাম দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গিরা অথর্বা, ভৃগু, দধ্যঙ্ অতি প্রাচীন যজ্ঞপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। ঐ মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ঋষি নাভানেদিষ্ট নিজকে 'মানব' বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—হে অঙ্গিরাগণ! তোমাদিগের মঙ্গল

হউক। আমি 'মানব' আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর।

কোন কোন যজ্ঞ ছিল এক দিনের ব্যাপার, আবার কোন কোন যজ্ঞ সংবৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল। শেষোক্ত যজ্ঞগুলি "সত্র" নামে অভিহিত হইত। ঐ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগকে বিশেষভাবে অঙ্গিরা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ৫ম মন্ত্রমতে অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ "নবগ্ব" কেহ কেহ দশগ্ব। যাঁহারা নবগ্ব তাঁহাদিগের সত্র নয় মাস স্থায়ী ছিল। যাঁহারা দশগ্ব তাঁহাদের যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে দশমাস সময় লাগিত।

এই দুই শব্দ "নবগ্ব" ও "দশগ্ব" দ্বারা নয় মাস ও দশ মাসে বৎসর জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ ১২ মাস ব্যাপী বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের দৈনিক উদয় ও অস্তের পরিমাণকাল নয় মাস দশ মাস, অবশিষ্টকাল ৩ মাস ও ২ মাস একটানা নিরবচ্ছিন্ন রজনী। এই প্রসঙ্গে এস্থলে ঋগ্বেদে অদিতি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। ইহার প্রথম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তের ১০ম ঋকে বলা হইয়াছে অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, আবার তিনি পুত্রও বটেন, তিনি সকল দেব। ইহার অর্থ কি? রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'দিত' ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অখণ্ড প্রকৃতি, সুতরাং অদিতি সকল দেবতার জনয়িত্রী।

মোক্ষমূলার মতে—Aditi, an ancient god or goddess is in reality the earliest name invented to express the Infinite,

Roth মতে Aditi, Eternity or the Eternal, as the element which sustains and is sustained by the Aditya........This eternal and inviolable principle........is the celestial light.

বেদের ঋষি অদিতিকে পিতা বলিতেছেন, আবার মাতা বলিতেছেন, আবার পুত্র সংজ্ঞাও দিয়াছেন। ঋষির উক্তি মতে তিনি অলিঙ্গ। সৃষ্টি প্রপঞ্চের উদ্ভবের পূর্বে লিঙ্গভেদ সম্ভবে না, সুতরাং ঋষির উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় তিনি সৃষ্টির পূর্ব হইতে বিদ্যমান রহিয়ছেন এমন এক অসীম অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, যিনি স্বরূপে অলিঙ্গ হইলেও তাহা হইতে দেবগণ ও সৃষ্টি প্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে। ঋষি তাঁহাকে অদিতি আখ্যা দিয়াছেন। যাস্ক "আদিনা দেবমাতা" এরূপ অর্থ করিয়াছেন। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে, ইহারা দ্বাদশ মাস, অথবা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য। "দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ৭ জন আদিত্যের উল্লেখ রহিয়াছে, দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে আদিত্যের সংখ্যা মাত্র ছয় জন দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের ৮ম ঋকে বলা হইয়াছে অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদিগের সাতটি লইয়া তিনি দেবলোকে গেলেন, মার্ত্তণ্ড নামক অষ্টম পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা মতে দ্বাদশ মাসের আদিত্য দ্বাদশ সংখ্যক সূর্য্য, ইহারা পৃথিবীবক্ষের এমন স্থান নির্দ্দেশ করে, যেস্থানে বৎসরের প্রত্যেক মাসেই সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। আদিত্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ২য় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে বলা হইয়াছে, আদিত্য ছয় জন অর্থাৎ দ্বাদশ মাস বৎসর মধ্যে ছয়মাস

সূর্য্যোদয় হয়, অবশিষ্ট কাল রজনী থাকে। ইহা একমাত্র মেরুতেই সম্ভব। প্রাচীন বৈদিক আর্য্যগণ যে মেরুপ্রদেশের এই পরিস্থিতির বিষয় অবগত ছিলেন তাহা বুঝা যায়। যে স্থলে ৭ জন আদিত্যের উল্লেখ তথায় বুঝিতে হইবে বৎসরে ৭ মাস সূর্য্যোদয়, অবশিষ্ট কাল অন্ধকার রজনী।

সূর্য্যোদয় ও অস্তের এই সকল পরিস্থিতি উত্তরমেরু সংলগ্ন প্রদেশে হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে লোকমান্য তিলকের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিতেছেন :—

"In fact we have seen that the legend of Aditi indicates the existence of seven months of sunshine ; and a band of thirty continuous dawns support the same conclusion. But it seems that a year of ten months of sunshine was more prevalent, or was selected as the mean of the different varying years. The former view is rendered probable by the fact that of the Angiras of various forms (virupas) the Navagvas and the Dassagvas are said to be the principal or the most important in the Rigveda (X.62-6).

"The Arctic Home in the Vedas"

ঋষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যত সকল কাহিনী আছে—এই সকল পাঞ্জাবপ্রদেশের ঘটনা ১। দশম মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তে তাঁহাদের সঙ্গে ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি ও জমদগ্নি এই পাঁচ জন ঋষিরও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রমাণ রহিয়াছে যাহা হইতে পাঞ্জাবপ্রদেশই যে ঋগ্বেদ মন্ত্রগুলি

---

১ "ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব" গ্রন্থের ২নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রচনার প্রধান স্থান সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এদেশে আগমনের পূর্বে তাঁহারা এমন স্থানে ছিলেন যথায় তিনমাস, দুইমাস কাল একক্রমে রাত্রি থাকে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। ঐ স্থান মেরুর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অপর কোন স্থান হইতে পারে না। লোকমান্য তিলক নানা অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সে দেশ কোথায়? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সব বিষয়ে একমত না হইতে পারিলেও তাঁহাদিগের গবেষণা অপরিসীম। যথাসম্ভব সংক্ষেপে এস্থলে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ;—

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনেক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদনুরূপ অর্থবাচক শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া প্রথমে মত প্রকাশ করেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন জার্ম্মেন ও কেল্‌টিক—এই সকল ভাষা এক পরিবারের অন্তর্গত ভাষা। ইহা হইতে আপেক্ষিক ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের (Comparative Philology) সৃষ্টি। ইহার পর এবিষয়ে আরো অনেক অনুসন্ধানের পর 'বপ্' (Bop) Comparative Grammar প্রকাশ করেন এবং তাহাতে প্রতিপন্ন করেন যে আর্ম্মেনিয়া, আল্‌বেনিয়া, জেন্দ এবং শ্লেভনিক জাতি সকলও এই এক পরিবারের অন্তর্গত।

ইহার পর ডাঃ টেইলার "Origin of the Aryans" নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, য়ুরোপের প্রায় সমুদয় ভাষাই, যথা হেলেনিক্ (the Hellenic), ইটালিক্, কেল্টিক্, টিউটনিক্, শ্লেভনিক্, লিথুয়ানিক্ ও এল্‌বেনিয়ন্, এই সাত ভাষাই একই পরিবারের সামিল।

এতদ্ভিন্ন এসিয়া খণ্ডের সংস্কৃত ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় ১৪টি ভাষা, ইরাণিক এবং আর্ম্মেনিয়ান ভাষা এই এক বৃহত্তর আর্য্য ভাষার বিভিন্ন শাখা।

আর্ম্মেনিয়ান্ ভাষা গ্রীক্ ও ইরাণী ভাষার মধ্যবর্ত্তী। জেন্দ, পার্শী, পুস্তু, বেলুচি ও কুর্দ্দিশদিগের ভাষা ইরাণীয় ভাষার পর্য্যায় যুক্ত।

যুরোপের ভাষা সকলের সঙ্গে সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষার এই সাদৃশ্য হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেন, এই সকল বিভিন্ন জাতির পূর্ব পুরুষগণের এক সময় মধ্য আসিয়ার ব্যাক্‌টিরিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বসতি ছিল। কোনও দুর্দ্দমনীয় প্রেরণায় চালিত হইয়া তাঁহাদিগের কোন শাখা পশ্চিম দিকে, কোন কোন শাখা দক্ষিণ দিকে গমন করে। এই শেষোক্ত শাখার কেহ কেহ ইরাণে বসতি স্থাপন করেন, কেহ কেহ হিমালয় অতিক্রম করতঃ ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হন। সেই দুর্দ্দমনীয় প্রেরণার হেতু কি তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই। প্রোঃ মোক্ষমুলার (Max Muller) মতে এই সকল শাখা বিভিন্ন দেশে গমনের পূর্বে তাঁহারা একই স্থানে এক পরিবারের অন্তর্ভুক্তরূপে বাস করিতেছিলেন (were living together within the same enclosures, nay under the same roof " ———"Lectures on the Science of Language" 1861.)

"সেইস্থান মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত কোন উচ্চতর প্রদেশ। সে সময় তাঁহাদিগের সাধারণ ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক. কিম্বা আর্ম্মেনি ভাষা ছিল না, কিন্তু ঐ ভাষার মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাষার বীজ নিহিত ছিল।"

"There was a small clan of Aryans, settled probably on the highest elevations of Central Asia speaking a language not yet Sanskrit or Greek or German, but containing the dialectical germs of all.

প্রোঃ সেইছ (Sayce) মতে যে উচ্চ ভূমিখণ্ড হইতে অক্সাচ্ (Oxus) ও জেক্জার্টিস্ নদীর উৎপত্তি, সেই মালভূমি এই সকল বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব স্থান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল এই মতই পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কুনো (Cuhno) ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন, তাঁহার যুক্তি ঃ—আর্য্যগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে যে একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তাহাদিগের তখন যাযাবর জীবন, গো মেষাদি চরাণই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরবিশিষ্ট প্রদেশ ভিন্ন এরূপ জীবন যাপন সম্ভবপর নহে। আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান এরূপ কোন জায়গায় ছিল।

তাঁহাদিগের প্রাথমিক মূল ভাষার শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে ব্যাকরণ সঙ্গত শৃঙ্খলার এরূপ সুবিন্যস্ত নির্দ্দেশ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই শ্রীসাধন দীর্ঘকাল এমন কি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী পরিচর্য্যা সাপেক্ষ। নানাদেশে বিভক্ত হইয়া যাইবার পূর্বেই তাহাদিগের ভাষার বহুল পরিমাণে এই শ্রী সাধিত হইয়াছিল। এই সকল যুক্তি-মূলে কুনো সিদ্ধান্ত করেন, তৎকালে একমাত্র য়ুরোপের উত্তর অঞ্চল এরূপ অনুকূল প্রদেশ ছিল। ইহা পূর্বদিকে ইউরাল পর্বত হইতে জার্ম্মানি ও ফ্রান্সের উত্তরাংশ দিয়া আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাই আর্য্যজাতির আদি উদ্ভব স্থান। কুনোর এই সিদ্ধান্ত হইতে নর্ডিক আর্য্য শব্দের সৃষ্টি। এক প্রোঃ মোক্ষমুলার

ব্যতীত অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কুনোর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মোক্ষমূলার তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া ১৮৮৭ খৃঃ অঃ পুনঃ প্রকাশিত "Introduction to the Science of Language" গ্রন্থে এইরূপে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন।—

"If an answer must be given as to the place where our Aryan ancestors dwelt before their separation, I should still say as I said 40 years ago "some where in Asia, and no more"

ইহার পর ডাঃ ভারেন (Warren) "Paradise Found or the Cradle of the Human Race at the North-Pole" নামক গ্রন্থে উত্তর মেরু প্রদেশ আর্য্যজাতির উদ্ভবস্থান এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সাপোটা (Sapota) তাঁহার এইমত সমর্থন করেন, লোকমান্য তিলকও "Arctic Home of the Rigveda" গ্রন্থে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিলকের যুক্তি অধিকতর স্থির ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদ বর্ণিত ৯ মাস ও ১০ মাস ব্যাপী সংবৎসর সত্র যজ্ঞ এই যুক্তি সমর্থন করে। এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদে আরো কোন কোন ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে যজ্ঞ প্রবর্ত্তক কোন কোন প্রাচীন ঋষি ও প্রথম মনুর ঐ অঞ্চলের সহিত পরিচয় ছিল এরূপ বুঝা যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ণয় করিয়াছেন পৃথিবী বক্ষ ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বে অন্ততঃ চারিবার তুষার পাতে বিধ্বস্থ হইয়াছে।

তুষার পাতের কারণ কি, তাহা অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। প্রস্তর গাত্রে তুষারপাত যে সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা হইতে বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত প্রথম তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল

বর্ত্তমানকাল হইতে ৫২৫০০০ বৎসর পূর্বে। তাহা ২৫০০০ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল।১ শেষ তুষারপাত বর্ত্তমান কাল হইতে ষাট্ সোত্তর হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়া ২৫০০০ বৎসর স্থায়ী ছিল। তুষাররাশি সমগ্র য়ুরোপ ও উত্তর আসিয়াকে শত শত ফুট গভীর স্তরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই তুষারের চাপে মেরু-প্রদেশ নিমজ্জিত হইয়া উত্তর সাগরের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পূর্বে এই অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ সুখসেব্য ছিল, এবং ইহা অসংখ্য শ্রেণীর জীবজন্তুর বিচরণ ভূমি ছিল। সুদীর্ঘ ২৫০০০ বৎসর কাল তুষারপাতে বিধ্বস্ত ঐ সকল অঞ্চলে কোন জীবজন্তুর প্রাণধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। কত কাল যে এই অবস্থায় কাটিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। য়ুরোপ অদ্যাপি এই তুষারপাতের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কাল হইতে বিশ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন প্রস্তরযুগে য়ুরোপের স্থানে স্থানে যে মানুষ বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার অনেক নিদর্শন প্রস্তর গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। অবশ্য তখনকার বসবাসের অবস্থা অন্যরূপ ছিল, কতক পরিমাণে আমরা ইহার কল্পনা করিতে পারি মাত্র। অধিকাংশ দেশ তখনও তুষারসমাচ্ছাদিত, তদুপরি তুষারকণাবাহী ঝঞ্ঝাবাত লাগিয়াই রহিয়াছে। এই সকল দুর্য্যোগ হইতে দেহ রক্ষার জন্য গিরিগহ্বরগুলিতে আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। যাযাবরজীবন পশু শিকার জীবিকার প্রধান অবলম্বন। সুদীর্ঘকালব্যাপী তুষারপাত নিবন্ধন পশুজীবনও প্রায় বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অবধারণ করিয়াছেন—তুষারপাতের পূর্বে মেরুপ্রদেশ পশুজীবনে

১। "বৈদিকযুগে জাতিভেদ ও তাহার মূলতত্ত্ব" নামক নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু তুষারপাতে তাহা একরূপ শেষ হইয়াছে, অতি অল্প সংখ্যকই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য অপরাপর জন্তু অপেক্ষা এই সংগ্রামে মানবই আত্মরক্ষায় অধিক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছে সত্য, তথাপি তাহাদিগের মধ্যেও যে অধিকাংশ সংখ্যক নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অসম্ভব নহে। গিরিগহ্বরাদিতে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন এই সকল দুর্য্যোগ হইতে আত্ম-রক্ষার আর উপায় ছিল না। অস্‌বরণ্ মনে করেন, এইরূপ পরিস্থিতি হইতে মানবের অন্তরে প্রথম ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকিবে :—

"It is probable that a sense of wonder in the face of the powers of nature was connected with the development of religious sentiment."

বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন প্রস্তরযুগের (Old Palaeolethic Age) মানব কর্ত্তৃক গিরি-গহ্বর গাত্রে অঙ্কিত অনেক চিত্রাঙ্কনের সন্ধান মিলিয়াছে। এই সম্বন্ধে অস্‌বরণের মন্তব্য :—

"How far their artistic work in the caverns was an expression of such sentiment and how far it was the outcome of the purely artistic impulse, are matters for very careful study, undoubtedly the inquisitive sense which led them into the deep and dangerous recesses of the caverns was accompanied by an increased sense of awe and possi-bly by a sentiment which we may regard as more or less religious" অস্‌বরণের এই উক্তি আংশিক পরিমাণে সত্য হইলেও ইহা সর্বথা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

সাধারণতঃ গিরিগহ্বরগুলি হিংস্র শ্বাপদ জন্তুগুলির বসতি স্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মানবের পক্ষে অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এরূপ স্থানে প্রবেশের প্রবৃত্তি সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে আত্মরক্ষার কোন দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি হইতে গিরিগহ্বরে আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বাহিরে ঘন দুর্য্যোগ, তুষারপাতের সঙ্গে প্রবল বায়ুসহ বারিবর্ষণ, এই অবস্থায় গুহাতে আশ্রয় লাভ ভিন্ন জীবন রক্ষাই দুষ্কর। আত্মরক্ষার প্রেরণাই তাহাদিগের গিরিগহ্বরে আশ্রয় অন্বেষণ করা অধিক সম্ভবপর।

বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, তাহার উপর মেরু-প্রদেশের সুদীর্ঘকালব্যাপী ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনী। এই সকল দুর্য্যোগের পশ্চাতে কোন অতীন্দ্রিয় ভৌতিক শক্তির কার্য্যকারিতা বিদ্যমান রহিয়াছে এরূপ কল্পনা করা বিচিত্র নহে। এই ভৌতিক শক্তি চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রকৃতি তাহারই তাণ্ডবলীলা সূচনা করিতেছে। এইরূপ মনোবৃত্তি হইতে সেই শক্তির প্রসন্নতা লাভের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা এবং তাহার উদ্দেশ্যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পশুকে উৎসর্গ করা স্বাভাবিক। পর্বতগহ্বরে যত সব চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে সকলই এই জাতীয় পশুর চিত্র। তাহাদের মধ্যে চর্বিযুক্ত বিশাল দেহ ষাঁড়ের প্রাধান্য। ইহা হইতে মনে হয় এই পশুগুলি একদিকে যেমন অতীন্দ্রিয় দেবতার উদ্দেশ্যে বলিরূপে প্রদত্ত হইত, অপরদিকে প্রাথমিক অবস্থায় সেই যুগে মানবেরও ইহারা জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল। শীতের প্রকোপ হইতে দেহ রক্ষণ ও প্রাকৃতিক শক্তির এত যে তাণ্ডবলীলা তাহার বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পর্বতগহ্বরে নিরন্তর অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা প্রয়োজন হইত। এই অনলে আহার্য্য পশুকেও দগ্ধ করা হইত।

এস্থলে তিনটি বিষয়ের একত্র সমাবেশ লক্ষ্যের বিষয়; (১) দুর্জ্জয় দৈবশক্তির বিদ্যমানতা এবং তদ্দ্বারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা, ও ঐ শক্তির প্রসন্নতা লাভের জন্য উৎকণ্ঠা; সেইজন্য হৃষ্টপুষ্ট কোন পশুকে বলি প্রদান করা। (২) আহারের জন্য সেই পশুদেহ দগ্ধ করা প্রয়োজন, সেজন্য অগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা। (৩) দেবতার প্রসাদরূপে সেই পশুর মাংস ভক্ষণ করা। ইহা নিজের জীবন রক্ষারও প্রধান উপায়। এই তিনটি অবস্থার সমাবেশ হইতে যে মনোবৃত্তির উদ্ভব, তাহা হইতে প্রথম ধর্ম্মকর্ম্মের সৃষ্টি।

অতীন্দ্রিয় ভৌতিক রাজ্যের সঙ্গে মানবের এই যে সংযোগ স্থাপন সে সম্বন্ধে মিঃ ডবলিউ জেইমস্ এরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন :—

"This intercourse is realised at the time as being both active and mutual........The gods believed in—whether by crude savages or by men disciplined intellectually—agree with each other in recognising personal calls".

"To coerce the spiritual powers, or to square them, and get them on our side, was, during enormous tracts of time, the one great object in our dealings with the natural world."

"The Varieties of Religious Experience"

বাসস্থানে অগ্নিস্থাপন, দেবতার চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্যে তাহাতে হব্য প্রদান, এবং অবশেষে হবিঃশেষ ভক্ষণ বৈদিক যজ্ঞের যে এই ত্রিবিধ প্রধান অঙ্গ, ইহাতে এই সব কয়টিই বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগেই ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, ক্রমে নানাভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়া যজ্ঞই বৈদিক আর্য্যদিগের জীবনের প্রধান নিয়ামকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

যে মনোবৃত্তি হইতে সর্ব্বপ্রথম এই যজ্ঞ ক্রিয়ার উদ্ভব, গীতার অনবদ্য ভাষায় তাহা এভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ;—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" ৩ অঃ ১১ শ্লোক

দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য এত সব যে অনুষ্ঠান যাহা গিরি গহ্বর-বাসী মানবের প্রথম ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহা অবশ্য একদিনে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এভাবে মানবের মনোবৃত্তি গঠনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। জেইম্‌স ইহাকে যে "enormous tracts of time" আখ্যা দিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান কাল হইতে ন্যূনাধিক ২০,০০০ বৎসর পূর্বে প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই দৈবশক্তির কোপদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য এই উপায় সর্বত্রই অবলম্বিত হইয়াছে।

অনুমান সাত আট হাজার বৎসর পূর্বে রচিত প্রাচীন ঋঙ্‌মন্ত্র-গুলির মধ্য দিয়া আর্য্য জাতির জীবনযাত্রার ইতিহাসের পৃষ্ঠা যখন প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়, আমরা দেখিতে পাই, সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি যাহার কোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য হৃষ্ট বলিষ্ঠ ষাঁড়কে আহুতি দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই শক্তি রুদ্র নামে অভিহিত হইতে-ছেন, এবং ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি দুর্য্যোগের কারণ স্বরূপ দেবতাসমূহকে মরুৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় এই সকল দেবতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যত সব অনর্থ সংঘটন করিয়া থাকে। অশনিগর্জ্জন সহকারে পরম বিভীষিকাপ্রদ লোক বিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবাত মরুৎগণের কার্য্য। ঋগ্বেদে মরুৎগণকে রুদ্রের পুত্র বলা হইয়াছে। রুদ্রের কোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা "মা ন স্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ"। আমাদের

পুত্র পৌত্রদের প্রতি হিংসা করিওনা। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার নিকট প্রার্থনা যেন পিতার নিকট পুত্রের প্রার্থনা। সংসারে যাহা কিছু অভিলষিত বস্তু সব আমাদিগকে দেও। রুদ্রের নিকট দেওয়ার জন্য প্রার্থনা নাই, যাহা আছে তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। অনিশ্চিত যাযাবরজীবন পাহাড় পর্বত মাঠ প্রান্তরে অতিবাহিত হইত। সর্বত্র কোন না কোন আকারে প্রাকৃতিক শক্তির তাহাতে লীলা প্রকাশ পাইত। ইহা হইতে রুদ্র দেবতা যে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন এই সংস্কার জন্মে। ক্রমে ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি রুদ্রদেবতারও যে একটা অনুকম্পাপূর্ণ প্রসন্ন দিক আছে, বৈদিক আর্য্যগণ তাহার সন্ধান পান। রুদ্রের ক্রোধ হইতে ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহার প্রসন্নতা লাভই ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের উপায়, ইহা হইতে তিনি ওষধিনাথ হইলেন; তিনি ত্র্যম্বক, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের অধীশ্বর হইলেন, তিনি "ভূবনস্য ঈশান" সকল ভূবনের অধিপতি ও শিব হইলেন।

আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদের এই দেবতা অথর্ববেদে সর্বদর্শী সর্বান্তরর্যামী ও সর্বগত ঈশ্বর হইলেন। যজুর্বেদে তাঁহার মঙ্গলময় রূপকে আরো ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায় এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় শত-রুদ্রীয় উপাখ্যানে রুদ্রের প্রসন্ন রূপের আরো বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; রুদ্ররূপের বিপরীত ভাবকে শিবতনু নাম দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে এই ক্রোধের দেবতার প্রসন্ন দিকটা আরো বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

"মীঢ়ুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনাভব (১৬।৫১)

"হে অভীষ্টবর্ষী মঙ্গলময় দেবতা, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন-মনা হও।"

দেখা যায় ক্রমে তিনি নরীকৃত হইয়া (anthromorphosed) পরিবারের অধিপতি রূপে গৃহদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইক্ষণ অনূঢ়া বালিকাদের মনোমত পতি নির্বাচন ব্যাপারে তিনি ঘটক।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনং"

সুগন্ধি পুষ্পসহকারে বালিকারা ত্র্যম্বকের পূজা করিতেছে, প্রার্থনা মনোমত পতিলাভ।

আদিতে যাহা ভয় বিস্ময় ও ক্রোধের দেবতারূপে মানবের চিত্তকে অভিভূত করিয়া সর্বপ্রথম এক অতীন্দ্রিয় শক্তিরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কিরূপে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়া তাহা এক আরাধ্য দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস বস্তুতঃই বিস্ময়াবহ। প্রামাণ্য উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে সময়ের গণনায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হয়তঃ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে রুদ্রের স্তুতিতে বলা হইয়াছে।

য একো জালবান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ
সর্বালোকানীশত ঈশিনীভিঃ।

*　　　*　　　*

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়য়া তস্থু-
র্য ইমাল্লোকান্ ঈশিনীভিঃ॥

"যিনি একমাত্র মায়ী, তিনি বিবিধ শক্তিযোগে এই সকল লোককে শাসন করেন, তিনি রুদ্র, তাঁহার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

কিরূপে মানবচিত্তে প্রথম ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ইহা হইতে এক বিশাল ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হয় সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়া রুদ্র দেবতার মধ্য দিয়া

আমরা তাহার এক সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের সন্ধান পাইতেছি। ধর্ম্ম-রাজ্যের ইতিহাসে ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। এত সব বিকাশ সত্ত্বেও রুদ্র তাঁহার প্রথমাবস্থার যে ক্রোধ ও বিভীষিকার রূপ তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, অথচ প্রান্তর ও অরণ্যের দেবতা মানবের গৃহের দেবতার আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন।

রুদ্রের ইতিহাসে আমরা বৈদিক ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিকাশের এক পরিষ্কার ছবি দেখিতে পাই। গ্রন্থে তাহার যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের প্রথম আরম্ভ হইতেছে অগ্নির স্তুতিমূলক এক মন্ত্র নিয়ে,
"অগ্নিমীলে (অগ্নিমীড়ে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং।"

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান (দেব অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী পুরোহিত (ঋত্বিক্), প্রভুত রত্নধারী অগ্নির স্তব করি। গৃহে যজ্ঞবেদিতে স্থাপিত অগ্নি গৃহের দেবতা। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যে হব্য প্রদত্ত হয় অগ্নি তাহা দেবতাদিগের নিকট বহন করেন। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে অগ্নিকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে (১-২৮ ১০); যজ্ঞাগ্নিতে যখন হব্য প্রদান করা হয়, তাহা হইতে লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, প্রভৃতি বর্ণের যে শিখা সকল উত্থিত হয়, কোন কোন মন্ত্রে কবিত্বের ভাষায় বলা হইয়াছে, ইহারা যেন যজ্ঞাগ্নির সহিত পতি-পত্নী ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদে এরূপ ৭টি শিখার নাম দেওয়া হইয়াছে :—

"কালী করালী চ মনোজবা চ, সুলোহিতা বা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥"

বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র শিব সম্বন্ধে যতকিছু বর্ণনা আছে এস্থলে

তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইহাতে লিঙ্গোপাসনা এবং সর্পোপাসনার কোন স্থান নাই। শৈবধর্ম্মে এতদুভয়েরই বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। মহাভারতে এই উভয় সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রহিয়াছে। ইহারা কোথা হইতে আসিল এবং কিরূপে শিবোপাসনার এরূপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল তাহা বিবেচনার বিষয়।

উত্তর আসিয়া ও য়ুরোপের তুষার বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে বৈদিক আর্য্যগণ যখন আত্মরক্ষার তাড়নায় প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টন গুলির সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত সেই সময় আসিয়া মহাপ্রদেশের সমগ্র দক্ষিণাংশ পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-দিকে সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়া মানবজাতির অপরাপর শাখাগুলি বসতি স্থাপন করিয়াছে। আসিয়ার দক্ষিণার্দ্ধের এই গণ্ডী (belt) সর্ববিষয়ে মানবের বসবাসের অনুকূল ছিল। বড় বড় নদীসকল এই অঞ্চল মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অধিকাংশ স্থানেই সময়োচিত বারিব্‌ণ হয়, নদীর উপকূলবর্ত্তী স্থান সকল জলপ্লাবিত হইয়া ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব অঞ্চলের কোন কোন স্থানে আপনা হইতেই যব ও এই জাতীয় শস্য সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, এই সকল দেশের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পন্থা বাহির করিয়াছে; একসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতেছে, পশ্চিমে মিশর হইতে পূর্বদিকে সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়া এই সকল দেশের অধিবাসিদিগের কৃষ্টিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'heliolithic culture' প্রস্তরযুগে সূর্য্যোপাসনা-মূলক কৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাদের কোন কোন শাখা সভ্যতায় বিশেষ সমুন্নত ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর সময়ে এক জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে, মনুর নৌকা হিমালয়

পাহাড়ের শৃঙ্গ প্রদেশে গিয়া ঠেকিয়াছিল। মহাভারতে সেই স্থানকে নৌবন্ধ বলা হইয়াছে। বাইবেল গ্রন্থে নোয়ার সময় এক জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে। নোয়ার নৌকা আরারত পর্বতের শৃঙ্গে গিয়া ঠেকিয়াছিল। এক জলপ্লাবনে কেলডিসদিগের উরনগর বিনষ্ট হইবার উল্লেখ আছে। কাহারো কাহারো মতে উরদেশের জলপ্লাবন কাহিনীই বাইবেল বর্ণিত জলপ্লাবনের মূল। এ সম্বন্ধে Hall Cain :—

"A flood is believed to have destroyed Ur of the Chaldees. It is said (by Loisy) that this suggested the biblical story".

ইহা জনশ্রুতি মাত্র ছিল, উরসহর ইউক্রেটিস্ নদীর উপকূলে কোনস্থানে ছিল ইহা প্রবল জনপ্রবাদ। পারস্য উপসাগর হইতে ১০০ মাইল উত্তরে এবং ইউক্রেটিস্ নদী ও সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক বিশাল মৃত্তিকা স্তূপ দীর্ঘকাল পরিব্রাজকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে মাটির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট ও আবর্জ্জনা মিশ্রিত রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত অসভ্য বর্বরদিগের ইহা বসতিস্থান ছিল সাধারণতঃ এরূপ ধারণা ছিল।

"We have long thought that under this mound lay the remains of a crude home of premitive man"

কিন্তু সম্প্রতি এই সকল মৃত্তিকাস্তূপ অপসারণ দ্বারা ইহার নীচে যে বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে Hall Cain তাহার এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"Now we know by the marvellous discovery of archæology, that it was a city of great magnitude, and

importance. It contained palaces, temples and towers, which in their barbaric splendour have perhaps never been surpassed. It took tribute from the cities about it and was for a time the capital of an Empire that was mistress of all the known world:

... ...

We now know that they kept ledgers and accounts, and that their commercial activities had a starting resemblance to our own."

ইহা বর্ত্তমানকাল হইতে ৭০০০ বৎসর পূর্বের ইতিহাস। সভ্যতায় এরূপ সমুন্নত অবস্থা লাভ সুদীর্ঘকাল সাপেক্ষ। বর্ত্তমানকাল হইতে দশ বার হাজার বৎসর পূর্বে নূতন প্রস্তর যুগের আরম্ভ। উরের সভ্যতাও যে প্রায় ঐ সময়ের কাছাকাছি প্রাচীন সভ্যতা ইহা সহজে অনুমেয়। মিশরের সভ্যতাও অতি প্রাচীন। অনুকূল আবেষ্টন বশতঃ এই সকল স্থান ও প্রাচীন বেবিলনের অধিবাসীগণ সভ্যতা হিসাবে যে বিশেষ সমুন্নত জাতি ছিল তাহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। এই সকল জাতি ও দ্রাবিড় জাতি সকলই ভূমধ্যসাগর উপকূলবাসী জাতিসঙ্ঘের অন্তর্গত। তাহারা মাতৃউপাসক ছিল। দেবতার জন্য আকাশচুম্বী বিশাল মন্দিরসকল নির্ম্মিত হইত। নরবলিসহকারে মাতৃপূজা ইহাদের ধর্ম্মের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। লিঙ্গোপাসনা এবং সর্পোপাসনাও ইহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। বৈদিক আর্য্যদিগের দেবতার জন্য বিশেষ কোন মন্দির ছিল না। মুক্ত আকাশের নীচে নদীতীরে পবিত্র স্থান তাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান ভূমি ছিল। পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্ম্মে আরাধ্য দেবতার জন্য মন্দিরের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবী মাতৃ উপাসনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মূলে তিনি অনার্য্য মাতৃ-উপাসক শবরদিগের দেবতা ছিলেন। শবরগণ নরবলি-সহকারে তাঁহার পূজা করিত এবং নরমুণ্ড দ্বারা আরাধ্য দেবীর অর্চনা করিত। আর্য্য ও অনার্য্য জাতিগুলির পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যখন বৃহত্তর সমাজ গঠিত হয় তখন আর্য্য ও অনার্য্য কৃষ্টির অপরিত্যজ্য অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ দ্বারা এই সম্মিলিত সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা হইয়াছে। শৈবধর্ম্মে আমরা পাশাপাশি এই উভয় কৃষ্টিরই প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি।

মহাভারতে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। হিমালয় পর্বতের উত্তর দিকে প্রায় সমুদয় আসিয়া খণ্ড ব্যপিয়া এক সময়ে যে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল তাহা তাহার সূচনা করে। মধ্য হিমালয় কূর্ম্মাচল প্রদেশ বিশেষ ভাবে এই উভয় ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান। কোন কোন আখ্যায়িকা ইহাদিগের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ মূলক। শৈবধর্ম্ম এই অঞ্চলের প্রাচীন ধর্ম্ম, এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবেশ চেষ্টা এই সংঘর্ষের মূল।

মিসর বেবিলন প্রভৃতি দেশে মেডেটারিনিয়ন জাতিদিগের মধ্যে নরবলি সহকারে যে মাতৃ-উপাসনা প্রথা ছিল ঐ সকল জাতিরই কোন শাখা কর্ত্তৃক প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে এ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। বিন্ধ্যাচলবাসিনী মাতৃদেবীর উপাসনা তাহারই স্মারক। বৈদিক আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের এই দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপাসনায় আর্য্যপন্থানুগামী অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাঁহার বেশভূষা ও আরাধনার সঙ্গে সংযোজিত করিয়াছেন। নরমুণ্ডগুলি এইক্ষণ মাতৃকাশক্তি। মাতৃকাশক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি, ইহারা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী। ঋগ্বেদে কিরূপে

এই বাগ্‌দেবী হইতে সৃষ্টি প্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বর্ণনা আছে। ঐ বেদেরই অন্যত্র (১৬৪) তিনি গৌরী নামে উক্ত হইয়াছেন। এই গৌরী হিমবৎ দুহিতা কৈলাসবাসিনী শিবের অন্তরঙ্গা শক্তি পার্বতী। তিনি বরাভয়দায়িনী হিন্দুধর্ম্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যাদেবী। মেডিটেরেনিয়ন জাতির আরাধ্য লিঙ্গদেবতার প্রতীক সর্প ও ষাঁড় শিবের অঙ্গভূষণ ও বাহন হইয়াছে। বৈদিক রুদ্রশিব উপাসনার সহিত হেলিওলিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন মাতৃ-উপাসনা মূলক ধর্ম্মের সংমিশ্রণ হইতে কিরূপে পৌরাণিক শৈবধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থে রহিয়াছে। এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রধান প্রধান ধর্ম্মমতগুলি বিশ্লেষণ ক্রমে তাহারা পরস্পর দ্বারা কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং ধর্ম্ম কি তাহার এক সর্বসম্মত ব্যাপক সংজ্ঞা করিবার প্রয়াস রহিয়াছে।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এস্থলে ইহার পশ্চাতে যে ইতিহাস রহিয়াছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। স্বদেশী যুগে স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গজননীর যে সকল কৃতিমান্ সন্তান সংগ্রামে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। কায়স্থ সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত বৈদিকযুগে জাতিভেদ ও তাহার মূলতত্ত্ব শীর্ষক নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তিনি আমার সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমার নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব করিলে আমি তাঁহার সহিত দেখা করি। প্রথম দিনের আলাপ পরিচয়েই আমি জানিতে পারি শুধু রাজনৈতিক হিসাবে নহে সাধারণ

শিক্ষা বিস্তারের দিকেও তাঁহার অনুরাগ অপরিসীম। আমার রচিত ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব গ্রন্থ তিনি বিশেষ অনুরাগ ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থের যে অংশে গীতা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে, বিশেষভাবে তাহার অধ্যায় সার সংগ্রহ অধ্যায় তিনি একাধিকবার পাঠ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় লইয়া ইহার পর অনেকবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন রুদ্র-শিব উপাসনা সম্বন্ধেও এক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমার নিকট প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মগুলির মধ্যে রুদ্র-শিবোপাসনা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম। খুব সম্ভবতঃ দেবতার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় মানবের যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই প্রথম ধর্ম্ম কর্ম্ম। তাঁহার নিকট কথা প্রসঙ্গে আমি এরূপ মত প্রকাশ করি। তিনি আমার নিকট হইতে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া যান এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করেন। এই গ্রন্থ ও অপর কোন কোন গ্রন্থ নানা কারণে মুদ্রিত হইতে পারিতেছিল না। ইহার কয়েকদিন পর সত্যেন্দ্র বাবু আমাকে জানান যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে প্রস্তুত আছেন, তিনি সেজন্য আমার অনুমতি চাহেন। আমি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করি। ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের অন্তর্গত ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ধর্ম্মগ্রন্থমালার গ্রন্থরূপে আমার রচিত অপর কোন কোন গ্রন্থ বাহির হইতেছিল। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ শৈবধর্ম্ম গ্রন্থও তথায় ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার পর অকস্মাৎ বঙ্গমাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া কাল সত্যেন্দ্র বাবু'ক অকালে গ্রহণ করিল! ইহার পর সুদীর্ঘকাল গ্রন্থ ছাপা বন্ধ ছিল। পাণ্ডুলিপি যে কোথায় কি অবস্থায় আছে

আমার কিছুই জানা ছিল না। যুদ্ধের জন্য কাগজ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। বৎসরাধিককাল এভাবে কাটিয়া গেল। দীর্ঘকাল এভাবে অপেক্ষা করার পর আমি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু মহোদয়ের সহিত দেখা করিয়া সকল বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করি। যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি অবহিত থাকিবেন এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। একমাত্র তাঁহার চেষ্টা ও উদ্‌যোগে গ্রন্থ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভবপর হইয়াছে, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সম্মানিত সম্পাদক শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র শীল মহোদয়কেও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে গুরুতর কর্ত্তব্যের বোঝা বহন করিয়া চলিতে হইতেছে ইহা যিনি অবগত আছেন, তিনি শীল মহাশয়ের উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইতি—

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১—৮ পৃঃ

দ্যাবা পৃথিবী অতি প্রাচীন যুগ্মদেবতা। ইহারা যেন মিথুনভাবে অবস্থিত পৃথিবী ও আকাশ। মিত্র, বরুণ, সবিতাও তিন প্রাচীন দেবতা। ইহারা সকলেই অশেষ কল্যাণের আকর। রুদ্রও এক অতি প্রাচীন দেবতা; মরুদ্‌গণ রুদ্রের পুত্র। ইহারা যতরকম ভয় বিভীষিকা ও অমঙ্গলের দেবতা। ইহারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ প্রদেশের দেবতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৯—১৬ পৃঃ

রুদ্রের নিকট আকুল প্রার্থনা কিছু প্রাপ্তির জন্য নহে, যাহা আছে তাহা হইতে যেন বঞ্চিত না করে। ক্রমে তাঁহার রূপের বিকাশ,—ভব সর্ব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশান ও অশনি, এই আট নাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৭—৪৪ পৃঃ

রুদ্রের কোপদৃষ্টি হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা হইতে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই জ্ঞানলাভ, এবং ক্রমে রুদ্রের ধ্বংসলীলার পশ্চাতেও যে তাঁহার এক মঙ্গলময় রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ঋষিগণ তাহার সন্ধান পান। উপনিষদ্‌যুগে এই দেবতা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে তিনি সর্বেশ্বর পদে উন্নীত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া সৃষ্টিসম্বন্ধে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের বর্ণনা রহিয়াছে। যজ্ঞাগ্নির এক নাম রুদ্র। এই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইতে উত্থিত ধূমকে রুদ্রের জটা বলা হয়, তাহা হইতে রুদ্রের এক নাম কপর্দী। যজ্ঞবেদী ভূমিকে "দক্ষসোলা" দক্ষকন্যা ইলা বলা হয়। ইহাতে অগ্নি স্থাপন, রুদ্রকে স্থাপন, রুদ্রের সহিত ইলার মিলন। ইহা পরবর্তী পৌরাণিক যুগে হরগৌরীর বিবাহ আখ্যায়িকার

মূল। হুমাহুতি প্রদত্ত যজ্ঞাগ্নি সকল হইতে উত্থিত হয় যে শিখা তাহারা অগ্নির সঙ্গে যেন পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকে, তাহা যেন স্বামী স্ত্রীর মিলন, শিখাগুলি অগ্নির ৭টি জিহ্বা। ইহাদিগের নাম কালী, করালী ইত্যাদি। ইহা হইতে রুদ্রের এই সকল পত্নীর নামকরণ। পরবর্ত্তীকালে এই সকল নামের সহিত নন্দাদেবী আর একটি নাম যোজিত হইয়াছে। রুদ্র এইরূপ শিব হইয়াছেন পত্নীদিগের মধ্যে নন্দাদেবীর বিশেষ প্রাধান্য। কুমায়ুন হিমাচল প্রদেশে রুদ্রশিব উপাসনার বিশেষ প্রাধান্য। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হিমালয় শৃঙ্গগুলি শিব ও নন্দা উভয়েরই বিশেষভাবে অধ্যুসিত। এখানে শিবের আর একটি নূতন নাম যোজিত হইয়াছে, ইহা ভোলানাথ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৪৫—৫১ পৃঃ

হিমাচল প্রদেশের বিবরণ। ইহার অধিকাংশ স্থানের সহিত শৈবধর্ম্ম বিশেষভাবে জড়িত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৫১—৫৮ পৃঃ

মহাভারত হইতে শৈবধর্ম্মের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকার উল্লেখ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৫৯—৬৩ পৃঃ

কূর্ম্মাচল প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবেশের প্রয়াস। শৈব ধর্ম্মের সহিতসংঘর্ষ। দক্ষযজ্ঞ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৬৪—৭২ পৃঃ

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও খ্রীষ্টীয় চারিশত শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। এই সময় মধ্যে পৌরাণিক শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

রহস্যজনক ক্রিয়ানুষ্ঠান। কালে পুরোহিতরা অপদেবতাদের প্রতিনিধির স্থান অধিকার করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও পূজা আরম্ভ হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১২৮—১৪১ পৃঃ

বেবিলনের প্রাচীন শস্যের দেবতা ইস্তারের বসন্তোৎসবের অনুকরণে গ্রীকদিগের এফ্রোডাইট পূজার প্রচলন। গ্রীকদিগের অপর দেবতা এডনিস্‌ও তাহাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। জনশ্রুতি এক বন্যবরাহের হস্তে এডনিস্ দেবতার মৃত্যু হয়। সেজন্য প্রতি বৎসর কাল এক বরাহকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার মাংস ভোজন করিয়া লোকে মনে করিত দেবতার মাংস ভোজন করিলাম। বৎসরান্তে দেবতার পুনরুত্থান (resurrection) হয়। হিব্রুজাতি ইহাদেরই এক শাখা। এই সকল জাতির মত ও ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মিসরের 'ইসিসের' ক্রোড়ে শিশুপুত্র "হোরাস" হইতে মেডোনা মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যীশুর পুনরোত্থান প্রভৃতি অনেক কাহিনীর মূল এই সকল হেলিওলিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন প্রাচীন পৌত্তলিক উপাসনা-মূলক জাতিদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গে সহজেই ধর্ম্ম কি এবং উপাস্য দেবতা কি এই প্রশ্নের উদয় হয়—এই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মযাজক ও দার্শনিকদের মতের আলোচনা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৪২—১৭৪ পৃঃ

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। যতটা অবগত হইতে পারা গিয়াছে, হেলিওলিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন মিসর ও বেবিলিয়ন প্রভৃতি দেশবাসীরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যজাতি। নরবলি সহকারে লিঙ্গ উপাসনা তাহাদিগের প্রথম ধর্ম্ম কর্ম্ম ছিল। ঋগ্বেদের

পুরুষ সূক্তের মধ্যেও নরবলি প্রথার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহার মনস্তত্ত্ব কি, তাহা হইতে ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্ন আসে। হিগেল, কেণ্ট, মিল প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মতের আলোচনা। বর্ত্তমানে জাগতিক ব্যাপারের উপর বিজ্ঞান যে আলোক সম্পাত করিয়াছে তাহার সাহায্যে এই সকল দার্শনিক ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মতের আপেক্ষিক বিচার এবং এই উপলক্ষ্যে বৈদিক রুদ্র শিব উপাসনার উপর হেলিও-লিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন জাতিদিগের লিঙ্গ ও মাতৃ উপাসনার প্রভাব নির্ণয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১৭৪—১৯১ পৃঃ

মেরুর সন্নিহিত তুষার বিধ্বস্ত বরফ মণ্ডিত প্রদেশের কঠোর শীত ক্লিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে বৈদিক আর্য্যদিগের যখন যাযাবর জীবন এবং পশু শিকার জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়, জীবন সংগ্রামের এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম স্ফুরণ হয়। শীতের আক্রমণ হইতে, জীবন রক্ষার জন্য তাহাদিগের আবাসস্থলে সর্বদা অগ্নি রক্ষা করিতে হইত। ক্রমে অগ্নি তাহাদিগের গৃহ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। হব্য সহকারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান তাহাদিগের প্রথম ধর্ম্ম কর্ম্ম। বৈদিক যজ্ঞের ইহা মূল। ঋগ্বেদের অনেকস্থলে যজ্ঞাগ্নি রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। ঘৃতাহুতি প্রদানকালে এই অগ্নি হইতে যে ধূমরাশি উত্থিত হয়, তাহা রুদ্রের জটা, আবার শিখাগুলি যখন অগ্নির চারিদিক জড়াইয়া লেলিহান হইয়া উপরের দিকে উত্থিত হইতে থাকে তখন তাহাকে যেন রুদ্রের পত্নীরূপে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এরূপ কল্পনা। কোন কোন উপনিষদে ইহাদিগকে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণ ধূমশিখা বলা হইয়াছে। ইহারা রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ গুণ। এই তিন হইতে জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি। ইহা হইতে রুদ্র শিবের শক্তি জগৎ প্রসবিনী। যজ্ঞাগ্নিকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক আর্য্যদিগের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে। রুদ্র শিব উপাসনার মধ্য দিয়া পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা শেষ কথা ঋষিগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগের যে বর্ণনা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৫	প্রত্যক্ষম্	প্রত্যক্ষম্
ঐ	৬	সংনিষদ	সংনিষণ্ণ
৯	৭	স্বস্ত্যয়ণের	স্বস্ত্যয়নের
১২	১৫	ঈশান	ঈশানঃ
১৪	৫	রূপে	থাকিবেনা delete
১৮	২৫	হিংসি	হিংসীঃ
২০	১৪	শক্তি	শক্তির
২২	৩	স্বাদ্বত্ত্যনশ্ননন্ত্যো	স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্ত্যো
২৩	১৫	এলোকও নাই পরলোকও নাই	এই লোকই আছে পরলোক নাই
২৭	২৪	উন্মেখীন্	উন্মুখীন্
২৯	১০	উপহত	উপহিত
৩০	১৮	তচ্ছ্যা	তুচ্ছ্য
৩৯	১১	অগ্রে সুদীতমুশিজং	অগ্রে´ সুদীতমুশিজ
৪০	৭	কপর্দ্দি	কপর্দ্দী
৬১	৬	ষড়াঙ্গ	ষড়ঙ্গ
৬৪	১৪	প্রভৃতি	প্রভৃতির
৬৫	১	সমাজের	লোকদিগের
৬৭	৬	৩৮	৬৩৮
৭১	২	লাকুল	নকুলীশ লাকুল
৭৪	১৯	প্রতিষ্ঠিতাঃ	প্রতিষ্ঠাঃ
ঐ	২০	সুখ	সুখে

ঐ	২১	ব্যবস্তাম	ব্যবস্থাম
ঐ	২৩	চিন্ত্যা	চিন্ত্যম্
ঐ	২৪	এষাৎ	এষাম্
৭৫	৩	বিচেতি	বিচৈতি
৭৭	৯	ভান্	ভাণ
ঐ	১৫	অন্তদর্শিতা	অন্তর দর্শিতা
৭৮	২৯	নিকঠ	নিকট
ঐ	২২	আনয়ণের	আনয়নের
৮৪	২	সাধাখ্য	সাধ্যাখ্য
৮৭	৭	ইহাদ কর্শনরিতে	ইহা দর্শন করিতে
ঐ	১৩	তন্ম	তন্মাং
৮৮	৭	স্পন্দনিকা	স্পন্দ কারিকা
৯০	২২	তাস্তমনুভাতি	ভাস্তমনুভাতি
৯২	১৭	অবিনাভাবী	অবিনাভাব
৯৮	২৪	at	at by
১০১	৫	পিশ্রু	পিপ্রু
ঐ	২৪	যাষ্ক	যাস্ক
১০২	২	কুত্রোপমার্থেন	বৃত্রোপমার্থেন
ঐ	৩	বিবৃষয়া	বিবৃদ্ধয়া
১০৪	২০	পরবর্ত্তী অধ্যায়ে	যথাস্থানে
১০৯	২	উত্তানয়শ্চমেবা	উত্তানয়োশ্চম্বো
১১৭	১৪	পিংগ	পিঙ্গ
ঐ	১৯	ইউক্রেটিস্	ইউফ্রেটিস
ঐ	২০	কেণ্ডীয়ান	কেল্ডীয়ান
ঐ	২৩	কেরোয়াকে	ফেরুয়াকে
১১৮	৩	বিং	বিং (Byng)

ঐ	২২	seasiorae	seasonal
১২০	২৪	Egyptions	Egyptians
ঐ	ঐ	refar	refer
১৩১	১	হিন্দু	হিব্রু
১৪৫	১১	দৃষ্টি ভঙ্গার	দৃষ্টি ভঙ্গীর
১৪৭	১১	প্রয়োজন	প্রয়োজন হয়
১৬১	১৯	অমরত্বের	অমরত্বের
১৬২	৫	কল্পনা	কল্পনা
১৬৬	১৬	কুঠরাঘাতে	কুঠারাঘাতে
১৭৮	২২	জীবজগৎ	জীব ও জগৎ
১৮৬	১৭	সব প্রকার	সর্ব্বপ্রকার

মুখবন্ধ

পৃঃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
স	২১	বিরোপ	বিরূপ

ভূমিকা

পৃঃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৶	৭	Starting	Startling
১।০	১৫	মূলা	মূলকারণ।

শৈব ধর্ম্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে দ্যাবা পৃথিবী দুইটী অতি প্রাচীন দেবতা। ইহারা আধিভৌতিক দেবতা, ইহাদের অনুগ্রাহক আধিদৈবিক দেবতা পৃথিবীর অগ্নি, দ্যুলোকের মিত্র বরুণ। দ্যাবা পৃথিবী যুগ্মদেবতা, এই যুগ্ম হইতে ক্রমে সমস্ত জগতের অভিব্যক্তি। স্ত্রী পুরুষের মিলন হইতে প্রজা সৃষ্টি, এজন্য তাহারা মিথুন, তদ্রূপ দ্যাবা পৃথিবীও মিথুনরূপে কল্পিত হইয়াছে, আকাশ পিতৃস্থানীয়, পৃথিবী মাতৃস্থানীয়। দেবতাদিগের সম্পর্কে ঋষিদিগের এরূপ কল্পনা পৃথিবীবক্ষে এমন কোন অখণ্ড সমতল দেশকে ইঙ্গিত করে যেখানে সমগ্র চক্রবাল ব্যাপিয়া আকাশ ও পৃথিবী মিথুনভাবে অবস্থিত রহিয়াছে এরূপ অনুভব করা যায় ইহা যে পর্ব্বতসঙ্কুল কোন ভূমিখণ্ড হইতে পারে না তাহা সহজে অনুমেয়।

পৃথিবীর অনুগ্রাহক দেবতা অগ্নি। অগ্নি জলরূপে পৃথিবীর উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। অগ্নি জলে স্থিত করে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায় যথা ৬।১৫।১৩ ঋ। আকাশের অনুগ্রাহক দেবতা মিত্র বরুণ। মিত্র সূর্য্যের একটী প্রাচীন নাম, বরুণ সমগ্র আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া সূর্য্যের রশ্মিমালায় অবস্থিত বাষ্প। ইহাদিগের সহযোগিতা হইতে পৃথিবীতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। রমণীর দেহে

শোণিতরূপে অগ্নি অবস্থিতি করে। পুরুষের তেজ শুক্র সংযোগে ঐ শোণিতে উর্ব্বরতা শক্তি জন্মে, যাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়। বেদে দ্যাবা পৃথিবী—মিথুন—তদ্রূপ বৈদিক সাহিত্যে নানা স্থানে ঋগ্বেদ ও সামবেদকে মিথুন বলা হইয়াছে, তথায় যজুর্বেদের উল্লেখ নাই। সেকালে বিবাহের সময় বর বধূকে সম্বোধন করিয়া একটী মন্ত্রে বলিতেছেন "তুমি ঋগ্বেদ—আমি সামবেদ, তুমি পৃথিবী, আমি আকাশ" "সামাহং ঋকত্বং দ্যোরহং পৃথিবীত্বং।" অথর্ব বেদ (১৪।২।৭৫)।

এই সকল হইতে মনে হয় প্রথমাবস্থায় আর্য্যগণের পৃথিবীর উপর একমাত্র দ্যুলোক বা স্বঃ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে এরূপ ধারণা ছিল। এই স্বঃ লোকের দেবতা মিত্র ও বরুণ। ইহারা উভয়েই মানবের অশেষ কল্যাণের আকর। 'তাঁহাদের স্তুতিমূলক মন্ত্রগুলি সর্ব্বত্রই এরূপভাব বহন' করে ; যথা, "বন্দনীয় মিত্র লোকসকলকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন (অর্থাৎ প্রভাতে যাহার যাহার কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন) তিনি পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। মিত্র অনিমেষ লোচনে সকলের দিকে তাকাইয়া আছেন (অর্থাৎ সকলের মঙ্গল সাধনে তৎপর রহিয়াছেন) মিত্রের উদ্দেশ্যে ঘৃতযুক্ত হব্য প্রদান কর।" (৩য় মণ্ডল -৫৯সূ -১ঋক্)।

মিত্র বরুণ—উভয়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র যথা—

"তোমারা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রী লাভের জন্য তোমাদের পূজা করিতেছি। তোমরা যজমানের বন্ধু। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি তোমাদের প্রসাদে যে শত্রু জয় করে, এবং যে প্রভূত ধন লাভ করে তাহার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না।" ১০ম—১৩২সূ —২,৩ ঋক্)।

৭ম ঋকে ঋষি তাহাদিগকে 'রাজা' বলিয়া স্তুতি করিতেছেন।

ঋগ্বেদের যুগেই বরুণ ক্রমে ঋতের অধিপতি হইয়াছেন, জাগতিক

মঙ্গলপ্রদ নিয়ম সকল তাহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পাপ মোচনের জন্য তাহার নিকট পরম মনোগ্রাহী প্রার্থনা সকল ঋগ্বেদের এক বৈশিষ্ট্য। অথর্ব্ব বেদে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পরম পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; যথা—

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়াং চরতি যঃ প্রত্যঙ্কম্।
দ্বৌ সংনিষদ্, যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ॥
(৪ম-১৬-২)।

Muir কৃত মন্ত্রের অনুবাদ—

"Wherever two together plot and deem
they are alone,
King Barun is there a third, and all their
schemes are known."

মিত্র বরুণের পর আর একটি দেবতা—সবিতার উল্লেখ দেখা যায়, তাঁহার মধ্যে একাধারে মিত্র ও বরুণ উভয় দেবতারই কল্পনা আছে বলিয়া মনে হয়, যথা ঋষি বামদেব প্রার্থনা করিতেছেন :—

"প্রভূত ধনাধিপতি সবিতা যিনি কর্ম্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি স্থাবর জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন এবং সকলের গন্তব্য, সেই সবিতাদেব আমাদিগের পাপ ক্ষয়ের জন্য আমাদিগকে ত্রিলোকের সুখ দান করুন। সবিতাদেব ঋতুগণ সহিত আসুন, আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত অন্ন ও প্রভূত ধন দানে বর্দ্ধিত করুন। দিবস রজনী অনুক্ষণ তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন।" (৪ম-৫৩ সূ ৬-৭ ঋক)।

মিত্র সবিতা সূর্য্যেরই বিভিন্ন অবস্থা জ্ঞাপক দুইটি নাম। বস্তুতঃ অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ জাগতিক লীলা ব্যাপারে সূর্য্যের উদয়, নভোমণ্ডল পরিক্রমণ, অস্তাচল গমন, এবং যথা নিয়মে ইহাদিগের পুনরাবর্ত্তনের ন্যায় পরম বিস্ময়কর ঘটনা আর কিছুই নাই। বিস্ময়াবিষ্ট মানবচিত্তে

এই দৃশ্য হইতেই প্রথম সৌন্দর্য্যানুভূতি, রসবোধ ও কবিত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল এবং জ্ঞানের উন্মেষণার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিও, তাহাদিগের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছিল যে এই দেবতা শুধু নিজের জ্যোতির্ম্ময় রূপে আপনার মহিমাতেই মহিমান্বিত নহেন, তিনি জগতের পরম হিতৈষী বন্ধু এবং পালন কর্ত্তাও বটেন। তাঁহার নভোমণ্ডল পরিক্রমণকালের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে আর্য্যঋষিগণ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বরুণ—সূর্য্য রশ্মিকে আশ্রয় করিয়া নভোমণ্ডলে অবস্থিত বাষ্পরাশি। এই বাষ্পই স্বর্গের মধু। ঋষি দেবাপি (১০ ম—৯৮ সূ) প্রার্থনা করিতেছেন "মধু যুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টি বারি আমাদিগের নিমিত্ত আগমন করুন।"

এই সূক্তেরই শেষ ঋকে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"অসীম আকাশে এই যে সমুদ্র বর্ত্তমান আছে তথা হইতে অপরিসীম জল আনিয়া দাও।" বরুণ স্বর্গের এই মধুর ধারক।

দশম মণ্ডলের ১৩২ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অদিতিকে মিত্র বরুণের মাতা বলা হইয়াছে—আদিতি শব্দ অনন্তত্বের জ্ঞাপক।

এই সকল বর্ণনা জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় সুখপ্রদ মঙ্গলময় অবস্থার দিক। ইহারা পৃথিবীর বক্ষে হয়ত এমন কোন স্থানকে নির্দ্দেশ করে যেখানে দৈব দুর্য্যোগের সম্ভাবনা বিরল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যগণ এমন স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যেখানে মরসুম বায়ুর (monsoon) ঝড় ঝঞ্ঝা, অশনি নির্ঘোষ তাহাদিগের অনুভবের বিষয় হয়। নির্ম্মল আকাশের নিরন্তর এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে, পৃথিবী ও আকাশ এই উভয়ের মধ্যে পৃথিবীর অব্যবহিত উপরে যে আর একটী স্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা এই স্তরেই নিবদ্ধ তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন। ইহা ভূঃ ও স্বঃ এই দুই লোকের মধ্যে ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) আর একটী লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে

তাহারা জানিতে পারিলেন। রুদ্র, মরুৎ, ইন্দ্র, প্রভৃতি অনেক দেবতা এই অন্তরীক্ষ দেশ বা ভুবঃ লোকের দেবতা, ক্রমে এই জ্ঞানও তাহাদের মনে উদয় হইল। আর্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বেই তাঁহারা যে এই অন্তরীক্ষ লোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। ইয়ুরোপের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে বাল্টিক উপসাগরের উপকুলস্থ লিউথেনিয়ান জাতি আর্য্যদিগের একটী অতি প্রাচীন শাখা। আর্য্যদিগের প্রথম উদ্‌ভবস্থান যেখানেই হউক না কেন, সময়ে তাহারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। মূল শাখা হইতে প্রথমে যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, লিউথেনিয়ান শাখা তাহাদের অন্যতম। বর্ত্তমানকালে লিউথেনিয়ানদের লোক সংখ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নহে। এই অল্প সংখ্যক লোক চতুর্দ্দিকে প্রবল পরাক্রমশালী জাতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও আশ্চর্য্যরূপে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি Uria Katzen Clenbogen নামক ঐ দেশবাসী জনৈক গ্রন্থকার ঐ দেশে প্রচলিত জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছে ইহার নাম "The Diana"। এই গ্রন্থে সংগৃহীত সঙ্গীতের Mythology প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"Ruling everything is the god of thunder and lightning, Perkunas who proudly wields his sceptre over the World. Perkunas is over all gods. He is the lord of wind, cloud, thunder and lightning and the guardian of the heavens, Percunus who is depicted as riding over the clouds on fiery wheels crashes with the thunder........ It is believed that there were nine Perkunas."

পার্কুনাস সঙ্গে পর্জ্জন্য শব্দের বিশেষ সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু

ঋগ্বেদে পর্জন্য সম্বন্ধে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাদের কোন মন্ত্রই পার্কুনাসের এই যে বিবরণ তাহার সঙ্গে মিলে না, বরং এই Perkunas এবং রুদ্র যে একই দেবতা তাহা বুঝা যায় :—

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩৯ সুক্তের ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের দেবতা মরুৎ-গণকে রুদ্র-পুত্র বলা হইয়াছে। ইহার ৫ম ঋকে মরুৎগণের এরূপ বর্ণনা আছে :—"তাহারা পর্ব্বত সমূহকে কম্পিত করিতেছে, বনস্পতি-দিগকে নির্ম্মুল করিতেছে।" ৬ষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "পৃথিবী তোমাদের আগমন শ্রবণ করিয়াছে, মানবগণ ভীত হইয়াছে" (আ বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ংত মানুষা।"

অথর্ব্ব বেদের ২৩ম—৪—২৮ মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি রুদ্রের প্রশাসনে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এই সকল বর্ণনা হইতে লিউথুনিয়ানদের পার্কুনাস ও ঋগ্বেদের রুদ্র যে একই দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। রুদ্র একটী গণ-দেবতা, সংখ্যায় একাদশ—লিউথেনিয়ানদিগের পার্কুনাসও গণ-দেবতা, সংখ্যায় নয় জন। সম্ভবতঃ দুই শাখায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ভারতীয় আর্য্য-দিগের মধ্যে আরো দুই রুদ্র দেবতা কল্পিত হইয়াছে।

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে অন্তরীক্ষবাসী দেবতারা সংখ্যায় অধিক —ইহারা সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশের আবহাওয়ার দেবতা (Meteorology of Northern Indian and Trans-Hemalyan Tract) কালক্রমে এই সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রুদ্র ইন্দ্র অপেক্ষাও প্রাচীন দেবতা, এবং সময়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা অর্চ্চনা রহিত হইয়া গেলেও সেই প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি রুদ্রোপাসনা সমভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং কৌতুকাবহরূপে রুদ্র বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তির স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পৃথিবীর অনুগ্রাহক দেবতা অগ্নি, এবং দ্যুলোকের অনুগ্রাহক দেবতা মিত্র। স্বরূপে তাঁহারা যে একই দেবতা অতি প্রাচীনকালেই আর্য্যগণ তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এই উভয় লোকের মধ্যে অন্তরীক্ষ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, এই লোকে অগ্নিদেবতা বিদ্যুৎরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ কল্পনা করিলেন। এই বিদ্যুৎরূপী অগ্নিই রুদ্র দেবতা। জাগতিক ব্যাপারে প্রকৃতির দুইটী মূর্ত্তি রহিয়াছে—একটী সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় ইহার মঙ্গলময় প্রশান্তমূর্ত্তি—অপরটী তাহার বিপরীত মূর্ত্তি—"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্" 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' মূর্ত্তি। প্রকৃতির এই দ্বিতীয় মূর্ত্তির পশ্চাতে ভ্রূকুটিকুটিলমুখ কোপনস্বভাব এক দেবতার কল্পনা করিয়া সেই দেবতার ঋগ্বেদে রুদ্র নামকরণ হইয়াছে। বিদ্যুতাগ্নির একটী রূপ অশনি। অশনিপাতে দাবানল সৃষ্টি হইয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গলভূমি দাউ দাউ করিয়া যখন জ্বলিয়া উঠে তাহা হইতে ধূমরাশি-সমাচ্ছন্ন যে অগ্নিশিখা উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, তাহা রুদ্র দেবতার মূর্ত্তি এবং রুদ্র এইস্থলে কপর্দ্দিনও বটেন। যথা:—

"মহৎ কপর্দ্দী বীরনাশী রুদ্রকে আমরা স্তুতি করিতেছি" (ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ)।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূ ১ম ঋক্।

সায়ন "কপর্দি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "জটাধারী।"

ঐ মণ্ডলের ২৭ সূক্তের দেবতা অগ্নি। ঐ সূক্তের দশম মন্ত্রে ঋষি অগ্নিকে বলিতেছেন:—"তুমি রুদ্র, তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করিতেছি" (স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং)।

সায়ন "রুদ্রায়" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, ক্রূরায় অগ্নয়ে।" যাস্কও অর্থ করিয়াছেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।"

ইহার ৪৩ সূক্তের ১ম ঋকে রুদ্রকে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত বলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্রের টীকায় বলিয়াছেন ঃ---

"বেদে সমস্ত সৃষ্টির ধ্বংসকারী কোন দেব নাই, কিন্তু বিনাশকারী ভয়ঙ্কর বজ্রের একজন দেব আছেন। অতএব সেই নাম দ্বারা পৌরাণিক হিন্দুগণ—সমস্ত জগতের ধ্বংসকারীকে উপাসনা করিতে লাগিলেন।

কিরূপে এই জগতের ধ্বংসকারী—রুদ্র দেবতা—শিবমূর্ত্তিতে সম্প্রাদায় বিশেষের আরাধ্য দেবতার আসন পরিগ্রহ করিলেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ভগ, অর্য্যমা, পুষণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের স্তুতি প্রধানতঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুত্র, বিত্ত, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ইহলোকে যাহা লোভনীয় বস্তু তাহা লাভের জন্য, অথবা শত্রুদিগের বিনাশের জন্য। রুদ্রের স্তুতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের। রুদ্র হইতে কিছু লাভের জন্য ততটা নহে যতটা তাঁহার কোপানল হইতে পরিত্রাণের জন্য। এই সকল স্তুতি বন্দনা যেন অনেকটা বর্ত্তমান কালে শনির কোপ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ণের বিধি। যে সময়ে রুদ্র দেবতার কল্পনা, আর্য্যদিগের তখন গভীর অরণ্যানীপূর্ণ পার্বত্য প্রদেশে যাযাবর জীবন। রুদ্রের পুত্র ও অনুচর ৪৯ সংখ্যক মরুৎ হইতে যত ঝড় ঝঞ্ঝা মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎপাত প্রভৃতি সকল প্রকার দৈবদুর্য্যোগের সৃষ্টি। আশ্রয়বিহীন অরণ্যে প্রান্তরে গোচারণ ভূমিতে এই সকল দুর্য্যোগে পতিত হইয়া অনেক সময় পশু বিনাশ ও নিজেদের প্রাণনাশও ঘটিত। একমাত্র রুদ্রের কোপ-দৃষ্টিই এই সকলের মূল কারণ। এই সকল অনর্থ নিবারণের জন্য নানারূপে রুদ্রের স্তুতি ; যথা—

"হে রুদ্র! আমাদিগের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ তাহাদিগকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও না, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না, আমাদের পিতাকে বধ করিওনা, মাতাকে বধ করিও না—আমাদের প্রিয় শরীরের অনিষ্ট করিও না।" (৭)

"হে রুদ্র! আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না; তাহার সন্তানকে হিংসা করিও না, আমাদিগের অপরাপরকে হিংসা করিও না। আমাদিগের গো ও অশ্বদিগকে হিংসা করিও না। হে রুদ্র!

তোমার ক্রোধানল যেন আমাদিগের বীরদিগকে হিংসা না করে। আমরা হব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করি। (৮)

মা নো মহাংতমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষংতমুত
মা ন উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো
রুদ্র রীরিষঃ।
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো
অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মং তঃ সদমিত্বা
হবামহে॥

১ম মণ্ডল, ১১৪ সূ ৭, ৮ ঋক্।

দস্যু ও হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ অরণ্য প্রদেশে যাযাবর জীবন এক স্থানে অধিক কাল বাস করা সম্ভবপর হইত না; কারণ তাহাতে নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহের অসদ্ভাব ঘটিত, গবাদি পশুগণের তৃণাদির জন্যও সর্বদাই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন প্রয়োজন হইত। এই অনিশ্চিত জীবনে তাহাদিগের পরম হিতৈষী ও পথপ্রদর্শক দেবতা পূষণ। ১ম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে পথ হইতে বিঘ্ন অপসারণ করিবার জন্য এবং গোচারণের উপযোগী তৃণযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার জন্য এই দেবতার উদ্দেশ্যে নানা স্তুতি রহিয়াছে। ৭ম মন্ত্রে বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া সুখগম্য শোভনীয় পথ দেখাইবার জন্য স্তুতি করা হইতেছে পরবর্ত্তী মন্ত্রে তৃণযুক্ত দেশে লইয়া যাইবার জন্য এবং পথে যেন কোনরূপ নূতন সন্তাপ উপস্থিত না হয় সে জন্য প্রার্থনা রহিয়াছে।

দেখা যায় যাযাবর জীবনে পূষণ ও রুদ্র এই দুই দেবতার প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক। ক্রমে স্থায়ী বাসের অনুকূল, কৃষিকার্য্যের

উপযোগী দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে যখন তাঁহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন তখন পূষণ প্রভৃতি দেবতার স্তুতির আর বিশেষ প্রয়োজন রহিল না। তাঁহারা সকলেই একে একে অপসৃত হইতে লাগিলেন, এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রেরও আর স্থান রহিল না, তথাপি ভয়ের দেবতা এই যে রুদ্র তাঁহাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

এমন কোন অশুভ নাই রুদ্রের ক্রোধ হইতে যাহা না ঘটিতে পারে। দেশে কোনরূপ মহামারী উপস্থিত হইলে রুদ্রের কোপ দৃষ্টিই তাহার কারণ মনে করিতেন তাই ঋষি গ্রামের দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ মনুষ্য ও পশু, সকলকে পুষ্ট ও রোগশূন্য রাখিবার জন্য স্তুতি করিতেছেন। এই ঋষিই (১) অপর একটী মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেছেন :

"হে রুদ্র! তুমি বীরদিগের ক্ষয়কারী! আমরা নমস্কারের সহিত তোমার পরিচর্য্যা করি, তুমি সুখী হও, আমাদিগকে সুখী কর। পিতা মনু যে রোগসমূহ হইতে উপশম ও ভয়সমূহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তোমার কৃপায় আমরাও যেন তাহা পাই।

রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করিয়া মনুর রোগোপশম হইয়াছিল। তাঁহার ক্রোধানল হইতে 'বীরক্ষয়কারী' রোগের সৃষ্টি হয়, আবার প্রসন্নতা লাভ হইলে রোগ সারিয়াও যায়। এই সংস্কার হইতে রুদ্র একজন চিকিৎসক রূপে পরিগণিত হইলেন এবং কালে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইলেন, যথা :

"হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র! তুমি আমাদের সন্তান সন্ততিদিগকে ঔষধ দ্বারা পরিপুষ্ট কর। আমি শুনিয়াছি তুমি ভিষক্‌দিগের মধ্যে ভিষক্। (ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি)—২ম—৩৩সূ. ৪ ঋক্।"

আর একটী মন্ত্রে বলা হইয়াছে তাঁহার সহস্র ঔষধি জানা আছে (সহস্রং তে ভেষজা—৭ম—৪৬—৩)। প্রার্থনা করিতেছেন—"মা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ"—আমাদের পুত্র পৌত্রদের প্রতি হিংসা করিও না। এই মন্ত্রেই আরও প্রার্থনা করা হইয়াছে "আকাশ হইতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ধরাতলে বিচরণ করে তাহা আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক।

ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি এই রুদ্র দেবতারও একটা প্রসন্ন দিক আছে এই বিশ্বাস হইতে তিনি ক্রমে একজন প্রধান দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি এইক্ষণ স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, ঔষধিনাথ, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মনুষ্য, গো, মেষ, অশ্বাদি সকলকে সুগম্য সুখ প্রদান করেন। (১ম—৪৩ সূ ৪ ঋক্)।

অন্যত্র (৭ম—৫৯—১২) তাঁহাকে ত্র্যম্বক অর্থাৎ ভূভূর্বঃ স্বঃ এই তিন লোকের অধীশ্বর বলা হইয়াছে। ২ম—৩৩—৯ ঋকে তাঁহাকে ভুবনস্য ঈশান (সমস্ত ভুবনের অধিপতি) বলা হইয়াছে। ইহার ১০ মণ্ডলের ৯২ সূক্তের ৯ ঋকে তিনি শিব নামে অভিহিত হইয়াছেন। মন্ত্রে রুদ্র আকাশ হইতে জল সেচন করিয়া মঙ্গল বিধান করেন এই অর্থে শিব শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি ঋগ্বেদের বরুণ অথর্ব্ববেদে সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী ঈশ্বর স্থানে উন্নীত হইয়াছেন। এই বেদে রুদ্র সর্ব্বগত ঈশ্বর রূপে কল্পিত হইয়াছেন—

ইহার ৭ম কাণ্ড, ৮ম অনুবাক্, ৯২ সূ, ১ মন্ত্র (১)।

আমরা সেই দেবতাকে প্রণিপাত করিতেছি, যিনি অগ্নিতে বর্ত্তমান

(১) রুদ্র দেবতা—ঋষি কুৎস, ১ম মণ্ডল, ১১৪ সূ, ২ ঋক।

রহিয়াছেন, যিনি জলেতে বিরাজ করিতেছেন, যিনি ওষধি সকলে রহিয়াছেন, যাহা হইতে এই সমুদয়ের উদ্ভব হইয়াছে। (১)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মন্ত্রটী অথর্ব বেদের মন্ত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। তথায় রুদ্র স্থানে দেব শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, এই যাহা প্রভেদ।

রুদ্রের ক্ষমতা বর্ণন করিতে গিয়া এই বেদের ১৩ম—৪—১৮ মন্ত্রে বলা হইয়াছে এই যে চন্দ্র ও নক্ষত্রসকল, ইহারা রুদ্রের প্রশাসনে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের নানাস্থানে যে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহাদিগের মধ্যে ৩১ জন গণ দেবতা, যথা—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য। অপর দুই দেবতা দ্যাবা পৃথিবী।

অথর্ব্ব বেদের ২৫ম—১ম— সূক্তে সাত জন গণদেবতা রুদ্রের উল্লেখ দেখা যায়। তাহারা ভব, সর্ব্ব, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, রুদ্র, উগ্র।

ভব-পূর্ব্ব অঞ্চলবাসী ব্রাত্যদিগের রক্ষক।

সর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশের রক্ষক, পশুপতি—পশ্চিম প্রদেশের, মহাদেব—উর্দ্ধলোকের, ঈশান—অন্তরীক্ষ প্রদেশের, রুদ্র—পাতালের, এবং উগ্র—উত্তর প্রদেশের রক্ষক।

১১ মণ্ডলের ২ সূক্তের ১ম মন্ত্রে ভবকে ভূতপতি, এবং সর্ব্বকে পশুপতি বলা হইয়াছে। ২৬ মন্ত্রে রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে তিনি যেন ক্ষয় রোগ বিষ ও অন্তরীক্ষ প্রদেশ হইতে অগ্নি প্রেরণ না করেন।

ঐ মণ্ডলের ৬ সূক্তের ৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ভব, সর্ব্ব এবং

(১) যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপস্বন্ত র্য ওষধীর্ব্বীরুধ আবিবেশ।
য ইমা বিশ্বাভুবনানি চাকৢপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্ত্বগ্নয়ে॥

রুদ্র দেবতা যিনি পশুপতিও বটেন তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই উপাসকের প্রতি সদা শিব (প্রসন্ন) থাকেন।

এই বেদে ইহারা সকলেই পৃথক দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগুলিতে এই সকল পৃথক দেবতাকে এক দেবতারই বিভিন্নরূপ রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৬, ১, ৩, ৭) বলা হইয়াছে, প্রজাপতি রুদ্রকে তাঁহার জন্মের পর ভব, সর্ব্ব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশান ও অশনি এই আট নাম প্রদান করেন। ঋগ্বেদে আমরা রুদ্রের দ্বিবিধ মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছি ; একটী উগ্রমূর্ত্তি অপরটী প্রশান্ত মূর্ত্তি। রুদ্র, সর্ব্ব, উগ্র ও অশনি—তাঁহার ক্রোধান্বিত মূর্ত্তির পরিচায়ক ; ভব, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান ইহারা তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি জ্ঞাপক। শুক্ল যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় শতরুদ্রীয় উপাখ্যানে এই প্রশান্ত রূপের আরো বিকাশ হইয়াছে। এখন রুদ্ররূপের বিপরীতভাবকে শিবতনু নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে তিনি সর্ব্বপ্রকার ঔষধিনাথ ও স্বর্গের চিকিৎসক, প্রান্তরের অধীশ্বর, পশুদিগের রক্ষক ও পতি এবং সমস্ত জগতের অধিপতি ও কপর্দ্দিন্ (জটাধারী)। আরো বলা হইয়াছে রুদ্র পর্ব্বতোপরি শয়ান থাকেন, তখন তিনি গিরিশ বা গিরিত্র, সে সময় রাখাল বালকগণ ও জলপূর্ণ কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাগমনকারী রমণীগণ সন্ত্রাসিত নেত্রে তাঁহার নীলকণ্ঠ শোভিত রক্তিমাভ রূপ দেখিতে পায়।

এইরূপ বর্ণনায় পর্ব্বতোপরি কাল মেঘে বিদ্যুতের খেলা সূচনা করিতেছে। ইহা চৈত্র বৈশাখ মাসের nor' wester ও অশনি গর্জ্জনের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তির পরিচায়ক। বিদ্যুৎ অগ্নিরই রূপান্তর, প্রজ্বলিত ধূমরাশি অগ্নির জটা,—রুদ্র কপর্দ্দী।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ৪র্থ ঋকে মরুৎগণকে রুদ্রের পুত্র বলা হইয়াছে। অশনি গর্জ্জন সহকারে পরম বিভিষিকাপ্রদ লোকবিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবাত মরুৎগণের কার্য। রুদ্ ধাতুর একটী অর্থ শব্দ বা গর্জ্জন করা।

রুদ্র যখন গিরীশ বা গিরিত্র তখন কাল মেঘে বিদ্যুতের খেলা এবং সেই বিদ্যুতাগ্নি হইতে অশনি বর্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে গভীর গর্জ্জন—সুতরাং রুদ্ররূপী এই যে অগ্নি তাহা বজ্র। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে আর্য্যজাতির যাযাবর জীবন যাপন অবস্থায় প্রলয়ান্তকারী গভীর শব্দায়মান ঝড়ের পিতা অগ্নিরূপী বজ্র তাহাদিগের ভীতিভাব ব্যঞ্জক রুদ্র নামে উপাস্য দেবতা ছিল। যখন প্রশান্ত মূর্ত্তি তখন তিনি শিব তনু, শিব শম্ভু—মঙ্গলময় ও সিদ্ধিদাতা। অথর্ব্ব বেদের ন্যায় যজুর্ব্বেদেও ঋগ্বেদের প্রাচীন রুদ্র একজন প্রধান দেবতার স্থানে উন্নীত হইয়াছেন এখানেও তাহার মঙ্গল ও অমঙ্গলপ্রদ উভয় রূপের বর্ণনা রহিয়াছে। এই বেদে তাঁহার আরো দুইটি নূতন নাম যোজিত হইয়াছে, নীলগ্রীব ও সীতিকণ্ঠ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনাঃ "অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি (২য় —৬১) হে মহানুভব ! আমাদের অনিষ্ট করিও না, চলিয়া যাও।

প্রকৃতির ভীতি ভাবোদ্দীপক রূপ গুলির পশ্চাতে যে একটা মঙ্গলপ্রদ রূপও বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায় সেই প্রাচীন কালেই আর্যঋষিগণ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাভাবেই তাহা অবগত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ পাথর কয়লা ও পেট্রোলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানব জাতির সভ্যতার ক্রম বিকাশের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে পাথর কয়লা ও পেট্রোলের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যে রেডিয়ম ধাতুর সাহায্যে সৃষ্টির গভীর রহস্য উদ্ঘাটন পর্য্যন্ত

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভবপর হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে পাথর কয়লার মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। মানবের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ব্যবহৃত অশেষ প্রকার পদার্থ সকল, এই দুইটী পদার্থ হইতে, বিশেষভাবে কয়লা হইতে তৈয়ার হইতেছে। নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য বিচিত্র রং ও মূল্যবান ঔষধাদি কয়লা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। পেট্রোলের সাহায্যে মানব জল স্থল ও শূন্যমার্গ সর্ব্বত্র অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ গমন করিতেছে, অথচ কয়লা ও পেট্রোল এই উভয়ের সৃষ্টির পশ্চাতে এক শরীররোমাঞ্চকর তাণ্ডবলীলার অভিনয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুদূর অতীতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া বিস্তীর্ণ কাননভূমি ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ইহার সহিত কত অসংখ্য প্রাণীর যে মর্ম্মন্তুদ জীবন কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে তাহা ধারণার অতীত। কাল সহকারে এই সকল বৃক্ষাদি উদ্ভিদরাজি ও জীবকঙ্কাল পাথর কয়লায় পরিণত হইয়াছে। কত সহস্র কি কত লক্ষ বৎসরে যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। তদ্রূপ যাহা এক সময়ে নানাজাতীয় জলজন্তু সমাকীর্ণ গভীর সাগর গর্ভ ছিল তাহা ভূমিখণ্ডে পরিণত হইয়া মৎস্যাদি জলজন্তু-গুলিকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহাদিগের তৈলভাগ হইতে পেট্রোলে পরিণত হইয়াছে। সেই স্মরণাতীত কালে রুদ্র দেবতার তাণ্ডব নৃত্য হইতে এই যে প্রলয়লীলা সংঘটিত হইয়াছিল বর্ত্তমান সেই রুদ্র দেবতা শিবশম্ভুবেশে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হয়, ইহার অনুভব বর্ত্তমানে নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভাবে বোধগম্য হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীনকালে আর্যঋষিগণ যে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্মবহুল সংহিতাযুগে যখন বৈদিক নানা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের বাহুল্য ছিল, দেখাযায় ঐ যুগেই রুদ্রদেবতা তাঁহার মঙ্গলপ্রদ ও মহদ্‌ভয় বজ্রমুদ্যত উভয় রূপেই জনসাধারণের চিত্তে যুগপৎ ভয় ও আনন্দের সঞ্চার করিত; মঙ্গলপ্রদ অপেক্ষা ভয়প্রদ ভাবই বেশি ছিল; রুদ্রের ক্রোধ অপনয়নের জন্য স্তুতি বন্দনার আয়োজন ছিল অত্যন্ত। তখন গোধন বড় সম্পত্তি ছিল। গরুর মরক উপস্থিত হইলে রুদ্রের কোপই ইহার কারণ, এই বিশ্বাস হইতে তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য গ্রামের প্রান্তদেশে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত, তাহার নাম শূলগব যজ্ঞ। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। যজ্ঞে আহুতির বিধি ছিল একটী হৃষ্ট পুষ্ট ষাঁড়! দ্বাদশটি বিভিন্ন নামে একই রুদ্রের উদ্দেশ্যে দ্বাদশ আহুতি প্রদান করা হইত। এই দ্বাদশ নামের মধ্যে অশনি ব্যতীত ৭টী প্রজাপতি-প্রদত্ত নাম, তাহাদের সঙ্গে হর, মৰ্দ্দ, শিব, ভীম, শঙ্কর এই পাঁচটী নূতন নাম সংযুক্ত হইয়া দ্বাদশ সংখ্যা। গৃহ্যসূত্রগুলি রচনার কালেও বিভীষিকার দেবতা রূপেই রুদ্রের যত স্তুতি বন্দনা ছিল তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

দূর দেশে গমন প্রয়োজন হইলে পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, প্রান্তর, নদনদী কুত্রাপি যেন রুদ্রের ক্রোধানলে পতিত হইতে না হয় সেজন্য যাত্রাকালে রুদ্রের প্রসন্নতা লাভের জন্য তাঁহার স্তুতি করিতে হইত। যে কোন স্থানে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে রুদ্রের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। ইহা হইতে রুদ্র সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছেন এই বিশ্বাস ক্রমে লোকের মনে বদ্ধমূল হয়।

বৈদিকযুগে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় সম্বন্ধে নানা দেবতার কল্পনা হইলেও আমরা দেখিতে পাই, ইহাদিগের পশ্চাতে উহাদিগের নিয়ামক যে এক অব্যক্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, অনেক ঋষির মনেই সে ভাবের উদয় হইয়াছিল। উপনিষদযুগে ইহাকে কখন আত্মা কখন ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাকে জানাই ছিল পরম পুরুষার্থ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছেন,—"এই আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য", এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের সবিশেষ নির্বিশেষ উপাধি সমন্বিত নানারূপ জটিল দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিন তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মত ও ইহাদিগের সমন্বয়ের প্রয়াস রহিয়াছে। দেখা যায়, উপনিষদ-যুগের পূর্ব্ব হইতেই বৈদিক দেবতাসকল ক্রমে লোকদৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তখনও দুইটী দেবতা, রুদ্র ও বিষ্ণু, জনসাধারণের অন্তরে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তারে ক্ষান্ত হয় নাই। নানারূপ বিঘ্নসঙ্কুল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মানবকে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল অবস্থার মূলে রুদ্রের কোপ বিদ্যমান রহিয়াছে এই বিশ্বাস হইতে তাঁহার ক্রোধ অপনয়ন ও প্রসন্নতা লাভের জন্য অহরহ তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। যখন ক্রোধান্বিত অবস্থা তখন তিনি রুদ্র, প্রসন্ন অবস্থায় তিনি শিব-শঙ্কর।

যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রীয়তে তাঁহার উদ্দেশে এক প্রার্থনামন্ত্রে এই ভয়বিমিশ্র কল্যাণময় রূপের সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রটি :—

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসি।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ

তুমি আমাদের পিতা ! পিতৃরূপে আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেও, তোমাকে নমস্কার, আমাদিগকে হিংসা (বিনাশ) করিও না।

হে দেব ! পাপ সকল মার্জ্জনা কর, যাহা আমাদের জন্য ভদ্র তাহা বিধান কর। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ ও কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই রুদ্র শিবমূর্ত্তির নানা ভাবে স্তুতি বন্দনা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রাচীন উপনিষদ-গুলির সবিশেষ ও নির্বিবশেষ বাদের জটিল আলোচনাগুলির স্থানে এই উপনিষদে রুদ্র শিব সোপাধিক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। বেদে যিনি ব্রহ্ম, উপনিষদ তাঁহাকে পরমাত্মারূপে জানিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ইতিহাস ও পুরাণের যুগে তিনি ভক্তের ভগবান্। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার এই যে বিকাশ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাহার যোগসূত্র সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ পৌরাণিক ভক্তিধর্ম্মের অঙ্কুরের উদ্ভব হইয়াছে এই উপনিষদের মধ্যে, এবং যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা চিন্তা ধারার সমষ্টি লইয়া ঈশ্বর (Personal God) শব্দের সৃষ্টি তাহার সমুদয়ই এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া শৈবধর্ম্মের সৃষ্টি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে প্রধান বিকারস্বভাব, আত্মা অবিকারী এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে সকলের প্রভু হর বিকারী প্রধান ও অবিকারী (জীবাত্মা) উভয়ের শাসক। তাঁহার চিন্তন ও উপাসনা

দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারিলে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। ইহার সঙ্কেত বলা হইয়াছে ;

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪ শ্লোক।

নিজের দেহকে অরণি (অর্থাৎ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদনার্থ যে কাষ্ঠ, সেইরূপ) করিয়া, এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাস দ্বারা সাধক (অগ্নিবৎ) নিগূঢ় দেবকে (ঈশ্বরকে) দর্শন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় শ্লোকে বলা হইয়াছে জগতের শাসন-কর্ত্তা ও নিয়ামক এক রুদ্র ভিন্ন আর কোন দ্বিতীয় দেবতা নাই, তিনি জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা। প্রলয়ে তাঁহাতেই সকল সংহৃত হয়। তাঁহার মুখ ও চক্ষু সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ, সেই এক দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যাদিতে বাহু ও পক্ষ্যাদিতে পক্ষ সংযোগ করেন।

৪র্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তি হেতু, বিশ্বাধিপতি, মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ) রুদ্র, তিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রার্থনা—"তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন"।

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে রুদ্রকে গিরিশন্ত ও গিরিত্র এবং প্রলয়ঙ্কর বজ্ররূপ অস্ত্রধারণকারী বলিয়া, প্রার্থনা করা হইতেছে :—

"তোমার যে মঙ্গলরূপা, অঘোরা (অভয়া) পুণ্যপ্রকাশিণী শান্তময়ী তনু (শিবতনু) তৎসহকারে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার হস্তে ধৃত প্রলয়ের অস্ত্র ঐ যে ধনু (অর্থাৎ বজ্র) ধারণ করিয়া আছ আমাদের জন্য উহাকে মঙ্গলকর কর।

গিরিতে থাকিয়া সুখ বিস্তার করেন এই অর্থে গিরিশন্ত। গিরিত্র যিনি গিরির রক্ষক। (গিরৌ তুঙ্গাধিকরণেস্থিত্বা সুখং তনোতীতি গিরিশন্ত—গিরিস্থ সুখ বিস্তারক)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮১ সূক্তের ২য় ও ৩য় ঋক্ অবলম্বনে এই শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। বেদে যাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলা হইয়াছে এখানে তিনি রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই যাহা প্রভেদ। বস্তুতঃ প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্র মূর্ত্তির নিয়ামক নানা দেবতার চিন্তন হইতে তাহাদিগের পশ্চাতে এক মূল শক্তির বিদ্যমানতা যে কোন কোন ঋষির মনে উদয় হইয়াছিল, ঋগ্বেদের নানাস্থানে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋষিগণ নানা প্রকার নাম দিয়া সেই দেবতাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপনিষদে সেই সকল মন্ত্রকে একত্র গ্রথিত করিয়া সেই এক দেবতাকে রুদ্র নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ভুবনেশ্বর এবং সমুদয় জগতের একমাত্র ব্যাপক ঈশ্বর (বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং) বলা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁহার এই একেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বলা হইয়াছে এই দেবতা স্বরূপে এক ও বর্ণহীন হইয়াও নানা শক্তিযোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন তাহা হইতে জগতের জন্ম, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই প্রজাপতি, যাহা কিছু সবই তিনি। তিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তির হেতু, বিশ্বাধিপ, সর্ব্বজ্ঞ। কেবল এই সকলেই তিনি পর্য্যাপ্ত নহেন; এই বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা দেবতা সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। (এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ)।

তিনি সংশয়রহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও সম্যক্ দর্শনরূপ মনন দ্বারা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন। এই উক্তি দ্বারা উপাস্য উপাসক তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এবং তাঁহার সহিত আমাদিগের যে এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাপন করার জন্য ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২০শ ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।

মন্ত্রটী—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

একই বৃক্ষ (অর্থাৎ শরীর) আশ্রয় করিয়া দুইটী পক্ষী পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পরের সখারূপে রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিস্ট ফল ভক্ষণ করেন আর একজন স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। ইহাদিগের প্রথমটী জীব দ্বিতীয়টী ঈশ্বর।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি মণ্ডুক উপনিষদেও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উভয় উপনিষদেই ইহার সহিত আর একটী মন্ত্র যোজিত হইয়াছে, তাহা এই :—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ (৪।৭)

"একই বৃক্ষে পুরুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন (আসক্ত) থাকিয়া দীনতাবশতঃ শোকে সন্তাপিত হয়। যখন সে আপনা ব্যতীত সেবা-পরিতুষ্ট (অপরকে) ঈশ্বরকে দর্শন করে তখন ইঁহারই সে মহিমা তাহা জানিয়া বীতশোক হয়।" এই মন্ত্রটি দ্বারা উপনিষদযুগের চিন্তাধারার এক বিশেষ পরিণতি সূচিত হইতেছে। ইহা কর্ম্মফল-বাদ, বা কর্ম্ম হইতে বন্ধনের সৃষ্টিবাদ।[১] বৈদিকযুগে ধর্ম্ম, অর্থ ও

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আর্ত্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে উক্ত হইয়াছে আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন, মৃত্যুর পর পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড দেহ নিজ নিজ উপাদানে প্রতিগমন করে বুঝিলাম, দেহী কোথায় যায়? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, দেহী কর্ম্মকে আশ্রয় করে। এই কর্ম্মকে আশ্রয় হইতে সংসারে পুনরাগমন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অধীন হওয়া। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ, ইহা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়।

কাম ছিল আকাঙ্ক্ষার বিষয়—উপনিষদযুগে এই ত্রিবর্গের সহিত চতুর্থ মোক্ষ সংযোজিত হইয়া তাহা পরম পুরুষার্থরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা লাভের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার।

বেদমন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে অর্থাৎ একই দেহে সখারূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া একত্র অবস্থিত রহিয়াছে। তাহারা উভয়েই নিত্য ও সুপর্ণ। সুপর্ণ বিশেষণ দ্বারা ইহাদিগকে বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত ক্ষীণদেহ, সুতরাং অতিদ্রুতগামী বেগবান্ পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই অব্যাহত গতি। কিছুতেই এই গতির অবরোধ ঘটিতে পারে না। আত্মজ্ঞানবিমূঢ় মোহে সমাচ্ছন্ন জীবাত্মা সম্বন্ধে ইহা কিরূপে প্রয়োজ্য হইতে পারে? কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে পরিষ্কারই বলিতেছেন,— "বিত্তমোহে বিমূঢ় অজ্ঞানরূপ তম দ্বারা আচ্ছন্ন ভ্রান্ত জীবের নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রতিভাত হয় না। এ লোকও নাই, পরলোকও নাই এরূপ যে মনে করে, সে পুনঃপুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়—(অর্থাৎ একবার জন্ম, তাহার পর মৃত্যু, পুনরায় জন্ম ও মৃত্যু—সংসারে তাহার এই গতাগতি চলিতে থাকে)। এই অবস্থা এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশক দ্বিতীয় মন্ত্রটি যোজিত হইয়াছে। 'জীব দীনতা বশতঃ শোকে মুহ্যমান্ হয়" দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন দ্বারা ইহার প্রতি যে আসক্তির সৃষ্টি তাহা হইতে তাহার এই দুর্দ্দশা উপজাত হয়, কিন্তু যখন সে স্বভাবে অবস্থান করে তখন পরমাত্মার ন্যায় সেও যে অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট তাহা জানিতে পারে। এই অপ্রতিহতত্বের কারণ কেননা জীব ঈশ্বরেরই মহিমা। ঈশ্বরের স্বরূপেই তাহার স্বরূপ, দেহাত্মবুদ্ধি হইতে যখন ইহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার শোকে

মুহ্যমান অবস্থা। আত্মজ্ঞান-বিমূঢ় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃখ দৈন্য হইতে অন্তরের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে পরমাত্মার প্রতি তাহার প্রীতি সহকারে সেবার আগ্রহ জন্মে এবং এই সেবাপরিতুষ্ট (জুষ্ট) ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া বীতশোক হয় অর্থাৎ সেও যে ঈশ্বরেরই মহিমা, স্বরূপে তাঁহারই স্বরূপবান্ অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁহার সহিত নিত্য যুক্ত ইহা জানিতে পারিয়া সিদ্ধমনোরথ হয়। প্রীতি সহকারে ভগবদারাধনায় সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীব পুনরায় তাহার আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একমাত্র রুদ্র জগতের শাসনকর্ত্তা ও নিয়ামক, ইহার সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা এবং তিনিই দেবতাদিগেরও সৃষ্টি ও শক্তিহেতু। এই সৃষ্টি-রহস্য কি তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে ;—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"

প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে। যিনি মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ তিনি মহেশ্বর। রুদ্র এখানে মহেশ্বর। এখানে মায়াশব্দ কুহক নহে, ইহা ভগবৎশক্তি যাহা হইতে অঘটনঘটন পটিয়সীরূপে মানব বুদ্ধির অনধিগম্য অতীব বিস্ময়করভাবে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের প্রকাশ পাইতেছে। এই তত্ত্বটি ঋগ্বেদে দৃষ্ট দুইটি মন্ত্রের অনুসরণ ক্রমে রচিত হইয়াছে---একটী ৩য় মণ্ডলের। মন্ত্রটি ঃ—

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাং" (৩-৫৩-৮) মঘবা-ধনাধীশ অভীষ্টবর্ষী অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির অধীশ্বর ইন্দ্র নিজের শরীর হইতে মায়া করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। অপরটি ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ১৮ ঋক্, দ্রষ্টা ভরদ্বাজপুত্র গর্গ ঋষি—

মন্ত্রটি—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥

সমস্ত রূপের (অর্থাৎ দেবতাগণের) প্রতিনিধিভূত ইন্দ্র বিবিধ দেহ, বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ, তাঁহার রথে সহস্র অশ্বযোজিত আছে অর্থাৎ ইনি সহস্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা সহস্র বিষয় গ্রহণ করেন। যাহা কিছু সকলই তিনি, তদতিরিক্ত আর কিছু নাই—এই ভাবার্থ।

এই যে মায়াধীশ মহেশ্বর, এই শ্রুতির ৪র্থ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে তাঁহাকে শিব বলা হইয়াছে, তিনি পরমাত্মা, ঋষি তাঁহাকে এখানে দেব নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের আরম্ভেই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে;—"ব্রহ্ম কি কারণ? আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি? কি কারণে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি? প্রলয়কালে কোথায় থাকি? কি কারণে আমরা সুখ দুঃখ বিষয়ে ব্যবস্থা করতঃ বর্ত্তমান থাকি? কাল, পদার্থ সমূহের স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ঘটনা, ভূতসমূহ অথবা পুরুষ কি কারণরূপে চিন্তনীয়?

ইহাদের কোন কিছুই কারণরূপে চিন্তনীয় হইতে পারে না; ইহাদের সংযোগও কারণ নহে, কেননা সংযোগ আত্মসাপেক্ষ এবং আত্মা (জীব)) সুখদুঃখের অধীন বলিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অসমর্থ।

যুক্তি ও বিচার দ্বারা যখন এই রহস্যের সমাধান হইল না, তখন তাঁহারা ধ্যাননিমগ্ন হইলেন এবং ইহার ফলে তাঁহাদের সত্য-সাক্ষাৎকার হইল:—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য হইতে সমুদ্ভূত যে ভূত বিষয়সমূহ, তাহা দ্বারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং সাধারণের অপরিজ্ঞাত পরমেশ্বরের যে অধীন শক্তি সেই ধ্যানপরায়ণ ঋষিদিগের নিকট তাহা প্রকাশিত হইল। তাঁহারা আরও দেখিতে পাইলেন, সেই অদ্বিতীয় দেবতা কাল ও আত্মা সম্বলিত স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহকে নিয়মিত করে। এই দেবাত্মশক্তি, রুদ্র, শিব প্রভৃতি যত সব নাম সকলই তাঁহার বিশেষণবাচক শব্দ। ইনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন, নপুংসকও নন।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ" (৫—১০)

তিনি স্বরূপে নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক, অমৃতের পরম সেতু ও ইন্ধনদগ্ধ দীপ্যমান অনলসদৃশ।

(নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্যপরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্। (৬—১৯)

এত সব লক্ষণবিশিষ্ট এই যে দেব তিনি বিশ্বস্রষ্টা, মহান্ আত্মা, সর্ব্বদা প্রাণীগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন, হৃদয়, মন ও বিবেক দ্বারা তিনি অভিক্লিপ্ত (অর্থাৎ অভিমুখীকৃত) হন, অনুকূল হন, সেবা পরিদৃষ্ট হন। যাঁহারা ইহা জানেন তাঁহারা অমৃত হন।"

"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মণীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

তদনন্তর সৃষ্টি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে যে অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্বের বর্ণনা—তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রুতি এই মন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসংচ্ছিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

বেদের সূক্তে মাত্র সাতটি মন্ত্র। তাহার প্রথম তিন মন্ত্রের অনুবাদ—

তৎকালে যাহা নাই (অসৎ), তাহাও ছিল না, যাহা আছে (সৎ) তাহাও ছিল না—স্থূল, সূক্ষ্ম যত সকল বস্তু লইয়া এই জগৎ প্রপঞ্চ তাহার কিছুই ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার ব্যোম অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক কিছুই ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল ? কোথায় কাহার স্থান ছিল ? (১)

তখন মৃত্যুও ছিল না —অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না, কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহায়তা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে স্বরূপে আপনাতে আপনি মাত্র ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। (২)

বায়ুর সহায়তা ব্যতিরেকে আপনাতে আপনার অবস্থিতি দ্বারা অণ্ড মধ্যে যেরূপ প্রাণন কার্য্য চলে তেমন অবস্থা বুঝাইতেছে।

তম দ্বারা তম আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্ন বৰ্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জল দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। (৩)

প্রথম দুইটি মন্ত্র সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার বর্ণনা। দ্বিতীয় মন্ত্রটি হইতে ঋষির অন্তরে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট। তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে "তম দ্বারা তম নিগূঢ় ছিল"। শ্রুতি বলিতেছেন, "অন্ধকারের যখন অল্পতা হইল" (যদা অতম) ইহা দ্বারা তাহার পূর্ব্বাবস্থা ঘোর অন্ধকারের যে অবস্থা তাহা বুঝাইতেছে। অন্ধকারের অল্পতা হইতে সৃষ্টির উন্মোখীন্ অবস্থা বুঝাইতেছে। জ্ঞান শক্তির স্ফুরণ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখনও

প্রকাশ হয় নাই, ইহা হইতে অন্ধকারের অল্পতা অনুভূত হইতেছে। ইহার পূর্ব্বাবস্থার অন্ধকার ঘোর অন্ধকারের অবস্থা। তাহা দ্বারা আবৃত থাকায় সৃষ্টির উন্মুখীন্ কালের অন্ধকার অনুভবগোচর হয় নাই। বেদের ঋষি ২য় ঋকে বলিতেছেন 'সে সময় রাত্রি দিনের পরিচায়ক কোন চিহ্ন ছিল না। শ্রুতি বলিতেছেন—"ন দিবা ন রাত্রি" সে সময় দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না—"যে সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে দিবারাত্রির উদ্ভব, ইহাদের সে সময় সৃষ্টিই হয় নাই, দিবা রাত্রির চিহ্ন থাকিবে কোথায়? শ্রুতিতে যে অতম শব্দের প্রয়োগ তাহা হইতে ব্রহ্মের ঈক্ষণ অবস্থা-প্রজ্ঞা বুঝায়।

স্বধা শব্দ জলবাচক, পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জলপিণ্ড। দ্বিতীয় বেদমন্ত্রে স্বধা শব্দের প্রয়োগ আছে, শ্রুতি ইহার স্থলে 'প্রজ্ঞা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী)। নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার স্বধা শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন স্ব—আত্মা পরাত্মা, তাঁহাকে ধারণ করেন, সর্ব্বত্র প্রকট করেন। পরাত্মাই সমগ্র জীব ও জগতে প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত হন—এজন্য পরাত্মাকে প্রজ্ঞাবান্, প্রাজ্ঞ বলা হয়। শ্রুতি এখানে স্বধা শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রজ্ঞা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন "তাহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল" ইহা দ্বারা "আমি আছি" এই চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছিল বুঝায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই তত্ত্বটি এভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মেতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমবভৎ"। (৩-৪-৯)

পূর্ব্বে অর্থাৎ নামরূপে এই জগৎ প্রকাশের পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি আপনাকে জানিলেন 'আমি ব্রহ্ম আছি' তাহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইল। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইহা ২য় ঋকের বর্ণিত অবস্থাকে নির্দ্দেশ করে। ইহা সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মার

সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত অখণ্ড একরসরূপে বায়ুরহিত প্রাণন মাত্র অবলম্বনে আপনাতে আপনি **কেবল** (অদ্বিতীয়রূপে) ছিলেন এরূপ বুঝায়।

"তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" তিনি আপনাকে জানিলেন আমি ব্রহ্ম আছি, ইহা হইতে তিনি যে সত্যং, জ্ঞানং, ব্রহ্ম, এভাব প্রকাশ পাইতেছে। তদনন্তর তাঁহাতে শক্তির প্রকাশ, "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। পরবর্ত্তী তিনটি ঋঙ্‌মন্ত্রে (৩, ৪, ৫ ঋক)। স্থষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

তপস্যার প্রভাবে সেই একবস্তু জন্মিলেন (৩য় ঋক্)

প্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল অর্থাৎ তম উপহত চৈতন্যে স্থজনেচ্ছা উৎপন্ন হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল (৪র্থ ঋক)।

রেতোধা পুরুষের উদ্ভব হইল, মহিমাসকল উদ্ভব হইল, উহাদিগের রশ্মি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ ঘটিল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই স্থষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা—

সেই (দ্বিতীয় ঋঙ্‌মন্ত্রে বর্ণিত এক বস্তু) ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি জন্মিব (প্রাদুর্ভূত হইব)। তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া যাহা কিছু সকল স্থজন করিলেন; স্থষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত।

স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমস্থজত। যদিদং কিঞ্চ। (২।৬।২।১)

তৎস্থষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তদনন্তর এই শ্রুতি বলিতেছেন—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"। (২।৭।১)

এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল। সেই অসৎ হইতে সৎ হইয়াছে। তিনি আপনাকে আপনি করিলেন।"

ইহার ভাব—এই দৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে অদৃশ্য ছিল, অব্যক্ত ছিল, ব্রহ্ম সহ অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিল, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অনন্তর সৎ হইল-ব্যক্ত হইল নামরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল। কিরূপে প্রকাশ পাইল, তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিলেন।

এই যে আপনাকে আপনি প্রকাশ করা উক্তি, ইহার মধ্যে তাঁহার শক্তির বিদ্যমানতা বুঝাইতেছে, শক্তি ও তিনি যে অভিন্ন তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছে। তিনি আপনার পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে আপনাকে বিভক্ত করিলেন। "আমি ব্রহ্ম আছি" এই যে জ্ঞান তাহা জগদাকারে ভাসমান হইল।

চতুর্থ ঋঙ্‌মন্ত্রে প্রথম কামের আবির্ভাব হইল বলা হইয়াছে। ইহা সিসৃক্ষাভাব, তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ভাব। ইহা সেই আত্মার ঈশ্বরাবস্থা।

তৃতীয় ঋকে যে আছে "যদাসীত্তুপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং" শ্রুতির উক্তি "স তপোঽতপ্যত" ইহা ব্যক্ত করিতেছে তপস্যার প্রভাবে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ অবস্থা। ইহা দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টির বীজ সিঞ্চন বুঝাইতেছে।

এই ঋকে যে "তুচ্ছ্যা" শব্দের প্রয়োগ আছে (তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং) এই তুর্চ্ছ্যা, তমঃ ও মায়া একই অর্থ বহন করে। তম উপহত চৈতন্যে মায়ার সাক্ষাৎকার ঈশ্বর ভাব—ইহা দ্বারা যখন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা প্রায় আচ্ছন্ন হবার অবস্থা তখন হিরণ্যগর্ভ ভাব। মায়ার তন্ময়তা হইতে বিরাটভাব ঘটে—ইহাই জগদাকারে ভাসমান অবস্থা। দ্বিতীয় ঋঙ্‌মন্ত্রে—"সেই একমাত্র বস্তুর বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান থাকা, এবং তৃতীয় ঋকে চতুর্দ্দিক জলময় এবং তাহার মধ্য হইতে তপস্যার প্রভাবে হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ রহিয়াছে। এই মন্ত্রে

তপসঃ শব্দের ব্যবহার আছে। ইহা দ্বারা তাপ (heat) ও বুঝায় তৈত্তিরীয়ের উক্তি "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত"। ইহা হইতে তাপও যে সৃষ্টির এক মূল উপাদান তাহা বুঝায় এবং তাপ ও জল (heat and moisture) হইতে বিশ্বভুবনের উদ্ভব ও স্থিতি ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি হইতে এই দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাপ পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থিতি করে। অন্তরীক্ষ প্রদেশে সূর্য্যকিরণে অবস্থিত বাষ্পসমুদ্রে বিদ্যুৎরূপে ইহার প্রকাশ হয় কিন্তু ইহা সর্ব্বত্রই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বারিধারার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাপ পৃথিবীবক্ষে পতিত হইয়া শিকড় সাহায্যে বৃক্ষাদির জীবন রক্ষা করে। মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণীজগতের তাপই জীবনীশক্তি, তাপ অন্তর্হিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। সোমরসও অগ্নিরই নামান্তর। চন্দ্রকিরণকে আশ্রয় করিয়া যে শিশিরনিপতিত হয়—তাহা জলরূপী অগ্নি।

তিত্তিরি শ্রুতির যে উক্তি "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" ইহাই তাহার মর্ম্ম। প্রাচীন গ্রীকদর্শন সৃষ্টির সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিদিগের এই দার্শনিক আবিষ্কার বস্তুরই বিস্ময়াবহ (১)। সৃষ্টি সম্বন্ধে

১। বৈদিক সৃষ্টিতে এই দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে রেগোজিন এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

In the form of Soma, it is Agni whom the worshipper receives into himself, for the two are one. It is Soma who from his bright bowl, the moon, dispenses the gentle dews that feed the plants, but hidden in the dews—as in the rain, as in the clouds—Agni descends, for he is the Child of the Waters. Thus the ancient Aryans not only preceded the early Greek Schools of philosophy in constructing a theory of the

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদেও এক বর্ণনা আছে ইহাও ঐ বেদমন্ত্রগুলির ব্যাখ্যাস্বরূপ।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাঁল্লোকানসৃজত।"

এই শ্রুতি মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে ঋঙ্মন্ত্রগুলির পর পর সব কয়টা অবস্থাই দৃষ্ট হয়—"নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" আর কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল না—শক্তির কার্য্য তখনও আরম্ভ হয় নাই, আত্মা বা ব্রহ্মের ঈক্ষণাবস্থা, জ্ঞানের সামান্য স্ফুরণ হইতেছে মাত্র। লোকান্ নু সৃজা ইতি। লোকসমূহ সৃজনকরি কিনা এই সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা অবস্থা সৃষ্টির উন্মুখীন্ অবস্থা। ইহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বর্ণিত 'যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি" এই অবস্থা। তাহার পর এই শ্রুতি বলিতেছেন—তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, একমাত্র শিবই বিদ্যমান ছিলেন, এবং এই শিব হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল। সৎ ও অসৎ বাচ্য নিখিল স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু সে সময় শিব স্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল তদতিরিক্ত আর কিছুরই প্রকাশ হয় নাই। বেদমন্ত্রের (২ ঋক্) ভাষায় একমাত্র তিনি বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে আত্ম প্রজ্ঞাযোগে প্রাণবান্ ছিলেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ক্রমে তম বা অজ্ঞান উপহত ঈশ্বর অবস্থায় বিবর্ত্তন হইতেছে—তিনি ঈশ্বর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা

world, but greatly surpassed them in wisdom since while some of the Greeks declare Water to be the elementary principle of the world, and others Fire the Vedic Aryas, by a marvel of evolution, had ages before reached the perception that only in the union of both of Heat and Moisture lies the universal life-giving principle.

—Vedic India p. 437 Fifth Edition 1923

হইয়াছে জগতের স্রষ্টা ও প্রলয় কর্ত্তা শিব ভাব অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন। ইহা দ্বারা তাঁহাকে সোপাধিক ব্রহ্মরূপে বিশেষিত করিয়া শ্রুতির ঋষি শ্বেতাশ্বতর নিজের জীবনের সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তপস্যা-প্রভাব এবং দেবপ্রসাদ (ঈশ্বরানুগ্রহ) সাপেক্ষ। "তপপ্রভাবাদ্দেব-প্রসাদাচ্চ" (৬-২১)। এই সোপাধিক ব্রহ্মকে ঋষি শিব আখ্যা প্রদান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আত্মনিবেদন করতঃ বলিতেছেন—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ (৪।৩।৪)

হে দেব! তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তুমি কুমার হও, কুমারী হও, তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডধারণ পূর্ব্বক স্বরূপাচ্ছদন কর (বঞ্চয়সি), সকলের মুখ তোমার মুখ, অথচ তুমি জাত হও।

অন্যত্র বলা হইয়াছে "তিনি স্ত্রীও নন্ পুরুষও নন্ নপুংসকও নন। যে যে শরীর ইনি গ্রহণ করেন সেই সেই শরীর যোগে তিনি রক্ষিত হন।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ ৫।১০

স্বরূপে তিনি অলিঙ্গ, ঋষি তাঁহাকে দেব নামে অভিহিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগা-
দ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ (৪-১)

যিনি এক এবং বর্ণহীন, তিনি নিহিতার্থ (অর্থাৎ তাঁহার অভিপ্রায় নিগূঢ়), যিনি বিবিধ শক্তিযোগে অনেক বর্ণ বিধান করেন, সেই দেব আদিতে সকল ব্যক্ত করেন (সৃষ্টি প্রকটন করেন) অন্তে (অর্থাৎ লয়-কালে) সকল সংহরণ করেন। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।

ইহা দ্বারা তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে।

জগতের স্রষ্টা ও প্রলয় কর্ত্তা, যিনি এখানে দেব নামে উক্ত হইয়াছেন, অন্যত্র (৫।১৪) তিনি শিব নামে কথিত হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন, তথাপি অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুর্ত্তির জন্য দেবপ্রসাদ (ঈশ্বরানুগ্রহ) সহিত তপস্যা প্রভাবও থাকা প্রয়োজন (তপঃপ্রভাবাদ্দেব প্রসাদাচ্চ)। উপসংহারে বলা হইয়াছে।

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

ইহা পরম গুহ্যতত্ত্ব। যাহার "দেবে" পরাভক্তি জন্মিয়াছে এবং উপদেষ্টার প্রতি ও তদ্রূপ গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তেমন ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাসিত হয়।

শৈবগণ এই উপনিষদকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উপাস্য দেবতার বিভিন্ন নামের ন্যায় দেব শব্দ ও সেই রুদ্র-শিব অর্থই বহন করে এরূপ মনে করেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্য ব্যাখ্যা শিবার্কমণিদীপিকাতে শ্রীমদপ্যয় দীক্ষিত এইমত সমর্থন করিয়া বলেন—

"ধ্যানযোগানুগত হইয়া তাঁহারা স্বগুণে নিগূঢ় দেবের আত্মশক্তিকে

দর্শন করিলেন। শক্তিমানকে আশ্রয় ভিন্ন শক্তির প্রকাশ সম্ভব নহে। এই যুক্তি বলে শৈবগণ "আত্মশক্তি" দ্বারা শিবের শক্তি "অম্বিকাকে নির্দ্দেশ করে এরূপ মনে করেন।

সমগ্র বেদান্ত সাহিত্যে একমাত্র তবলকার (কেন) উপনিষদে "উমা হৈমবতী"র নামোল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যাকে উমা বলা হইয়াছে, শৈবভাষ্যে উমাকে শিবপত্নী অম্বিকারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি যেদেবের আত্মশক্তি তাঁহাকে 'অম্বিকাপতি" উমাপতি বলা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে সেই "এক দেব" হর, ঈশ, রুদ্র, শিব, মহেশ্বর, ঈশান প্রভৃতি বৈদিক রুদ্র দেবতার বিভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছেন, অধিকন্তু যজুর্ব্বেদে "শত রুদ্রীয়তে রুদ্রের যে সকল নাম ও মহিমার বর্ণনা আছে তাহা হইতে ৩টি মন্ত্র এই শ্রুতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥
যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ[১]॥

(৩—৪, ৫, ৬)

রুদ্র যিনি বিশ্বের অধীশ্বর, মহর্ষি (সর্ব্বদর্শী) দেবগণের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের হেতু, তিনি পূর্ব্বকালে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন করুন।

হে রুদ্র, হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, তোমার তনু শিবা, অঘোরা,

১। এই ৬ষ্ঠ মন্ত্র যজুর্ব্বেদের ১৬শ অধ্যায়ের ৩য় মন্ত্র।

অপাপকাশিনী (মঙ্গলময়ী, অভয়প্রদা ও পুণ্যপ্রকাশিনী)। সেই সুখতমতনু যোগে তুমি আমাদিগকে অবলোকন কর।

হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, হে গিরির ত্রাতা, তুমি যে বাণ ক্ষেপণ করিবার জন্য হাতে তুলিয়াছ, সেই বাণকে মঙ্গলময় কর। জীব ও জগৎকে হিংসা করিও না।

এই সকল স্তুতি সেই প্রাচীন ক্রূর স্বভাব রুদ্র দেবতার স্তুতি। সেই দেবতার উগ্রমূর্ত্তি এই উপনিষদ্ রচনার সময়ও যে ভয়ের কারণ ছিল, এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হইলে সকল বিপদই যে কাটিয়া যায় এই বিশ্বাস ছিল, শ্রুতির আর একটি মন্ত্র হইতে তাহা জানা যায়—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ৪।২১

অজাত হইয়াও জন্মাদিভয়ে ভীত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, তোমার নিকট তখন তাহার প্রার্থনা—"হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্নমুখ তাহা দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর"। রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ হইতে সকল প্রকার বিঘ্ন বিপদ কাটিয়া যায়, এই যে বিশ্বাস ইহার সমর্থনায় শ্রুতি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৮ম ঋক্ এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভাবিতো বধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে॥"

"হে রুদ্র, আমাদের পুত্র, পৌত্র, আমাদের আয়ু, আমাদের গোধন আমাদের অশ্ব, এসকলের প্রতি রোষ করিও না। আমরা যজ্ঞস্থলে হবি লইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি"।

এই সমুদয় কারণ হইতে বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবতা রুদ্র যে এই শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। ভক্তিমূলক পৌরাণিক শৈব ধর্ম্মের উদ্ভব এই শ্রুতি হইতে হইয়াছে। পৌরাণিক ধর্ম্মগুলির মধ্যে এই ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম।

ঋক্‌সংহিতোক্ত ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে তুলনায় রুদ্র অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দেবতা, কিন্তু দেখা যায় উপনিষদ যুগে ইঁহারা সকলেই ক্রমশঃ স্থানচ্যুত, ও দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইতেছেন আর রুদ্র ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে অধিরূঢ় হইতেছেন। ইহা হইতে মানব জাতির স্বভাবজাত চিত্তবৃত্তির প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, যাহা হইতে ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মবৃত্তির প্রথম উদ্ভব হইয়াছে।

ধর্ম্ম কি? এই তত্ত্ব অবগত হইবার পক্ষে রুদ্র-শিব উপাসনার ইতিহাস সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। কি কি আবেষ্টনের মধ্যে ধর্ম্মবৃত্তির প্রথম উন্মেষ হইয়া ক্রমে তাহা আধ্যাত্মিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইতে থাকে তাহার ক্রম রুদ্র-শিব উপাসনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

রুদ্র বিশ্বের উদ্ভব স্থান এবং দেবতাদিগের উৎপত্তি হেতু, অথচ তিনি সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গ-বর্জ্জিত, তিনি পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন, নপুংসকও নহেন—তিনি নিষ্ক্রিয়। সৃষ্ট শক্তিসাপেক্ষ। তিনি শক্তিমান্ কিন্তু নিষ্ক্রিয় বিধায় নিজে সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। ঋষিরা ধ্যানযোগে এই সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ইহার অন্তরালে তেমন এক দেবশক্তির সত্ত্বানুভব করিয়াছিলেন। এই দেব শক্তিই শিবশক্তি। শৈবধর্ম্ম ব্যাখ্যাতৃগণ তবলকার উপনিষদে যে উমার বর্ণনা আছে সেই উমাই অম্বিকা এবং শিবের শক্তি বা পত্নী এরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

কিন্তু দেখা যায় যজুর্ব্বেদে রুদ্রের সহিত অম্বিকার নামোল্লেখ রহিয়াছে। এখানে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নহেন—ভগিনী "এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা" (৩—৫৭)

"হে রুদ্র ! এই তোমার ভাগ, তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত গ্রহণ কর"।

গৌরী পার্ব্বতী কালী করালী (রুদ্রাণী) প্রভৃতি রুদ্র শিবের আরও পত্নীর নামোল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন ঋগ্বেদের সময় হইতেই ইহাদিগের কোন কোন নামের সূচনা হইয়াছে। এস্থানে ইহাদিগের যথা সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৪০ সূক্তের দেবতা অগ্নি। দুইটি কাষ্ঠ-খণ্ডের সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করতঃ যজ্ঞবেদিতে তাহা স্থাপন পূর্ব্বক ইহার স্তুতি প্রসঙ্গে ঋষি ৮ম ঋকে বলিতেছেন—

"অগ্নি শিখাগণ যেন অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেছে, অগ্নি ও অগ্নিশিখা যেন পতিপত্নীভাবে অবস্থিত রহিয়াছে"। এখানে অগ্নি যজ্ঞাগ্নি—তাহাতে ঘৃতাহুতি হইতে যে সকল ধূমশিখা নির্গত হয় তাহা অগ্নির পত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছে।

এই বেদের ১০ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৩য় ঋকে বলা হইয়াছে :—

"এক যুবতী নারী আছেন, তাঁহার নয়নাভিরাম সুন্দর ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তি। তিনি নানারূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহার চারিটী বেণী, দুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে। তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হন।

ইহা মনোরম কবিত্বের ভাষায় যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা। সায়ন মতে যজ্ঞ বেদি সেই যুবতী নারী, অগ্ন্যাধ্যানগুলি বেণী, ইহাতে যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, তাহা তাহার স্নিগ্ধ ও সুন্দর মূর্ত্তি, যজ্ঞোপকরণ

সামগ্রীগুলি ইহার উত্তম উত্তম বস্ত্র, যজমান ও পুরোহিত দুই পক্ষী। যজ্ঞ হইতে প্রজাসৃষ্টি, সুতরাং যজ্ঞাবেদি যুবতী নারী। চারি বেণী দ্বারা চারিজন ঋত্বিক, হোতা উদ্‌গাথা অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাও বুঝায়। দুই পক্ষী যজমান ও তাহার স্ত্রী।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১ম খঃ-২-৫-১৬) বেদি নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব প্রশস্থ, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্থ নিম্নভাগ প্রশস্থ হইবে। ইহা এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের দেহের মধ্যভাগ সদৃশ। বেদি এইরূপ আকার বিশিষ্ট হইলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন।

"ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১০ম মন্ত্র—

নি ত্বা দধে বরেণ্যং। দক্ষস্যেলা সহস্কৃত। অগ্নে সুদীতিমুশিজং"॥

হে বলস্কর অগ্নি! তুমি উত্তম দীপ্তিযুক্ত বরণীয় হব্যাভিলাষী, দক্ষের (কন্যা) ইলা তোমাকে ধারণ করিতেছে।"

ইলা অর্থ ভূমি। দক্ষের কন্যা যজ্ঞের বেদিরূপাভূমি, সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে, অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি ঋগ্বেদের নানাস্থানে অগ্নিকে রুদ্র নামে স্তুতি করা হইতেছে (যথা ১ম-২৭-১০) যজ্ঞবেদি স্ত্রীদেহ আকার বিশিষ্ট—ইহাতে অগ্নিরূপী রুদ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে, ইহা হইতে দক্ষের কন্যা ইলার সঙ্গে রুদ্রের বিবাহ। পৌরাণিক যুগে এই দক্ষ প্রজাপতি দক্ষ, তাঁহার কন্যা ইলা সতী বা গৌরী। রুদ্র হর রূপে কল্পিত হইয়া হরগৌরীর বিবাহের আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিবাহে যে যজ্ঞের প্রথা তাহার মূলে এই তত্ত্ব।

এই বেদের অন্যত্র (৭-৫৯-১২) রুদ্রকে ত্র্যম্বক বলা হইয়াছে। রুদ্র অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যরূপে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যু এই তিন লোকের অম্বক (পিতা) বা অধিপতি। তাঁহার শক্তি অম্বিকা ত্রিনয়না। সৃষ্টি ও

বিলয় শক্তির কার্য্য। ত্রিলোকের সৃষ্টি ও বিলয় ত্র্যম্বকের শক্তি হইতে সাধিত হয় এই শক্তি ত্রিকালদর্শিনী সেজন্য ইনি ত্রিনয়না। যজুর্বেদে অবিবাহিতা কন্যাদের মনোমত স্বামী লাভের জন্য প্রার্থনা, যথা—

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্" (৩য়—৬০)

আমরা পতি লাভের জন্য সুগন্ধি ত্র্যম্বকের আরাধনা করি। (পুষ্প দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া যাহার দেহ সুগন্ধিযুক্ত হইয়াছে)।

অপর স্থানে (১-১১৪-১) রুদ্রকে কপর্দ্দি বলা হইয়াছে। কপর্দ্দি অর্থ জটাধারী। এই জটা যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত অগ্নিশিখা। ছান্দোগ্য উপনিষদে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ রূপের জটা বা শিখার উল্লেখ করিয়া কিরূপে জগতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বর্ণনা আছে।

মুণ্ডক উপনিষদে শিখাগুলিকে অগ্নির ৭টি চঞ্চল জিহ্বারূপে কল্পনা করিয়া ইহাদিগকে কালী, করালি, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের রুদ্র দেবতা সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়া নানারূপ বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গমনের পর যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম মহেশ্বর মূর্ত্তির আসন গ্রহণ করিলেন, যজ্ঞ হইতে সমুত্থিত রুদ্ররূপী অগ্নির শিখাগুলিও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া মহেশ্বরের পত্নীরূপে গৃহীত হইতে লাগিলেন।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের অধিষ্ঠাতৃ নানা দেবতার প্রাধান্য থাকিলেও ঐ যুগেই এই সকল দেবতার পশ্চাতে তাঁহাদের নিয়ামক যে এক দেবতা আছেন, তাহার অনুভূতি অনেক ঋষির অন্তরে উদয় হইয়াছিল,—যথা ১০ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৫ম ঋকে ঋষি সধ্রি বলিতেছেন :—"পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে অনেক প্রকার কল্পনা করেন।"

("সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সংতং বহুধা কল্পয়ংতি")

অন্যত্র (১-১৬৪-৪৬) "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদংতি"। ইনি একই বুদ্ধিমানরা ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করেন, এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বেদের এই সকল দেবতার প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেবতা প্রজাপতির প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল দেখা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এই প্রজাপতিরই প্রাধান্য, তথাপি রুদ্র ও বিষ্ণু এই দুই প্রাচীন বৈদিক দেবতা ইন্দ্রাদির ন্যায় অপসৃত হন নাই। পৌরাণিক যুগে এই দুই দেবতারই প্রাধান্য। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহারাই অদ্যাপি প্রধান উপাস্য দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই দুই দেবতার মধ্যেও রুদ্র শিবের উপাসনা অধিক প্রাচীন। ফলতঃ শিবোপাসনার মধ্য দিয়াই বৈদিক ধর্ম্ম প্রথম হিন্দুধর্ম্মের রূপ পরিগ্রহ করে, এবং উত্তর দিকে সমগ্র মধ্য এশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আর্য্য আনার্য্য সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করে।

মধ্য হিমালয় কুমায়ুন ও গাড়োয়াল (প্রাচীন কুর্ম্মাচল) প্রদেশে অদ্যাপি শিবোপাসনার বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। তথায় শিবের এক নাম কেদারনাথ। কেদার শৃঙ্গের নিম্নতল প্রদেশে কেদারনাথ মন্দিরে তিনি এই নামে পূজিত হইয়া থাকেন। কেদার শৃঙ্গের অনতিদূরে ত্রিশূল শৃঙ্গ। ইহারা মহাদেবের ত্রিশূল এরূপ কল্পিত হয়। এই প্রদেশে আর একটি শৃঙ্গপুঞ্জ আছে তাহাকে পাঁচশূলি বলে। ইহাদিগের অনতিদূরে আর একটি প্রধান শৃঙ্গ আছে তাহার নাম নন্দাদেবী। এই শৃঙ্গকে হিমালয় শ্রেণীর কেন্দ্রস্থানীয় বলা যাইতে পারে। শিবের এক শক্তির নাম পার্ব্বতী। এই অঞ্চলে পার্ব্বতী নন্দাদেবী নামে পূজিতা হইয়া থাকেন১।

---

(১) নন্দাদেবী সম্বন্ধে 'Holy Himalaya' নামক গ্রন্থে E. S. Oakly লিখেছেন ;—

নন্দার অপর ভগিনী নৈনী। তিনিও শিবের পত্নী রূপে কল্পিতা হন। আলমোরাতে নন্দাদেবীর মন্দিরের ন্যায় এক বৃহৎ সরোবরের নিকট নৈনী দেবীর মন্দির রহিয়াছে। নৈনীর নাম হইতে সরোবরের নৈনীতাল নাম। এখানে ইউ, পি, গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। স্কন্ধ পুরাণমতে ইহা গর্গ ঋষির তপস্যা-স্থান। ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য, অত্রি, পুলহ এই তপস্যা-স্থান দর্শন করিতে আসিয়া পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলে ব্রহ্মা স্বয়ং এই সরোবর খনন পূর্ব্বক মানস সরোবর হইতে জল আনিয়া তাহা পূর্ণ করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাও যে হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র স্থান এই সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালাগুলির নাম হইতে তাহা বুঝা যায়। ইহাদের একটির নাম আর্য্য পত্তন, আর একটির নাম দেবপত্তন। নৈনী দেবীর মন্দির অদ্যাপি এই অঞ্চলবাসিদিগের নিকট পরম তীর্থস্থান। বিজয়া দশমীর দিন পূর্ব্বদিকে নেপাল ও পশ্চিমে পাঞ্জাব, হিমালয় হইতে

"Devi is the sakti or female energy of the god assuming the names Uma, Kali, Durga, Parvatee, Bhawani or Nanda. Under the latter name she is the female energy of Siva and a favourite deity in Almorr, having a local habitation in the great peak.

The Goddess had a temple in Almora fort, which Mr. Traill removed. Some time later he happened to be struck with snow blindness on the lower slopes of the Nanda Devi. This was accepted as a sign of displeasure of the goddess. Mr. Traill vowed to build her a temple, This vow he fulfilled on his return to Almora, and was delivered from the curse."

সে সময় সহস্র সহস্র যাত্রীর দেবীদর্শনের জন্য সমাগম হইয়া থাকে। পরম সমারোহের সহিত দেবীর পূজা নির্ব্বাহ হয়। সে সময় শত শত মহিষ ও পাঁঠার রক্তে প্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গন প্লাবিত হয়।

রুদ্র শিবের প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক নামগুলির সঙ্গে এ অঞ্চলে ভোলানাথ আর একটি নাম যোজিত হইয়াছে, এবং ফাল্গুন মাসের এক বিশেষ চতুর্দ্দশী তিথিতে (শিব চতুর্দ্দশী) বিশেষভাবে এই নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলে পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে ভোলানাথ পূজার বিশেষ প্রচলন। এক আলমোরাতেই তাঁহার ৮টি মন্দির আছে। (১)

---

(১) Traill ভোলানাথ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন —তিনি কোথা হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, লেখেন নাই। ইহার মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কাহিনীটী এই ;—

"Of the minor gods, Bholanath is most interesting. Uday Chand, Rajah of Kumaun, had 2 sons. The elder took to evil courses and was disinherited and the younger Gyan Chand succeeded his father. Later, the elder brotherreturned and in the guise of a religious mendicant took up his quarters near the Nail Tank. His disguise was penetrated, and Gyanchand, alarmed for his kingdom had his brother assassinated. After his death, the elder brother became a Bhut under the name of Bholanath, and his mistress (the wife of a Brahmin) became a Bhutini."

তদনন্তর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

"The interest of the tale lies in the deification of a mortal. and the fact that now among the better classes Bholanath is identified with Mahadeo and his mistress with a form of his Sakti—"

শৈব ধর্ম্ম এই অঞ্চলে কখন প্রথম প্রচার হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু পৌরাণিক যুগের প্রথমাবস্থায় মহাভারতের সময়ই যে শিবোপাসনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবং শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপে বৈষ্ণবধর্ম্ম শিবের অধ্যুষিত এই প্রদেশে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়।

কেদার ও বদ্রিনারায়ণ এই অঞ্চলের দুইটি প্রসিদ্ধ হিমালয়-শৃঙ্গ। ইহারা বর্ত্তমান কালে শৈব ও বৈষ্ণবদিগের নিকট দুইটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। কেদারে কেদারনাথ রূপে মহাদেব এবং অপর শৃঙ্গে বদরিনারায়ণরূপে বিষ্ণু অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কুর্ম্মাচল প্রদেশ হিন্দুধর্ম্মের এই দুই প্রধান শাখার তীর্থস্থান। প্রাচীন মহাভারত ও পুরাণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত এই উভয় সম্প্রদায়ের অনেক পুণ্য কাহিনী এই প্রদেশের নানাস্থানের সহিত জড়িত রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে এস্থানের ভৌগলিক আবেষ্টনগুলির সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবরণ প্রদত্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান ভারতের উত্তর সীমানায় হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী। ভারতীয় জরিপ বিভাগ ইহাকে পূর্ব্বদিক হইতে যথাক্রমে আসাম হিমালয়, নেপাল হিমালয়, কুমায়ুন হিমালয় ও পাঞ্জাব হিমালয় এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছে এবং ইহার উত্তরাংশে যাহাতে বড় বড় শৃঙ্গ সকল অবস্থিত রহিয়াছে তাহাকে বৃহৎ হিমালয় (Greater Himalaya), দক্ষিণাংশকে ছোট হিমালয় (Lesser Himalaya) নাম প্রদান করিয়াছে। মোটের উপর উত্তর দক্ষিণে ১২ মাইল প্রশস্ত বৃহৎ হিমালয় পশ্চিম দিকে কাশ্মীরে প্রায় ৭৩° দ্রাগিমা রেখা (longitude) এবং ৩৫০ অক্ষরেখা (latitude) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে আসামের পূর্ব্বাংশ ৯৪° দ্রাগিমা ও ২৯° অক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া ভারতবর্ষকে উত্তরদিকে তির্ব্বত হইতে পৃথক্ করিতেছে। প্রাচীন আর্য্যদিগের অধ্যুষিত হিমাচল প্রদেশ হিমালয় শ্রেণীর উত্তরে তির্ব্বত প্রদেশের ও অনেক স্থান নিয়ে বিস্তৃত ছিল। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ৯২° হইতে ৭২° দ্রাগিমা এবং উত্তর দক্ষিণে ২৬° হইতে ৩৬° অক্ষরেখার অন্তর্গতভূমি। ইহার উত্তরে টিয়ানসান পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের সহিতই যে আর্য্যগণ পরিচিত ছিলেন, এমন কি ইহা উত্তর দিকে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র এসিয়া মহাপ্রদেশের ভৌগলিক তত্ত্ব তাঁহারা অবগত ছিলেন—মহাভারতের কোন কোন আখ্যান হইতে তাহা বুঝা যায়। বৃহৎ হিমালয়শ্রেণীর উত্তর পশ্চিমদিকে যাস্ক পর্ব্বত। ইহা নেপাল হিমালয়ের যে স্থানে কর্ণালি নদী হিমালয়কে ভেদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে, তথায় হিমালয় সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া হিমালয়ের উত্তরে উত্তর পশ্চিম অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। কামাট শৃঙ্গ (২৫৪৪৭ ফিট্) ইহার উপর অবস্থিত।

ইহার উত্তরে লাডক পর্ব্বতমালা। ইহা পূর্ব্বদিকে আসাম হইতে সমান্তরালভাবে সমগ্র হিমালয় শ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে বালুতিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম গুলে মান্ধাতা।

লাডক পর্ব্বতমালার ৫০ মাইল উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত শ্রেণী। ইহাও হিমালয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পূর্ব্ব পশ্চিমদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। লাডক ও কৈলাস পর্ব্বত মধ্যে মানসসরোবর। মানস-সরোবরের উত্তরে কৈলাসশৃঙ্গ। ইহা ২২০২৮ ফিট উচ্চ। কৈলাস পর্ব্বতের কৈলাসশৃঙ্গ, লাডকের মান্ধাতাশৃঙ্গ, যাস্কের কামাত এবং বৃহৎ হিমালয়ের নন্দাদেবী শৃঙ্গ ইহারা কেহই মানসসরোবর হইতে বিশেষ দূরে নহে। (১)

কৈলাসের উত্তরে কারাকোরাম পর্ব্বতমালা। ইহা তিব্বতের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রদেশ হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে সমগ্র তিব্বত দেশকে ছাড়াইয়া ইহার পশ্চিম সীমানার দক্ষিণ দিকে বক্রগতি হইয়া হানজা ও গিল্‌গিট গিরিবর্ত্মকে অতিক্রমপূর্ব্বক চিত্রলের উত্তর দিকে প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রদেশে ইহা উত্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। কারাকোরাম শ্রেণীর পশ্চিম অংশের নাম হিন্দুকোষ পর্ব্বত। (২) কারাকোরাম শ্রেণীর উত্তরে টারিম নদী ও ইহার

(১) Near Mansarowar, the Kailas range is strongly developed, and the ranges to the south of it expand here in sympathy. Within one region are to be found the culminating peaks of four different ranges :—Kailas, Gurla Mandhata, Kamet and Nanda Devi.—The Geography and Geology of the Himalaya. Tibet by Burrard and Hayden.

(২) The range does not change its name at any particular natural feature. But for the convenience of geographers it will perhaps be well, if we call the mountain chains in Tibet

শাখাপ্রশাখা নদীগুলির অববাহিকা বিস্তীর্ণ মালভূমি (plateau), ইহার উত্তর সীমানায় আল্‌টাই পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উত্তরে মহাসাগর পর্য্যন্ত উত্তর আসিয়া খণ্ডের সমতলভূমি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।

উত্তরে কারাকোরাম শ্রেণী, দক্ষিণে শিবলিক পর্ব্বতমালা, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূমিখণ্ড নিয়ে ভারতীয় আর্য্যদিগের হিমাচল প্রদেশ। ইহার মধ্যে সমগ্র কুমায়ুন হিমালয় ও নেপাল হিমালয়ের পশ্চিম অংশের বিশেষ প্রাধান্য।

আমেরিকায় রকি পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আকাঙ্কাগোয়া ২৩৯০০ ফিট উচ্চ, আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কিলিমানজুরো, ইহার উচ্চতা ২০,৪০০ ফিট, য়ুরোপে আল্পস্ পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ইহা অপেক্ষাও কম ; আর এই প্রদেশে তিনটি গিরিশৃঙ্গ রহিয়াছে যাহাদের উচ্চতা ২৮০০০ ফিটের উপর, দুইটি সাতাইশ ও আটাশ হাজার ফিটের মধ্যে, এগারটি ছাব্বিশ হাজার ফিটের মধ্যে, বত্রিশটি ২৫০০০ ফিটের উপর, এবং ২৭টি ২৪০০০ ফিটের উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে ৭৫টি শৃঙ্গ রহিয়াছে, যাহারা পৃথিবীর অন্যত্র যে কোন দেশের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উচ্চ। ২৪০০০ ফিটের অনুচ্চ শৃঙ্গগুলির সংখ্যা এতদপেক্ষাও বেশী। তাহাদের মধ্যে কয়েকটির দ্বারা শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাবান্বিত। ইহাদিগের মধ্যে নেপাল হিমালয়ে অবস্থিত গৌরীশঙ্কর (২৩৪৪০ ফিট) এবং কুর্ম্মাঞ্চলে অবস্থিত বদ্রিনাথ (২৩১৯০ ফিট), গঙ্গোত্রী (২১৭০০ ফিট), কেদারনাথ (২২৭৭০ ফিট) খরচাকুণ্ড (২১৬৯৫ ফিট), নন্দাকুট (২২৫১০ ফিট), নীলকণ্ঠ (২১৬৪০ ফিট), পাঁচশূলি (২২৬৯৫ ফিট), শ্রীকণ্ঠ (২০১২০ ফিট)

and Hunza the 'Karakoram' and in Gilgit Chitral and Afganistan the Hindukush. (Ibid)

পূর্ব্বত্রিশূল (২২৩২০ ফিট), পশ্চিম ত্রিশূল (২৩৩৬০ ফিট) ও ও যমুনোত্রী, বান্দর পুছ (২০৭২০ ফিট), বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় সার্ভে আফিসের জরিপ হইতে দেখা যায়—এক হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যেই ২৪০০০ হইতে ২৩০০০ ফিট উঁচু ৩৪টি, ২৩০০০ হইতে ২২০০০ ফিট মধ্যে ৭৩টি, ২২০০০ হইতে ২১০০০ ফিট মধ্যে ৬৮টি এবং ২১০০০ হইতে ২০০০০ ফিট উচ্চ ৬৩টি শৃঙ্গ রহিয়াছে।

কারাকোরাম পর্ব্বতে অবস্থিত দাপসিং শৃঙ্গ (২৮২৫০ ফিট) (K_2) ব্যতীত সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি সমুদয়ই বৃহৎ হিমালয়ের উপর অবস্থিত। এই শৃঙ্গগুলির সমাবেশে বিশেষত্ব রহিয়াছে এবং তাহা হইতে ইহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(১) একটি প্রধান, যেমন চমোলুমা (এভারেষ্ট ২৯১৪১ ফিট)। অপর কতগুলি শৃঙ্গ এই শৃঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ইহা হইতে সসম্মানে দূরে অবস্থিতি করিতেছে, যেন ইহার পারিষদবর্গ। ইহা একটি বিশাল মঠের ন্যায় মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার ১০ মাইলের মধ্যে আর কোন শৃঙ্গ নাই কিন্তু ১২, ১৩, ১৪ মাইল দূরে দূরে ২৭৮০০ ফিট হইতে ২৪০১২ ফিট উঁচু ৮টি শৃঙ্গ ইহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

(২) দুইটি প্রায় সমান উচ্চশৃঙ্গ দুইটি যমজভ্রাতার ন্যায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ শৃঙ্গের সমাবেশ, যথা কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গদ্বয় (২৮১৪৬ ও ২৭৮০৩ ফিট) ইহারা পরস্পর হইতে মাত্র ১৬০০ গজ দূরে অবস্থিত। ইহাদিগের অনতিদূরে ২৫৭৮২ ফিট হইতে ২৪০০০ ফিট আরো পাচটি শৃঙ্গ রহিয়াছে।

(৩) একটি শৃঙ্গ অপর একটির সহযোগী বন্ধুরূপে অবস্থিত

যেমন মাকালু (২৭৭৯০ ফিট), ইহা এভারেষ্ট হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে মাত্র ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। প্রধান শৃঙ্গের অনুচর-রূপে, যেমন কাব্রু (২৪০০২ ফিট), ইহা কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে।

হিমালয় পর্ব্বতে এইরূপ ১০টি শৃঙ্গপুঞ্জ রহিয়াছে যথা :—

১। সর্ব্ব পূর্ব্ব আসাম হিমালয়ে কুললহা কাংরিপুঞ্জ—ইহাতে ৩টি শৃঙ্গ ২৪৭৪০ হইতে ২৪৪৯৬ ফিট মধ্যে—

২। ১নং হইতে ১৪০ মাইল পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘাপুঞ্জ।

৩। ২নং হইতে ৬৩ মাইল পশ্চিমে এভারেষ্টপুঞ্জ॥

৪। ৩নং হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে গোঁসাইস্থান। দুইটি বড় শৃঙ্গ ২৬২৯১ ফিট ও ২৫১৩৪ ফিট।

৫। ৪নং হইতে ৩৯ মাইল পশ্চিমে একটী বড় শৃঙ্গ ২৪২৯৯ ফিট

৬। ৫নং হইতে ৩৪ মাইল পশ্চিমে তিনটি বড় শৃঙ্গ, ২৬৬৮৫ হইতে ২৫৭০৫ ফিট।

৭। ৬নং হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে চারিটি বড় শৃঙ্গ ২৬৪৯২ হইতে ২৪৬৬৮ ফিট।

৮। ৭নং হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে ধবলগিরিপুঞ্জ। ছয়টী বড় শৃঙ্গ ২৬৭৯৫ ফিট হইতে ২৪১৫০ ফিট।

ইহাদের মধ্যে ১নং আসাম হিমালয়ে, অপর সব কয়টিই নেপাল হিমালয়ে অবস্থিত।

৯। ৮নং হইতে ২৫০ মাইল পশ্চিমে নন্দাদেবীপুঞ্জ। ইহাতে ৩টি প্রধান শৃঙ্গ ২৫৬৪৫ ফিট হইতে ২৪৩৯১ ফিট মধ্যে। নন্দাদেবী প্রধানতঃ ২টী শৃঙ্গ যুক্ত, একটি অপরটি হইতে মাত্র ১০০ গজ ব্যবধান, তৃতীয় শৃঙ্গ ইহাদিগের মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ; একটী উচ্চ প্রাচীর (ridge) পরস্পরকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। নন্দাদেবীর

পূর্ব্বদিকে আপি, তেলকুট, পাঁচশূলি, নন্দাকুট, এবং পশ্চিমদিকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ত্রিশূল শৃঙ্গদ্বয়, নীলকণ্ঠ, বদ্রিনাথ শৃঙ্গদ্বয়, খরচাকুণ্ড, কেদার-নাথ, শ্রীকণ্ঠ, যমুনোত্তরী। ইহারা সকলেই বৃহৎ হিমালয়ের কূর্ম্মাচল প্রদেশে অবস্থিত।

১০। নন্দাদেবী হইতে ৪৫৮ মাইল পশ্চিমে পঞ্জাব হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীরে অবস্থিত নাঙ্গাপর্ব্বতপুঞ্জ। দুইটী বড় শৃঙ্গ ২৬৬২০ ও ২৫৬৭২ ফিট।

শৈব ধর্ম্মের উপর নন্দাদেবীর প্রভাবের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ৮০° দ্রাঘিমা ও ৩৩°৫০ অক্ষ রেখার উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বদিকে ৮১° ও ৮২° দ্রাঘিমা এবং ৩০° ও ৩১° অক্ষরেখার মধ্যে তিব্বতের অন্তর্গত কৈলাস পর্ব্বতমালার অব্যবহিত দক্ষিণে রাক্ষস (রাবণ হ্রদ) ও মানস সরোবর। মানস সরোবরের উত্তরে ৩১° অক্ষরেখা ও ৮১°৪° দ্রাঘিমাতে কৈলাস শৃঙ্গ।

কৈলাস ও লাডক পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী, প্রধানতঃ সিন্ধু প্রদেশ শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উদ্ভবস্থান। গঙ্গা, কালী (সারদা) কর্ণালী (গাগড়া) প্রভৃতি নদীর উদ্ভব স্থানও এই প্রদেশ হইতে অনতিদূরে।

হিমালয় প্রদেশ হইতে যে সকল নদী বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে হিন্দুস্থানকে প্লাবিত করতঃ সাগরাভিমুখী হইয়াছে, পশ্চিম হইতে তাহারা যথাক্রমে—সিন্ধু, ঝিলাম (বিতস্তা), চেনাব (ইরাবতী,) রাভি (চন্দ্রভাগা), বিয়াস (বিপাসা), সটলজ (শতদ্রু), যমুনা, গঙ্গা, কালী (সারদা), কর্ণালী (গাগড়া), গণ্ডক, অরুণ কোষী, তিষ্ঠা, মনস ও ব্রহ্মপুত্র।

ইহাদিগের মধ্যে সিন্ধু, গঙ্গা, সরদা, সরযু, গণ্ডক, অরুণ কোষী, মনস ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থান হিমালয়ের বরফমণ্ডিত শৃঙ্গমালার

উত্তরে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন আর সকল নদীই হিমালয়কে কর্ত্তন করতঃ দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র তিব্বতদেশে হিমালয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে হিমালয়ের পাদদেশ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পঞ্জাব ও আসামের সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীনকালে সমগ্র হিমাচল প্রদেশ ব্যাপিয়া এক সময়ে যে শৈব ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার সমর্থনে এখানে মহাভারত হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

ভীষ্ম, সৌপ্তিক, দ্রোণ, বন ও অনুশাসন পর্ব্বে এ সম্বন্ধে নানারূপ আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। কথাপ্রসঙ্গে ইহাদিগের কোন কোন আখ্যায়িকা হইতে এই অঞ্চলে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ ও সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা আছে। জাম্বুবতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রদিগের ন্যায় বাসুদেবের নিকট নিজেরও তেমন একটী পুত্র প্রার্থনা করিলে তিনি মহাদেবের আরাধনার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে উপমন্যু মুনির আশ্রমে উপনীত হন। সেই আশ্রম জাহ্নবীতীরে অবস্থিত। মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত তথায় নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন।

বাসুদেব তথায় উপমন্যুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি একমাস ফলাহার, চারি মাস মাত্র জলপান ও উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন থাকিলেন। ষষ্ঠ মাসে দেখিতে পাইলেন, আকাশমণ্ডলে একাধারে সহস্র

সূর্য্যের প্রভা বিস্তার করিয়া নীল পর্ব্বতের ন্যায় এক মেঘখণ্ড ভাসিয়া আসিতেছে, মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাসুদেব! তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহ নাই"। তখন বাসুদেব সেই পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে স্তুতি করিয়া বলিলেন "তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে,ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মহাদেব ও মহেশ্বরী উভয়ই তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এই পর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;-আমি পূর্ব্ব অবতারে মণিমন্থ পর্ব্বতে বহু সহস্র বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। তাহাতে প্রীত হইয়া তিনি আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে চাহিলেন। আমি প্রার্থনা করিলাম—এই বর আমাকে দান করুন যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।"

এই পর্ব্বের ১৯শ অধ্যায়ে অষ্টাবক্র দিগধিষ্ঠাত্রী আখ্যানে এই অঞ্চলের তাৎকালীন ভৌগলিক চিত্রের এক বর্ণনা পাওয়া যায়। অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইলে, মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন "বৎস! তুমি একবার উত্তরদিকে গমনপূর্ব্বক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর তোমাকে কন্যা প্রদান করিব"।

মহর্ষি পথের এরূপ নির্দ্দেশ করিলেন ;—

"অলকাপুরী ও হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্

মহেশ্বরের বাসস্থানে উপনীত হইবে। কৈলাস পর্ব্বতের ঐস্থান বড় রমণীয়। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য তথায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে কাল, ঋতু, দেবাদি সকলেই সেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে এক পরম রমণীয় নীলবন অবলোকন করিবে। তথায় এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত দেখা হইবে। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

মহর্ষি বদান্যের আশ্রমস্থান যে কোথায় ছিল তাহা বলা হয় নাই। অষ্টাবক্র তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে প্রথম উপনীত হয়েন। একদিন তথায় বিশ্রামান্তে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া এক হ্রদের নিকট উপস্থিত হন। ইহার অনতিদূরে হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার উত্তরে কৈলাস পর্ব্বতোপরি ধনপতি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী। মন্দাকিনী নদী[১] ও নলিনীদল-সমাচ্ছন্ন এক সরোবর এই পুরীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। তিনি কুবেরের আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ পরি-শোভিত হইয়া দেবমানের এক বৎসরকাল তথায় অতিবাহিত করেন। উর্ব্বশী, রম্ভা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি অপ্সরাগণও নৃত্যগীত দ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য তৎপর ছিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি কৈলাস, মন্দার ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রমনান্তে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থানে উপনীত হন।

বনপর্ব্বের (৩৮-৪০অ০) কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্রলাভের এক

(১) ইহা বর্ত্তমানকালে যাহা মন্দাকিনী নামে পরিচিতা তাহা হইতে স্বতন্ত্র নদী।

আখ্যায়িকা আছে। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য কিরাত অঞ্চলে আগমন করতঃ কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। কিরাতরূপধারী মহাদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কথাব্যপদেশে তাঁহাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাভূত হন। স্বয়ং মহাদেব কিরাতরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া অর্জ্জুন তাঁহার স্তুতি করেন, ইহাতে শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

এই অস্ত্রলাভ সম্বন্ধে দ্রোণ পর্ব্বে (৮০-৮১ অধ্যায়ে) আর একটি আখ্যায়িকা আছে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হিমাচলে শঙ্করের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করতঃ তাঁহাকে অক্ষর, অজাত ও জগতের কারণরূপে স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করেন ও তাঁহার নিকট পাশুপতাস্ত্র ভিক্ষা করেন। অস্ত্র এক সরোবরে লুক্কায়িত ছিল। মহাদেবের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা তথায় গমন করেন এবং সেখানে দুইটি বিষাক্ত সর্প দেখিতে পান। দেখিতে দেখিতে ইঁহারা ধনুক ও তাহার ছিলাতে পরিণত হয়। ইহা পাশুপতাস্ত্র। অর্জ্জুন তাহা গ্রহণ করেন। এই স্থান প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণামান্তে তিনি পুনর্ব্বার ধরণীতলে অবতরণ করতঃ উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন। অবশেষে মৃগ-পক্ষী-সমাকীর্ণ পুষ্পফলে পরিশোভিত এক রমণীয় কাননভূমিতে উপনীত হন, এবং তথায় এক দিব্য আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। বিবিধ রত্নভূষিত নানা প্রকার পর্ব্বত, মণিখচিত উদ্যান ও মনোহর সরোবর সকল এই আশ্রমের অলৌকিক শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। ইহার নিকট কুবেরের পুরীও নিষ্প্রভ। ইহার পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চনময় পর্ব্বত ও সুবর্ণ বিমানসকল বিরাজিত ছিল, মন্দারকুসুম-সমলঙ্কৃতা মন্দাকিনী কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার মধ্যে বিচিত্র মণিতোরণ-সমলঙ্কৃত, মুক্তাজাল-খচিত গৃহসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে তিনি দেখিতে

পাইলেন। এই পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক বৃদ্ধা রমণী। মহর্ষি বদান্য তাঁহারই দর্শন লাভের জন্য অষ্টাবক্র ঋষিকে উত্তর দিকে পাঠাইয়াছিলেন। এই দেবী স্ত্রীবেশধারিণী উত্তর দিক (২১ অ.)।

শান্তিপর্ব্বে যোগবলের মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে ব্যাস ও তৎপুত্র শুকদেব সম্বন্ধে কয়েকটী অখ্যায়িকা হইতে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব ও তথায় শিবের মাহাত্ম্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। এই পর্ব্বের ৩২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—ভগবান ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন পার্ব্বতীর সহিত কর্ণিকার বনপূর্ণ সুমেরু শৃঙ্গে বাস করিতেছিলেন সে সময় যোগধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস তথায় আগমন করতঃ ভবানীপতির প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের গুণসম্পন্ন পুত্রলাভের কামনায় ইন্দ্রিয়সমুদয় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তপস্যায় মগ্ন হন। এইভাবে একশত বৎসর অতিবাহিত হইলে ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "দ্বৈপায়ন! তুমি অচিরাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধপুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইবে। তাঁহার যশঃপ্রভাবে ত্রিলোক পূর্ণ হইবে। বর প্রভাবে যথাসময়ে শুকদেবের জন্ম হয়। স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে বেদবিধানানুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করেন। যথাবিধি পিতার নিকট ব্রহ্ম-চর্য্যাদি শিক্ষালাভের পর তাঁহার আদেশানুক্রমে শুকদেব মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষা লাভের জন্য মহারাজ জনকের নিকট গমন করেন। এরূপ বর্ণনা আছে যে তিনি ক্রমে পর্ব্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ বনভূমি ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষ বর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং চীন ও হূনদিগের নিবাসভূমি-সকল অতিক্রম করতঃ আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করেন। তদনন্তর পথে বিবিধ

সমৃদ্ধিশালী নগরাদি দর্শন করিতে করিতে অবশেষে মিথিলায় উপনীত হন। রাজর্ষি জনকের নিকট আত্মসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে উপদেশ লাভান্তে ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পুনর্বার হিমালয় পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি যে স্থানে উপস্থিত হন তাহা সিদ্ধ কিন্নর ও চারণদিগের আবাস ভূমি। তথায় বাসুদেব পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। এইস্থানের উত্তরে আদিত্য পর্ব্বত। এখানে বৃষভধ্বজ আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুকাল তপস্যামগ্ন ছিলেন। ইহা প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিবেষ্টিত। সে সময় বেদব্যাস ইহার পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শিষ্য সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈলকে বেদ অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। শুকদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত পিতার নিকট বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। শিষ্যগণের বেদাধ্যয়ন সমাপন হইলে তাঁহারা গুরুর অনুমতি লইয়া তাহা প্রচার মানসে হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন। এই সময় মহর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত শুকদেবের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হয়। শান্তিপর্ব্বের ৩২৯ হইতে ৩৩২ অধ্যায়ে এসম্বন্ধে অতিশয় মনোগ্রাহী বিষয়সকলের উপদেশ রহিয়াছে। ইহা হইতে শুকদেবের অন্তরে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এবং তিনি সংসার ত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া যোগবলে এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ব্যাসদেব সে সময় মন্দাকিনীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। পুত্র যোগানুষ্ঠানে প্রস্থানোদ্যত জানিয়া ব্যাসদেব তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন না। কেবল এই বলিলেন "বৎস! তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা মিটাই।" শুকদেব পিতার এইরূপ

স্নেহবাক্যে বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সিদ্ধগণ-নিসেবিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাদ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীরে একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি উত্তর দিকে হিমাচল ও মেরুপর্ব্বতের পরস্পর সংশ্লিষ্ট সুবর্ণ ও রজতময় শত যোজন বিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। শৃঙ্গদ্বয় তাঁহার গতিরোধ না করিয়া যেন সহসা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। অনন্তর তিনি আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে পুষ্পিত বৃক্ষ ও উপবন-পরিশোভিত মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। অপ্সরাগণ তথায় সেকালে বিবস্ত্র হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, শুকদেবকে দর্শন করিয়া তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। এদিকে বেদব্যাস, পুত্র চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন এবং পৃথিবী ত্যাগ করিতে উদ্যত, ইহা জানিতে পারিয়া শোকাভিভূত চিত্তে "হা বৎস!" বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করতঃ ত্রিলোক অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ পিনাকপাণি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্যাসের নিকট উপনীত হইয়া বরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন তাঁহার প্রার্থনানুরূপ পুত্র তিনি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পুত্র বিলক্ষণ দেবদুর্ল্লভ পরমগতি লাভ করিয়াছেন।

এই সকল আখ্যায়িকা হইতে হিমালয় পর্ব্বতমালার উত্তরে কতদূর পর্য্যন্ত শৈবধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। অষ্টাবক্রের আখ্যান হইতে বুঝা যায় এই অঞ্চলের সর্ব্বোত্তর পর্ব্বতমালার উত্তরদিকস্থ সমতলভূমি পর্য্যন্ত শিবোপাসনা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অন্ততঃ পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে মহা-

ভারত রচনাকালে আর্য্যগণ হিমালয়ের উত্তরে বিস্তৃত এশিয়ার সমগ্র ভূমিখণ্ডের সহিত পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় জরিপ বিভাগ এই অঞ্চলস্থ পর্ব্বত সকলের যে মানচিত্র করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় কারাকোরাম শ্রেণী যে স্থানে হিন্দুকোষ নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহার উত্তরে পামির উপত্যকার পূর্ব্ব দিক হইতে কাসগড় পর্ব্বতমালা ও উত্তর দিক হইতে আলটাই ও টিয়ানসাং পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। কারাকোরাম ও কাসগড় পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্যাপিয়া তিব্বতের মালভূমি (Plateau)।

কাসগড় টিয়ানসাং পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড তারিম ও তাহার শাখানদী সকলের অববাহিকা ভূমি (basin)। অষ্টাবক্র উপাখ্যানে উত্তর দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিভবের যে বর্ণনা আছে, তাহা এতগুলি নদী পরিসেবিত এই বিস্তীর্ণ অববাহিকা ভূমি হওয়া বিচিত্র নহে। তাহা যদি হয়, তবে অষ্টাবক্রের কৈলাস, মন্দর, সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কিরাত-রূপী মহাদেবের স্থানে আগমন ও তথা হইতে ধরণীতলে অবতরণ করণের যে উল্লেখ আছে, এই অবতরণ ভূমি তারিম অববাহিকা অঞ্চল হয়—এবং কারাকোরাম ও কাসগর পর্ব্বতমালার অন্তর্গত তিব্বতের সমতলক্ষেত্র কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান হয়। আর যদি টিয়ানসান পর্ব্বতমালাকে অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তর মহাসাগরের দিকে গমন বুঝায়, তবে তারিম নদীর অববাহিকা অঞ্চল কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান বুঝা যায়। সে যাহাই হউক হিমালয়ের উত্তরে প্রায় সমগ্র এশিয়াখণ্ড ব্যাপিয়া এক সময় যে শিবোপাসনার প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত (২৮৪ অং) আর একটি আখ্যায়িকা হইতে হিমালয়ের দক্ষিণে শিবালিক পর্বত পর্য্যন্ত শিবের অপ্রতিহত প্রাধান্যের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্র এই পর্বতোপরি অবস্থিত। এখানে প্রাচেতস দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে এক মহাদেব ভিন্ন অপর সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। মহাত্মা দধীচি ইহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলেন "যে যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্র পূজিত না হয়েন তাহাকে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলা যায় না।" দক্ষ দধীচিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহর্ষে! ইহলোকে জটাজুটধারী শূলহস্তে একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাদেব কে তাহা আমি অবগত নহি।[১] দধীচি ইহা শুনিয়া বলিলেন "মহাদেবের তুল্য প্রবীণ দেবতা আর কেহই নাই। তাঁহাকে যখন নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তখন যজ্ঞ নিশ্চয়ই পণ্ড হইবে।" ইহাতে দক্ষ বলিলেন "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবিঃ সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছে, আমি এই যজ্ঞভাগ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুকে পরিতৃপ্ত করিব।"

---

১ মহাভারতের এই দক্ষযজ্ঞের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্রগুলিতে মহাদেবের পত্নী দক্ষকন্যা সতীর যজ্ঞস্থলে আগমন ও স্বামীনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞভূমিতে দেহত্যাগ, পত্নীর মৃতদেহকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক মহাদেবের উন্মাদভাবে বিচরণ এবং অবশেষে নারায়ণ কর্ত্তৃক এই দেহকে ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করতঃ নানা স্থানে এই অংশগুলি পতিত হইবার আখ্যায়িকার সৃষ্টি। এই অংশগুলি যেসকল স্থানে পতিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিই এক একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়া শক্তি উপাসনার এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

দধীচির উক্তিই সফল হইল। স্বামীকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই ইহাতে উমা বড়ই ক্ষুন্ন হইলেন। তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য মহেশ্বর তাঁহার মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ইহার নাম বীরভদ্র। তাঁহাকে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিবার আদেশ করিলেন। দেবী পার্বতীর ক্রোধ হইতে এক বীর নারী উৎপন্ন হইল। ইহার নাম ভদ্রকালী[১]। তাঁহারা উভয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞের আয়োজন সব বিনষ্ট করিল। যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়নপর হইয়াছি। বীরভদ্র অচিরে তাহারও শিরশ্ছেদন করিল। যজ্ঞস্থল অগ্নিদগ্ধ করিয়া দক্ষকে বলিল, "আমরা উভয়ে রুদ্রের আদেশানুসারে এখানে আসিয়াছি। তুমি এইক্ষণ সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও।" দক্ষ তখন মহাদেবের তুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে স্তব করিলেন— আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর, বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব সহসা সেই বিধ্বস্ত যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং দক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আমি তোমার কি উপকার করিব?" দক্ষ বহু কষ্টে বহুকাল ব্যাপিয়া বহু

হরিদ্বার হইতে অদূরবর্ত্তী কনখলে অদ্যাপি সতীর দেহত্যাগের স্থান সতীঘাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্যের বিষয় মূল আখ্যায়িকাতে মহাদেবপত্নী যে দক্ষের কন্যা ছিলেন তাহার কোন আভাস নাই। পরন্তু যে ভাবে দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য তিনি স্বামীর সাহচর্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দক্ষের কন্যা ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু শ্বশুর জামাতা সম্বন্ধ ত দূরের কথা দক্ষের সঙ্গে মহাদেবের যে ইহার পূর্বে কোনরূপ পরিচয় ছিল তাহাও মনে হয় না।

২ মার্কণ্ডের পুরাণ মতে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর বধের জন্য দেবীর দেহ কোষ হইতে ভদ্রকালীর উদ্ভব হইয়াছিল।

যত্নে যে সকল যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছেন তাহা যেন নিষ্ফল না হয়, এই বর প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার অভিলাষিত বর প্রদান করিলেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দক্ষের রুদ্র স্তুতির বর্ণনা আছে। রুদ্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতেছি তুমি প্রসন্ন বদনে একমনে তাহা গ্রহণ কর। আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে পাশুপত ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি, উহার প্রভাবে অচিরে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে—তুমি আমার বরপ্রভাবে সেই পাশুপত ধর্ম্মের সমগ্র ফল লাভ কর।" এই যজ্ঞপণ্ড ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া নারায়ণ কর্ত্তৃক বিবৃত আর একটি আখ্যায়িকা আছে। (শান্তিপর্ব্ব ৩৪৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নারায়ণ বলিতেছেন—

আমি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নরনারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া পর্ব্বতে তপস্যামগ্ন ছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা না করায় রুদ্রদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে ঐ যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের নিকট আগমন করতঃ মহাবেগে নারায়ণের বক্ষস্থল বিদ্ধ করে। কিন্তু সেই শূল নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করে। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নরনারায়ণের প্রতি ধাবিত হন। নারায়ণ হস্ত দ্বারা রুদ্রের কণ্ঠদেশ আঁকড়াইয়া ধরেন। তখন নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার জন্য এক মন্ত্রপূত ঈষিকা তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু রুদ্র ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। রুদ্র ও নরনারায়ণ মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, ইহাতে

এক প্রলয় ব্যাপারের সূচনা হয়। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাদেব মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রকে স্তব করতঃ বিরত হইতে প্রার্থনা করেন এবং বলেন যিনি অক্ষয়, অব্যক্ত, কুটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দ্দন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা, এই নর নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি। আমি কোন কারণবশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, আর আপনিও তাঁহার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব এইক্ষণ আপনি আমার অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক।

ব্রহ্মার বাক্যে রুদ্রের ক্রোধ অপনীত হইল। তিনি নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন নারায়ণ রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে রুদ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে জানে সে আমাকেও জানে, আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার বক্ষস্থলে তোমার শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে অদ্যাপি উহা শ্রীবৎস নামে কথিত হইবে এবং তোমার কণ্ঠদেশ আক্রমণ বশতঃ উহাতে আমার যে করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, সে জন্য আজ হইতে তোমার নাম শ্রীকণ্ঠ হইবে[১]। দক্ষযজ্ঞকে অবলম্বন করিয়া রচিত এই আখ্যায়িকা দুইটির মধ্যে এক গভীর সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি সমগ্র হিমাচল প্রদেশ ব্যাপিয়া, এমন কি ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত আসমুদ্র সমগ্র এসিয়া খণ্ড মধ্যে শৈবধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, কালসহকারে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হয়। সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত লোকদিগের প্রতীক্ দক্ষ প্রজাপতি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন কিন্তু তখনও শৈবধর্ম্মের প্রভাব অপ্রতিহত।

১ শ্রীবৎস ও নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে মহাভারতেই অন্য আখ্যায়িকাও আছে।

বদরিকাশ্রমে নর নারায়ণ ও রুদ্রের মধ্যে যে ভীষণ সংগ্রাম তাহা এই বিরোধের ইতিহাস। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে পরিশেষে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকারান্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই সময় হইতে হিমালয়ের কূর্ম্মাচল প্রদেশের অন্তর্গত বদ্রিনারায়ণ পর্বত শৃঙ্গদ্বয় এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে ক্রমশঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির পর হিন্দুধর্ম্মের যখন পুনরভ্যুত্থান হয় তখন শঙ্করাচার্য এই অঞ্চলে যোশীমঠ স্থাপন-পূর্ব্বক ইহাকে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র করেন। এখানে তিনি ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। ইহার পর রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণও এই স্থান হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা আপন আপন বৈষ্ণব মত স্থাপন করেন। রুদ্র দক্ষকে পাশুপত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহার মূলতত্ত্ব কি এবং বর্ত্তমানে শৈবধর্ম্মে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে বর্ত্তমান কালে হিন্দুধর্ম্মের যে সকল বিভিন্ন শাখা আছে তন্মধ্যে রুদ্রশিব উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ফলতঃ এই উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াই বৈদিক ধর্ম্ম পৌরাণিক যুগে প্রথম হিন্দু ধর্ম্মের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু রুদ্র শিবোপাসনা যে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষা যে ইহা অধিকতর প্রাচীন, চারিশত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব অব্দে রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্র নিদ্দেশ হইতে তাহা জানা যায়।[1] এই গ্রন্থে তৎকালে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে রুদ্রশিব উপাসক জটিলা নামক এক সম্প্রদায় ও বাসুদেব বলদেব উপাসক-সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু জঠাধারী জটিলা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখের মধ্যে যে সম্ভ্রম লক্ষিত হয়, বাসুদেব বলদেবের উপাসক দিগের বেলায় তাহার অভাব রহিয়াছে। ইহাদিগকে হাতি, ঘোড়া, গরু, কুকুর প্রভৃতি উপাসকদিগের সঙ্গে প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় সে সময় বাসুদেব বলদেব উপাসনা সমাজে কুসংস্কারাপন্ন নিম্নস্তর লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু দেখা যায় পতঞ্জলির সময় (অনুমান এক শত পঞ্চাশ পূর্ব্ব খৃঃ অঃ) বাসুদেব সঙ্কর্ষণ উপাসনা[2] সমাজের উন্নতস্তর শিক্ষিত

---

১ বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম সুত্ত পিটক। ইহা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত; ইহারা 'দীর্ঘনিকায়' মধ্যমনিকায় সংযুক্তনিকায়, অঙ্গোত্তরনিকায় ও ক্ষুদ্রকনিকায়। 'নিদ্দেশ' ক্ষুদ্রনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২ এই সম্বন্ধে "হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

সমাজের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছে। পতঞ্জলি শিবভাগবত (ভগবত শিবের উপাসক) এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি (শিব) হস্তে লৌহনির্ম্মিত শূল ধারণ করেন (প, ৫-২-৭৬)।

ইহার পর কয়েক শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অভ্যুদয়ের অবস্থা। ইতঃপূর্বে সম্রাট অশোকের চেষ্টায় এশিয়া মহাদেশের নানাস্থানে এই ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অশোক স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজের অবশিষ্ট জীবন সঙ্ঘের সেবায় উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্ঘ তাহা অপেক্ষাও বৃহত্তর ত্যাগের দাবী করিয়া বসিল। সঙ্ঘ রাজপুত্র মহেন্দ্রকে দাবী করিল। পিতা কর্ত্তৃক যিনি রাজমুকুট মস্তকে ধারণের জন্য চিহ্নিত হইয়াছিলেন, সঙ্ঘের আহ্বানে তিনি আজ মুণ্ডিতমস্তকে ভিখারীর দণ্ড হাতে ধারণ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। ধর্ম্মের জন্য এই আত্মত্যাগ মানবজাতির ইতিহাসে চিরকাল অতুলনীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপ ঘটনা যে লোকের চিত্তে প্রবল উন্মাদনার সঞ্চার করিবে তাহা স্বাভাবিক। অচিরকালের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে নালন্দাতে প্রাচীন জগতের বৃহত্তম শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিতে লাগিল ; তথায় নাগার্জুন প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকগণ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে চারিশত অব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমতের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, বৈদিক ধর্ম্মের সম্প্রদায়গুলি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু বিনষ্টভাব প্রাপ্ত হয় নাই। গুপ্তবংশের রাজত্ব কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনর্বার অভ্যুদয় হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমার গুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সময়ের মুদ্রায় নিজদের পরম ভাগবত বলিয়াছেন—তাঁহারা ভগবত বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে

৪৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত অনেক মন্দির ও শিলালিপির নিদর্শন নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে শৈবধর্ম্মেরও অভ্যুদয়ের প্রমাণসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুশানবংশীয় রাজারা উত্তরপশ্চিম ভারতে বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা কদ্‌ফিস্ প্রচারিত মুদ্রায় নিজকে মহেশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই মুদ্রার বিপরীত দিকে ত্রিশূল হস্ত শিব ও নন্দীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

কালিদাস রঘুবংশের প্রশস্তিতে পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। বাণ, ভবভূতি, সুবন্ধু, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের আরম্ভে শিবের বন্দনা করিয়াছেন। সুবন্ধু, বাণ ও ভট্টনারায়ণ শিবের সঙ্গে হরিরও বন্দনা করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহারা হরি ও মহেশ্বর উভয়ের প্রতিই ভক্তিপরায়ণ ছিলেন বুঝা যায়। অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতি তৎকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল বুঝা যায়। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনারোহণ করেন। কালিদাস তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় শৈবধর্ম্মও সেকালে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলেন যোগ ও আচার দ্বারা মহেশ্বরের অনুগ্রহ লাভান্তর কণাদমুনি তাঁহার সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্মাবলম্বী হরিভদ্র 'সদ্দর্শন সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে গোতম ও কণাদ সম্প্রদায়কে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিনের রাজত্বকাল ৬১০ হইতে

৬৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। সে সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাগবর্দ্ধন নাসিক জিলায় ইগতপুরীর নিকট এক গ্রাম কাপালেশ্বর দেবতা প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদান করেন। এতদ্‌সম্বন্ধে যে তাম্রফলক খচিত হয় তাহাতে মন্দিরের দেবতাকে মস্তক কঙ্কাল মালাধারী এবং ইহার উপাসকদিগকে মহাব্রতধারী বলা হইয়াছে।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইয়াং শিয়াং (Hieun-Tsiang) ৩৮ খৃঃ অব্দে প্রথম এদেশে আগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসরকাল নালন্দায় অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র সকলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন ও ভারতবর্ষের সর্বত্র পর্য্যটন করেন। এক বারাণসীধামেই তিনি মহেশ্বরের উপাসক দশ সহস্র ভস্মাচ্ছাদিতদেহ জটাধারী দিগম্বর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিতে পান।

প্রাচীন বৈদিকধর্ম্মে মন্দিরের কোন স্থান বা ব্যবস্থা ছিল না। আরাধ্য দেবতার মুর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও তীর্থ দর্শন হিন্দুধর্ম্মের এক বিশেষত্ব। এই মন্দির গুলিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণগুলির[১] সৃষ্টি হইয়াছে।

---

(১) মহাভারত ও রামায়ণ দুই মহাকাব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মহাভারতের আখ্যানগুলিকে অবলম্বন করিয়া পুরাণশাস্ত্রগুলির রচনা এবং রামায়ণের গল্পগুলি পরবর্ত্তীকালের কাব্যগ্রন্থগুলি রচনার মূল।

"As the popular epic poetry of the Mahabharat was the chief source of the Purans, so the Ramayan the earliest artificial epic, was succeeded, though after a long interval of time by a number of Kabyas ranging from the fifth to the twelvth century.—A History of Sanskrit Literature : Mac Donell.

কাব্যগ্রন্থগুলির রচনা সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইলেও পুরাণগুলির সম্বন্ধে এই উক্তি সর্বদা খাটে না। আমরা দেখিতে পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে (ব্রহ্ম-ভূমাতত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ) নারদ

মহাভারতের ১৮শ পর্ব্বের শেষ অধ্যায়ে ১৮ খানা পুরাণের নামোল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে যে ১৮ খানা প্রাচীন পুরাণ আছে তাহারা—বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, অগ্নি, মৎস্য, কুর্ম্ম, মার্কণ্ডেয়, পদ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বা ব্রহ্মকৈবর্ত্ত, ভাগবত, নারদীয়, বামন, বরাহ, স্কন্ধ, শিব, লিঙ্গ, ও ভবিষ্য পুরাণ। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন পুরাণ, যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, বামন-পুরাণ, বরাহ পুরাণ যে মহাভারতের পরবর্ত্তী কালের রচনা তাহাতে

পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থ-গুলিতে আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা নারাংশসিগুলির বর্ণনা রহিয়াছে। গাথা নারাশংসিগুলিতে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লোকদিগের দানস্তুতির প্রশংসা-সূচক আখ্যানগুলি কীর্ত্তিত হইত। জগৎসৃষ্টিবিষয়ক দার্শনিকতত্ত্ব, দেবতাদিগের ও তাহাদিগের সন্তান অভিমানবদিগের চরিতাখ্যান পুরাণের বিষয় ছিল; বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন জন্য বিশেষ শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক এই সকল গীত হইত। গৃহ্যসূত্রগুলি হইতে জানা যায় বেদ-বেদাঙ্গের পরেই ইতিহাস, পুরাণের স্থান ছিল, ইহাদিগের আবৃত্তি ধর্ম্মকর্ম্মের এক অঙ্গ ছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিরও পূর্বে বৈদিক মন্ত্র রচনার যুগেই ইতিহাস পুরাণের সূচনা দেখা যায়। তবে ইহাও ঠিক, বর্ত্তমানকালের পুরাণশাস্ত্রগুলি তাহার পরবর্ত্তীকালে রচনা। কোন কোন পুরাণের রচনার কাল মহাভারতের অনেক পরে। সৃষ্টি (Cosmogony) বিষয়ক যত কিছু বর্ণনা তাহা পুরাণের এক বিষয়। মহাভারতের অষ্টাদশ অধ্যায়ে (স্বর্গারোহন পর্ব) এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ফলপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভারতকথা শ্রবণ করিলে অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হয়।" এই পর্বেরই অন্যত্র কোন কোন পর্বপাঠ সময়ে কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বলা হইয়াছে, হরিবংশপাঠ সমাপন হইলে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন ও তাহাদের প্রত্যেককে একটী গাভী ও একটী নিষ্ক এবং দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিষ্ক সহকারে এক একটী গাভী প্রদান করিতে হইবে।

সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন পুরাণ, যথা বিষ্ণুপুরাণের কোন কোন অংশ এবং ভবিষ্যপুরাণ ও বায়ুপুরাণ মহাভারত রচনার যে সমসাময়িক তাহা হওয়া বিচিত্র নহে।

আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। আপস্তম্ব ৪০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং এইগ্রন্থ মহাভারতের প্রাচীন অংশগুলি রচনার সমসাময়িক হয়। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও মহাভারতের বর্ণনার মধ্যে অনেক বিষয়ে অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। বায়ুপুরাণ ও হরিবংশের[১] মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। এই সকল হইতে অনুমান করা যায় যে সকল কাহিনী জনশ্রুতি মূলে প্রচলিত

---

(১) হরিবংশ মহাভারতের খিল। স্বর্গারোহন পর্ব্বে ইহার উল্লেখ থাকাতে এই পর্বও যে আধুনিক তাহা বুঝা যায়। তিন বিভিন্ন স্তরে রচিত হইয়া এই বিরাট গ্রন্থ ইহার বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম স্তরে রচিত গ্রন্থ ৮৮৮০ শ্লোক সমন্বিত ছিল, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ইহা সৌতমুখে কীর্ত্তিত হইত। তক্ষশীলা অবরোধ কালে জন্মেজয়কে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক ইহার দ্বিতীয় স্তর রচিত হয়। কুরুক্ষেত্র কাহিনী এই স্তরে যোজিত হইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া ২৪০০০ শ্লোকাত্মক হয়। তৃতীয় স্তরে হরিবংশ খিলসহ ইহা এক লক্ষ শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে। আশ্বলয়নের গৃহ্যসূত্রে ভারত ও মহাভারত নামের উল্লেখ দেখা যায়। ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে এই গৃহ্যসূত্র রচনার সময়। সুতরাং মহাভারতের কোন কোন অংশও যে ৫০০ খৃঃ পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাহারা কৌরবদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যবন, গ্রীক, শক (Scythian) এবং পার্থিয়ান (Perthian) দের উল্লেখ রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও হিন্দুদিগের মন্দিরের উল্লেখও দেখা যায়। সুতরাং তিনশত পূর্ব খৃঃ অব্দ হইতে এই দ্বিতীয় স্তরের রচনা আরম্ভ এরূপ অনুমান। ৩০০ কি ৪০০ খৃঃ অব্দের মধ্যেই যে এই গ্রন্থের তৃতীয় স্তরের শেষ হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ

ছিল, মহাভারত ও এই সকল পুরাণে কোন না কোন আকারে এই সকল উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। এখানে একটী লক্ষ্যের বিষয় মহাভারতের শেষ খণ্ড অষ্টাদশ পর্ব্ব ও ইহার খিল হরিবংশ রচনার সময় বিষ্ণু দেবতারই বিশেষ প্রাধান্য। প্রধান পুরাণগুলির অধিকাংশই এই দেবতারই মাহাত্ম্য ও স্তুতি মূলক। স্কন্ধ, শিব, লিঙ্গ, ও ভবিষ্যপুরাণ বিশেষ ভাবে শৈবপুরাণ।

পুরাণ মাত্রেরই অধিকৃত পাঁচটি বিষয় থাকে, ইহারা—সর্গ, উপসর্গ

নাই। ২৫০ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের আসন লাভ করিয়াছে। ঐ সময় ও তাহার পরবর্ত্তী ৬০০ খ্রীঃঅব্দে প্রদত্ত দানপত্রে ও প্রস্তর ফলকে প্রাপ্তির প্রমাণরূপে মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। ৬০০ খ্রীঃ অব্দে রচিত এক লিপি হইতে জানা যায় সুদূর কাম্বোজ দেশে ভারতীয় উপনিবেশে দেবমন্দিরে মহাভারত ও রামায়ণ এবং কোন কোন পুরাণ শাস্ত্র ধর্ম্ম গ্রন্থের স্থানে সমাসীন হইয়াছে, এবং দাতা যাহাতে চিরকাল দেবমন্দিরে এই সকল গ্রন্থ আবৃত্তি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা হইতে ম্যাক্‌ডনাল মন্তব্য করেন—

This evidence shows that the Mahabharat can not have been a mere heroic Poem. But that in the middle of the fifth century, it already possessed the same character as at present, that of Smriti or Dharmashastra.

প্রথমে যাহা ইতিহাস ও প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি বীরত্বের পরিচয়মূলক কাব্যগ্রন্থ ছিল, তাহার ধর্ম্মগ্রন্থের মর্য্যাদা প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘকালের প্রয়োজন। এই হিসাবেও মহাভারতের বর্ত্তমান আকার ধারণের সময় যে অন্ততঃ চারিশত খ্রীষ্টাব্দ তাহা ধরা যাইতে পারে। ইহাতে যে অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ আছে ইহারা কি কি পুরাণ তাহা জানা যায় না। বর্ত্তমানকালে যে সকল পুরাণ আছে তাহাদের কোন কোন পুরাণ যে বহু পরবর্ত্তীকালে রচিত তাহা ঠিক, তথাপি প্রাচীন পুরাণগুলির কোন কোন পুরাণ সকল যে সেকালে বর্ত্তমান ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

(স্থষ্টি ও লয়), দেবতাদিগের ও তাহাদিগের সন্তান মহামানবদিগের বংশ ধারা, ভিন্ন ভিন্ন মনুর আবির্ভাব ও রাজত্বকাল বর্ণনা ও প্রাচীন রাজবংশ সকলের ঐতিহাসিক বিবরণ।

বায়ুপুরাণ প্রধানতঃ বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন বিষয়ক। বসুদেবের পুত্র-কামনায় হিমালয়ে গমনকরতঃ মহাদেবের তপস্যার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুরাণের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে এরূপ উল্লেখ আছে যে মহেশ্বর ব্রহ্মদেবকে বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান মন্বন্তরের অষ্টাবিংশযুগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের আবির্ভাবকালে যদুবংশাবতংশ বাসুদেব যখন বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন তখন তিনি ব্রহ্মচারীরূপে অবতীর্ণ হইয়া লাকুলীশ নামে পরিচিত হইবেন এবং শশ্মান ভূমিতে এক মৃতদেহকে আশ্রয় করিবেন। সেই স্থানটি কায়াবতার ও কায়াবরোহণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাহার চারিজন শিষ্য হইতে পাশুপত ধর্ম্ম প্রচার হইবে। পাশুপতরা, চিতা ভস্মে দেহ অনুলিপ্ত করিয়া মহেশ্বরের যোগে সমাধিস্থ হইয়া অবশেষে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। লিঙ্গ পুরাণের চতুর্বিংশ অধ্যায়েও অনুরূপ এক বর্ণনা আছে।

পাশুপত নকুলীশ

রাজপুতনার উদয়পুরের ১৪ মাইল উত্তরে এক মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ আছে যে ভৃগুকচ্ছদেশে লাকুল (লগুড়) হস্তে এক নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুশিক প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ জটাজুটধারী ও বল্কল পরিহিত হইয়া দেহ ভস্মাচ্ছাদন করতঃ পাশুপত যোগ-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মাধব সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে পাশুপত মতকে নকুলীশ পাশুপত বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে উৎকীর্ণ চিত্ত প্রশস্তি নামক আর একটি লিপিতে বর্ণনা আছে শিব ভট্টারক শ্রীনকুলীশ

নামে লতা দেশে অবতীর্ণ হন্ এবং তাহার চারিজন শিষ্য কুশিক, গর্গ, কৌরুষ্য ও মৈত্রেয় হইতে পাশুপত ধর্ম্মের চারি শাখা উৎপন্ন হয়।

মহাভারত মতে দক্ষের নিকট মহাদেব প্রথমে পাশুপত ধর্ম্ম প্রচার করেন। (বায়ু পুরাণ মতে ইহা বাসুদেব কৃষ্ণ উপাসনা মূলক ধর্ম্মের সমসাময়িক। বাসুদেব উপাসনা পতঞ্জলির সময় অর্থাৎ ১৫০ হইতে ২০০ পূঃ খৃঃ অব্দে[১] বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।)

পাশুপাত ধর্ম্মই শৈব ধর্ম্মের প্রাচীন মত। এই মতের ধর্ম্ম শাস্ত্র গুলির নাম আগম শাস্ত্র। ইহাদিগের কোন কোন শাস্ত্র স্বয়ং শিব কর্ত্তৃক রচিত। অধিকাংশ আগম শাস্ত্র এই মতানুগামী আচার্য্য দিগের রচনা। ইহা কাপাল, কালামুখ, শৈব ও বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ ও কাশ্মীর শৈব এই কয় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। কাশ্মীর শৈব মতের দুইশাখা স্পন্দ সম্প্রদায় ও প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়। তদ্ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র দ্রাবিড় জাতির মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং তামিল ভাষায় এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বিশাল শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল।

(১) এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার কৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শৈবধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের দার্শনিক মত

ঋগ্বেদের ঋষি দীর্ঘতমা প্রশ্নোত্থাপন করিলেন---কিরূপে এই জগতের সৃষ্টি হইল, পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন এই জড় দেহপিণ্ডের সঙ্গে আত্মা যোজিত হইল? প্রাণ ও শোণিতের উদ্ভবভূমি অর্থাৎ পঞ্চ ভূতাত্মক প্রকৃতি হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? ১-১৬৪-৪

জগৎ সৃষ্টির এই যে প্রহেলিকা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া অপর ঋষি বলিলেন, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন মানবের অন্তঃকরণ তাহাকে জানিবার ক্ষমতা রাখে না। কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন হইয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনাই কেবল সার (১০-৮২-৭)। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা মানবের স্বভাবজাত মনোবৃত্তি। ঋষির এই উক্তি মানবের অন্তর্নিহিত এই মনোবৃত্তিকে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। উপনিষদ যুগে দেখা যায় এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে চেষ্টার বিরতি ছিল না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি হইতে দেখা যায় এ জন্য ঋষিদিগের এক বৈঠক বসিয়াছিল। তথায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইল আমরা কোথা হইতে আসিলাম, জন্মিবার পরই বা এতাবত কাল কি প্রকারে বাঁচিয়া রহিয়াছি। দেহান্তে কোথায় গিয়া অবস্থিতি করিব? আমাদিগকে সুখের ও দুঃখের অবস্থায় কে ফেলে?

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা অর্থাৎ আকস্মিক ভাবে প্রাপ্ত বিষয়, ভূত সকল, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ অর্থাৎ জীব, এই সকলই কি সৃষ্টির কারণ? এই সকল আলোচনার বিষয় ছিল। বিচারে স্থির হইল যদি এসকলের কোনও কারণ না থাকে তাহা হইলে কালাদির সংযোগে ও সম্মিলনে যে কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা

সম্ভবপর হয় না, কেননা সংযোগকারী ব্যতিরেকে এই সংযোগ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি বলা হয় জীব চৈতন্য এই সংযোগের কারণ, তাহা হইতে পারে না। কেন না জীব সুখ দুঃখের অধীন হওয়ায় ঈশ্বর হইতে পারে না।১

কেবল মস্তিষ্কের চালনা অর্থাৎ বিচার ও যুক্তি দ্বারা প্রশ্নের যখন মীমাংসা হইল না, তখন তাঁহারা ধ্যানযোগে আত্মস্থ হইয়া দেবাত্মশক্তির সন্ধান পাইলেন, যাহা স্বকীয় বিভূতি দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত পৃথিবী আদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। আরও জানিলেন যাঁহার এইরূপ আত্মশক্তি সেই দেব এক এবং অদ্বিতীয়রূপে কালাত্মযুক্ত নিখিল স্বভাবের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

"তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মাযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ১।৩

এই তত্ত্ব যখন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদিগের অন্তরে উদ্ভাসিত হইল তখন তাহাদিগের মুখ হইতে স্বতঃ প্রার্থনা নিঃসৃত হইল—

(১) কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা।
জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম॥ ১।১
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা—
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ ১।২

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগা-
দ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচেতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥" ৪।১।২

"যিনি এক এবং বর্ণহীন, যাঁহার অভিপ্রায় নিগূঢ়, যিনি বিবিধ শক্তি যোগে অনেক বর্ণ বিধান করেন, সেই দেব আদিতে সকল ব্যক্ত করেন, অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে সকল সংহরণ করেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দান করুন।"

এখানে যিনি দেব নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই গ্রন্থের অন্যত্র তাঁহাকে কোনস্থানে মহেশ্বর, কোন স্থানে রুদ্র, কোন স্থানে ঈশান, কোন স্থানে শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই শ্রুতি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া শৈবধর্ম্ম তাহার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শৈবগণ 'দেব' শব্দ দ্বারা শিবকে বুঝেন এবং তাঁহার আত্মশক্তি অম্বিকাকে নির্দ্দেশ করেন। শিব, শিবশক্তি ও জগৎ প্রপঞ্চ ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা নির্ণয় প্রয়াসে শৈব দর্শনগুলি রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব দর্শনের ন্যায় এই সকলের মধ্যে কোন দর্শনে দ্বৈতমত, কোন দর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতমত, কোন দর্শনে অদ্বৈতমত স্থাপিত হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

পাশুপত মত

এই মতে প্রধান তত্ত্ব পাঁচটী, ইহারা কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি, দুঃখান্ত।

(১) কার্য্য তিন প্রকার; বিদ্যা, কলা ও জীব। জীবই পশু। বিদ্যা জীব বা পশুর স্বভাব ধর্ম্ম। ইহা অন্তর্মুখী ও বহির্ম্মুখী ভেদে দুই প্রকার। বহির্মুখী বিদ্যা চিত্তে প্রতিভাত হইয়া বহির্জগতের বস্তুগুলির স্বরূপের উপলব্ধি জন্মায়। অন্তর্মুখী বিদ্যা হইতে পাপ-

পুণ্যের জ্ঞানোদয় হয় এবং ব্যবহারিক জীবনের পথ নির্দ্দেশ করে। ইন্দ্রিয়গুলি স্বরূপে চৈতন্যবিহীন; জীবের স্বভাব বিদ্যা সংযোগে ইহাদিগের কার্য্য কারণত্ব ঘটে। কার্য্য দশ প্রকার, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। কারণ ত্রয়োদশ প্রকার—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। ইহারা জীবের স্বভাবজাত বিদ্যা বা জ্ঞান হইতে উপজাত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করে। জীবত্বই পশুত্ব; ইহা দুই প্রকার—সমল ও নির্ম্মল। সমল জীবত্ব দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত সংবদ্ধ থাকে, নির্ম্মল অবস্থায় ইহা দেহ, ও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা অনুলিপ্ত হয় না।

(২) কারণ দ্বারা তাহা বুঝায় যাহা হইতে জগতের স্থিতি, ঋদ্ধি ও প্রলয় সাধিত হয়। ইহা স্বরূপে এক হইলেও কার্য্যব্যপদেশে ইহাতে নানারূপ গুণ আরোপিত হয়, যথা কখন পতি নামে কখন সাধ্য নামে কথিত হয়।

(৩) যোগ—চিত্তযোগে পশু বা জীবের, পতি বা শিবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। ইহা দুই প্রকার—কার্য্য ও কার্য্য হইতে নিবৃত্তি। মন্ত্রজপ ও ধ্যান কার্য্যের অন্তর্গত, কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি, এবং সম্পূর্ণরূপ সম্বিতে অবস্থিতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ।

(৪) বিধি—ইহারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির পথে আনয়ন করিবার ও সর্বপ্রকার মলাবস্থা পরিহার করিবার উপায়রূপী কার্য্য। ইহা আবার দুই প্রকার যথা—অঙ্গীকার ও প্রবেশদ্বার।

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সময় সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন ও ভস্মে শয়ান ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাস্য কীর্ত্তন, নৃত্য, মুখ বিকৃতি করিয়া বিকট শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি অঙ্গীকারের অন্তর্গত। এই সকল কার্য্য গোপনে করিতে হয়।

প্রবেশ দ্বার ছয় প্রকার :—যথা ক্রাথন, স্পন্দন, মণ্ডন, শৃঙ্গরণ, অভিতৎকরণ, অভিতদ্ভাসন।

ক্রাথন—জাগ্রত থাকিয়া নিদ্রার ভান্।

স্পন্দন—বাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ সঞ্চালন।

মণ্ডন—এক পায়ে চলিবার চেষ্টা, যেন অপর পা চলচ্ছক্তি রহিত।

শৃঙ্গারণ—কোন যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহার প্রতি ভালবাসার হাবভাব প্রদর্শন।

অভিতৎকরণ—লোকের চক্ষে যাহা নিন্দনীয় তেমন বীভৎসকর কার্য্য করা।

অভিতদ্‌ভাসন—অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ।

অপরের পরিত্যক্ত বীভৎসকর খাদ্য ভক্ষণ, পূজান্তে শরীরে ভস্ম লেপন। পূজার পরিত্যক্ত শুষ্ক ফুল পত্রাদি দেহে ধারণও ইহার অন্যতর উপায়।

(৫) দুঃখান্ত বা মুক্তি—দুই প্রকার (১) দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি (২) জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি সম্বন্ধে উন্নত অবস্থা লাভ, যথা যাহা কিছু নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত সব পদার্থ দেখিবার, সর্বপ্রকার শব্দ শ্রবণ, সকল লোকের অন্তদর্শিতা ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের ক্ষমতা লাভ। এই সকলই যোগৈশ্বর্য্যলাভ ক্ষমতা।

কাপাল ও কালামুখ সম্প্রদায়

কাপাল দিগের ছয় প্রকার মুদ্রিকা ধারণ বিধি। যাহারা এই মুদ্রিকাতত্ত্ব সম্যক অবগত হয়, তাহারা স্ত্রীযোনীতে আত্মা অবস্থিত রহিয়াছে এরূপ কল্পনা পূর্ব্বক তাহাতে চিত্ত সমাধান দ্বারা পরম পুরুসার্থ লাভে সমর্থ হয়। এই ষড়্‌বিধ মুদ্রিকা বা চিহ্ন মধ্যে রুদ্রাক্ষ মাল্য ধারণ, কর্ণাভরণ, যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ভস্মধারণ প্রধান চিহ্ন। যাহারা যথাযথরূপে এই সকল চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদের আর পুনর্জন্ম ভয় থাকে না।

কালামুখরাও নিম্নলিখিত ছয় প্রকার আচার যথাযথ রূপে পালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হয়—

(১) নর কপাল হইতে আহার্য্য গ্রহণ (২) মৃত ব্যক্তির দেহের অবশিষ্ট ভস্ম দ্বারা শরীর অনুলেপন (৩) ঐভস্ম ভক্ষণ (৪) লগুড় ধারণ (৫) অনুক্ষণ সুরাপাত্র সঙ্গে রক্ষা করা, (৬) ঐ সুরাপাত্রে উপাস্য দেবতা বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্বাসে তথায় তাঁহার পূজা করা।

মাধবের শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, উজ্জয়িনী নগরে শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে এক কাপালিকের দেখা হয়। তাহার শরীর মৃতদেহ ভস্মে অনুলেপিত ছিল, হস্তে নর কপাল ও লৌহ নির্ম্মিত শূল ছিল। শঙ্করাচার্য্য কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন, কাপালিক ইহাতে আপত্তি করেন, এবং শঙ্করকে কপালিনরূপী ভৈরবের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন ; আরও বলেন নরশোণিতে অনুরঞ্জিত সুরাপূর্ণ নরকপাল সহকারে পূজা না করিলে ভৈরবের প্রীতিলাভ হয় না।

ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে মালতীর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রিতে শঙ্করের মন্দিরে পূজা দিবার জন্য গমনের উল্লেখ আছে। তিনি ঐ গ্রন্থে শ্রীশৈল নামক স্থানকে কাপালিক দিগের প্রধান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে যোগবলে কাপালিক-দিগের অলৌকিক ক্ষমতা লাভের বর্ণনা আছে। নরকপালের মাল্যধারিণী কপালকুণ্ডলা নাম্নী কাপালিক রমণী গভীর রাত্রে মালতীকে শয়না-বস্থায় তাঁহার পিতার প্রাসাদ হইতে অপহরণপূর্ব্বক শ্মশানে করাল চামুণ্ডা দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য তাহার গুরু অঘোর ঘণ্টের নিকট আনয়ণের বর্ণনা আছে।[১] কাপালিক প্রণালী অবলম্বনে যোগ সিদ্ধি হইতে এত সব অলৌকিক শক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে জনসাধারণ

[১] মালতীমাধবের এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কাপালিকের আখ্যায়িকা যোজনা করিয়া থাকিবেন।

মধ্যে সে কালে যে বিশ্বাস ছিল ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। ভবভূতি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন।

শৈব সম্প্রদায়

এই মত অনুসারে প্রধান তত্ত্ব তিনটী—তাহারা পতি, পশু ও পাশ। বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও কার্য্য ইহার চারি অংশ।

বিদ্যা হইতে পশু (জীব), পাশ (বন্ধন), এবং পতি (ঈশ্বর), ইহাদের স্বভাব কি, এবং মন্ত্র নির্ব্বাচন ওমন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা মহেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এই সকল জ্ঞানলাভের জন্য দীক্ষা প্রয়োজন।

ক্রিয়া—দীক্ষা বিধি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি ও তাহাদের ব্যাখ্যা

যোগ—ধ্যান ধারণা বিষয়ক।

কার্য্য—যাহা বিধিসঙ্গত আচার তাহার পালন, ও যাহা বিধি বহির্ভূত তাহার বর্জ্জন।

পতি স্বয়ং শিব। পশু বা জীবেব কর্ম্ম হইতে তাঁহার কর্ম্ম-প্ররোচনা জন্মে। তাঁহার সৃজনী শক্তির মূলে রহিয়াছে জীবের কর্ম্ম। কর্ম্ম ও পাশবদ্ধ পশু অর্থাৎ জীবের দেহের ন্যায় ঈশ্বরের কোন দেহ নাই। তাঁহার দেহ পাঁচটি মন্ত্র সমষ্টি; ইহারা সদ্যজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ও ঈশান। কাহারও কাহারও মতে এই পাঁচটি মন্ত্র শিবের পঞ্চমুখ সদৃশ। ইহাদিগের দ্বারা তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, আচ্ছাদন ও মঙ্গল সাধন করেন।

মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মহেশ্বর, এবং মুক্ত পশু বা জীব ইহারা সকলেই শিব।

পশু—জীব, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অথচ সর্ব্বব্যাপী ও অনাদি। পাশমুক্ত হইলে ইহা শিবত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই শিবত্ব-পতি যিনি, তাঁহার প্রভুত্বকে অতিক্রম করিয়া নহে।

পশু তিন শ্রেণীর যথা—

(১) বিজ্ঞানাকল, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, যোগ ও ভোগ দ্বারা

ইন্দ্রিয়গুলির উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছে; সামান্য মলের আভাব মাত্র তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(২) প্রলয়াকল—তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি প্রলয় সঙ্গে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সে সময় পর্য্যন্ত মল ও কর্ম্মের সংস্কার থাকিয়া যাইবে।

(৩) সকল—তাহাদের ত্রিবিধ পাশই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারা কর্ম্মের সংস্কার ও মায়া দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে।

পাশ—চারি প্রকার; মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তি

মলদ্বারা জীবাত্মার জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ইহা যেন তুষ দ্বারা ধান্যের শস্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা।

কর্ম্ম—ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করা হয় তাহার সংস্কার—ইহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদিকাল হইতে প্রবহমান।

মায়া—ইহা সেই তত্ত্ব যাহাতে প্রলয় কালে সমস্ত সৃষ্টি লোপ পায়, এবং পুনরায় সৃষ্টি কালে যাহা হইতে ইহার উদ্ভব হয়।

রোধশক্তি দ্বারা শিবের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি বোঝায় যাহা দ্বারা অপর তিন প্রকারের পাশ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যাহা জীবের আপনার স্বরূপ অবগত হইবার পক্ষে বাধা জন্মায়।

ইহারা সকলেই প্রথম অংশ বিদ্যাপাদের বিষয়—

ক্রিয়া পাদ—ইহারা ইহজীবনে সিদ্ধি লাভ ও পরকালে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সাধকের মন্ত্র জপাদি ক্রিয়া কলাপ বিষয়ক।

যোগ পাদে ৩৬ প্রকার তত্ত্ব আছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। তাঁহারা বিভিন্ন জগতের প্রভু, জীবাত্মা, সর্ব্বাত্মা শক্তি, মায়া ও মহামায়া যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি—ইহাদিগের প্রত্যক্ষানুভূতি, অণিমা লঘিমাদি বিভূতি, মূলাধার হইতে পর পর চক্রগুলির স্থান নিরূপণ, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ, ধ্যান ধারণা সমাধি এই সকল যোগপাদের বিষয়।

চতুর্থ পাদ চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপ প্রায়শ্চিত্ত, মালা জপের মন্ত্র, শিব-লিঙ্গ, উমা মহেশ্বরের লিঙ্গ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম বিষয়ক ; ইহাতে নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি তাহাও নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম যথাক্রমে

(১) অপর দেবতার উদ্দেশ্য অর্পিত অন্নের প্রসাদ ভক্ষণ

(২) শিব, শিবের উপাসক, শৈবধর্ম্মমত ও তাহার আচার প্রণালীর নিদান

(৩) পতি শিবের সম্পত্তি নিজের ভোগে আনয়ন করা

(৪) পশুবধ

শৈবমতে পাশুপত মতের ন্যায় বীভৎসকর কোন কার্যানুষ্ঠানের বিধি নাই। শিব ও পশু স্বতন্ত্র এবং স্থূল জগৎসৃষ্টির মুল উপাদান প্রধান তত্ত্ব। মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত পশু বা জীব সর্ব্ব প্রকার বাধা-বন্ধন অতিক্রম করিয়া অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে, শৈবমতে পশু শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এক সৃষ্টি শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের আর সকল প্রকার শক্তিই লাভ করে।

এই মতে শিবের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাহা হইতে জীব ও জগতের প্রকাশ হয়। শিব এই শক্তি প্রভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন।

লিঙ্গায়ৎ

লিঙ্গায়েতদের অপর নাম বীরশৈব। বসব পুরাণ নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে যে নারদ শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক যজ্ঞমূলক সকল ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু যোগীশ্রেষ্ঠ একরাম বিশ্বেশ্বরারাধ্য পণ্ডিতারাধ্য প্রবর্ত্তিত শিবশক্তি ধর্ম্ম অধুনা লুপ্ত পাইয়াছে। শিব নন্দিকে এই ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করেন। নন্দি বসবরূপে শিবশক্তিমূলক বীর শৈবধর্ম্ম পুনঃপ্রচার করেন। মতান্তরে একান্ত বা একান্তদ নামক অপর এক ব্যক্তি এই মতের স্থাপয়িতা।

একরাম বিশ্বেশ্বরারাধ্য ও পণ্ডিতারাধ্য পূর্ব্বাচার্য্যগুলির নামোল্লেখ হইতে বুঝা যায়, বসব একান্তদ উভয়ের পূর্ব্বেই এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। বসব সম্ভবতঃ ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ আকার প্রদান করিয়াছিলেন।

বসব মাধিরাজ নামক আরাধ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বরারাধ্য পণ্ডিতারাধ্য নাম হইতেই ইহারা যে আরাধ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন তাহা বুঝা যায়। আরাধ্যরা বীরশৈব সম্প্রদায়ের এক প্রাচীন শাখা। তাঁহারা গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং উপনয়ন ও যজ্ঞোপবীত ধারণের পক্ষপাতী। লিঙ্গায়েতগণ উপনয়নের পরিবর্ত্তে দীক্ষা এবং গায়ত্রী মন্ত্রের পরিবর্ত্তে "ওঁ নমঃ শিবায়" জপমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে, এবং যজ্ঞোপবীতের পরিবর্ত্তে শিবের প্রতীকরূপে লিঙ্গ ধারণ করে। ইহাদের শাস্ত্রের নাম শৈবদর্শন বা সিদ্ধান্তদর্শন। শিবতত্ত্ব যাহা তাহা সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন। স্বরূপে তিনি পরাৎপর পরম ব্রহ্ম—শিব এই ব্রহ্মকে নির্দেশ করে। এই শাস্ত্রে শিবতত্ত্বকে স্থল বলা হয়। স্থ দ্বারা স্থান এবং ল দ্বারা লয় বুঝায়। মহৎ ও অন্যান্য তত্ত্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে স্থিতি করে এবং সৃষ্টির অন্তে তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ যোগে সৃষ্টির প্রকাশের পর স্থ অর্থাৎ স্থানরূপ শিবে তাহা স্থিতি করে, দাঁড়াইয়া থাকে, অবশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই অর্থে ইহা স্থল। ইহাই যাহা কিছু সকলের আশ্রয় ও পরম স্থান, এই কারণে ইহা এক ও দ্বিতীয়হীন স্থল (স্থান)। অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে এই স্থল দুই অংশে বিভক্ত হয়, ইহারা লিঙ্গস্থল ও অঙ্গস্থল। লিঙ্গস্থল শিব বা রুদ্র। তিনি আরাধ্য দেবতা; অঙ্গস্থল প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীব, সেই আরাধ্য দেবতার উপাসক। যে শক্তি প্রভাবে স্থল এরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, সেই শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে

নিজকে বিভক্ত করে, ইহার একভাগ কলা, অপর ভাগ ভক্তি। কলা শিব সঙ্গে মিলিত হয়, ভক্তি জীবকে আশ্রয় করে। শক্তি এক অচিন্ত্যনীয় রূপে প্রকৃতির সঙ্গে নিজকে লিপ্ত করিয়া কর্ম্মের সৃষ্টি করে। ভক্তি এই কার্য্য ও প্রকৃতি হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া জীবের মুক্তি আনয়ন করে। শক্তি প্রয়োগে এক (শিব) উপাস্য, ও ভক্তি সংযোগে অপর (জীব) উপাসক হয়। শক্তি লিঙ্গ বা শিবে, 'ভক্তি অঙ্গ বা জীবে অবস্থান করে, অবশেষে ভক্তি প্রভাবে শিব ও জীবের একত্ব স্থাপিত হয়।

লিঙ্গ শিবের প্রতীক মাত্র নহে, স্বয়ং শিব ইহাতে অবস্থান করেন। লিঙ্গ আবার ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, ইষ্টলিঙ্গ এই তিন ভাগে বিভক্ত।

ভাবলিঙ্গ নিষ্কল, ইহাই সৎ, সকলের উপর—পরাৎপর, দেশ ও কাল দ্বারা অচ্ছেদ্য; এক মাত্র বিশ্বাস দ্বারা ইহাকে জানা যায়।

প্রাণলিঙ্গ সকল ও নিষ্কল উভয় গুণবিশিষ্ট, মন দ্বারা ইহাকে জানা যায়। ইষ্টলিঙ্গ যাহা তাহা সকল এবং চক্ষুর অনুভূতির বিষয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার শুভ (ইষ্ট) প্রদান করে ও অমঙ্গল দূর করে। সাধক ইহার পূজা করে। ভাবলিঙ্গ পরম তত্ত্ব সৎ, প্রাণলিঙ্গ সূক্ষতত্ত্ব চিৎ। ইষ্টলিঙ্গ স্থূলতত্ত্ব আনন্দ। জীবের আত্মা, জীবনী শক্তি ও জড় দেহপিণ্ড এই তিনের পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, ও ইষ্টলিঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে তদনুরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকটী আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

ভাবলিঙ্গ—সত্তালিঙ্গ ও প্রসাদলিঙ্গ; প্রাণলিঙ্গ—শিবলিঙ্গ ও করলিঙ্গ; ইষ্টলিঙ্গ—গুরুলিঙ্গ ও আচারলিঙ্গ।

শিবতত্ত্বের উপর যখন চিৎ শক্তির কার্য্য প্রকাশ পায় তখন মহালিঙ্গ। এই অবস্থায় জীব জীবন মরণের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ও

মলহীন হয়। শিবতত্ত্বের উপর যখন পরাশক্তির কার্য্য প্রকাশ পায় পায় তখন ইহা সাধাখ্য[১]। ইহা প্রসাদলিঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

শিবতত্ত্বের উপর যখন আদিশক্তির কার্য্য প্রকাশ পায় তখন করলিঙ্গের উদ্‌ভব হয়। তাহা হইতে পুরুষের অভিব্যক্তি হয়, ইহা প্রকৃতি বা প্রধান তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার উপর যখন ইচ্ছাশক্তির কার্য্য প্রকাশ পায় তখন তাহা শিবলিঙ্গ, জ্ঞানশক্তির প্রকাশ পাইলে গুরুলিঙ্গ, ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ পাইলে আচারলিঙ্গ হয়।

এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় মূলে যাহা এক পারমার্থিক সত্তা—তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে তাহা ঈশ্বর ও স্বতন্ত্র জীব এই দুই ভাবে প্রকাশ হয়। উপরে যে ষড়বিধ লিঙ্গের উল্লেখ তাহা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইতে তাঁহাতে বিভিন্ন প্রকৃতির আরোপ। যখন মহালিঙ্গ তখন তিনি এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পরব্রহ্ম। যখন প্রসাদ-লিঙ্গ তখন পরাশক্তির কার্য্যকারিতা বশতঃ তাঁহাতে সৃষ্টিভাব উপজাত হইতেছে, যখন করলিঙ্গ তখন তিনি জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। যখন শিবলিঙ্গ তখন কায়ব্যূহ, ইহার সহিত জড়ের কোন স্থান নাই—ইহা অতীন্দ্রিয় দেহ। গুরুলিঙ্গে তিনি মানবের উপদেষ্টা, যখন আচার-লিঙ্গ তখন তিনি নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তিলাভের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের উপদেষ্টা ও অনুমন্তা হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন।

ভক্তি জীবের ধর্ম্ম। ইহা জীবকে ঈশ্বরাভিমুখী করে। অঙ্গস্থলের ত্রিবিধ বিভাগ—যোগাঙ্গ, ভোগাঙ্গ, ও ত্যাগাঙ্গ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিও ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হয়। যোগাঙ্গে জীবের

---

(১) সাধাখ্য পাঁচ প্রকার (১) শিব সাধাখ্য ইহা হইতে সদাশিব, (২) অমূর্ত্ত সুতরাং সীমাপরিচ্ছেদ্য নহে, ইহা হইতে ঈশা, (৩) সমূর্ত্ত ইহা হইতে ব্রহ্মেশ (৪) কর্ত্তার—ইহা হইতে ঈশ্বর (৫) কর্ম্ম ইহা হইতে ঈশান।

শিবত্ব প্রাপ্তির আনন্দ লাভ হয়, ভোগাঙ্গে শিবের সঙ্গে জীবের সামীপ্যানন্দভোগ, ত্যাগাঙ্গে সংসার ক্ষণস্থায়ী ও অলীক এই জ্ঞান হইতে জীবের চিত্ত ইহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হয়। ইহারা সুষুপ্তি অবস্থায় মূল কারণের সহিত জীবের একত্ব লাভ, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে অবস্থিতি এবং তৃতীয় অবস্থায় বিষয় প্রপঞ্চে জাগ্রত থাকার ন্যায়।

ইহারা আবার প্রত্যেকেই দুই ভাগে বিভক্ত—যোগাঙ্গের দুই ভাগ—ঐক্য এবং শরণ।

জগতের অবাস্তবতার সম্যক উপলব্ধি হওয়ার পর ঐ অবস্থা লাভ হয়, তখন জীব শিব সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করে, ইহার নাম সমরস ভক্তি।

দ্বিতীয় অবস্থায় জীব নিজের মধ্যে ও অন্যান্য সকল বস্তুতেই লিঙ্গ বা শিব দর্শন করে, ইহা হইতে তাহার যে আনন্দ উপজাত হয় তাহার নাম শরণ ভক্তি।

ভোগাঙ্গের দুই শাখা—প্রাণলিঙ্গীন্ ও প্রসাদীন্।

প্রাণলিঙ্গীন্‌রা নিজের মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গে সমর্পণ পূর্ব্বক যাহা কিছু ভোগ তাঁহার ইচ্ছায় তাহা করিয়া থাকে।

প্রসাদলিঙ্গীরা যত সব ভোগ্য বস্তু সমুদয়ই লিঙ্গের উদ্দেশ্যে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে স্থিতি করে।

ত্যাগাঙ্গের দুই শাখা—মাহেশ্বর ও ভক্ত।

মহেশ্বর বা ঈশ্বরের (লিঙ্গের) অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুমোদিত কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয় সেজন্য আত্ম-বিগ্রহে যত্নশীল থাকে।

ভক্ত যাহা কিছু জগৎ সম্বন্ধীয় সকল হইতে নিজের চিত্তকে

নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়—এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয় লইয়া যত কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করে।

এই সকল বিভিন্ন অবস্থা সাধারণ মানবের পর পর ধাপ হইতে ধাপ অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে সামরস্য অর্থাৎ শিবের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনানন্তর, উপনিষদের ভাষায় যাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়, সেই আনন্দ ভোগের পন্থা।

এই মতে জীব ও শিবের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইলেও অদ্বৈতত্ব লাভ হয় না—ইহা সুষুপ্তি কালে ব্রহ্মের সহিত জীবের একরসত্ব প্রাপ্তির ন্যায়।

লিঙ্গায়েতরা আচার্য্য, পঞ্চম, ও সাধারণ লিঙ্গায়েত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আচার্য্য ও পঞ্চমরা নিজেদের লিঙ্গি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

আচার্য্যরা প্রথমতঃ ৫জন ছিলেন। তাঁহারা শিবের পঞ্চমুখ—সদ্যজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস। ইঁহারা এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতদিগের পূর্ব-পুরুষ। ইহাদিগের ৫ গোত্র যথাক্রমে বীর, নন্দি, বৃষভ, ভৃঙ্গি ও স্কন্ধ। ইহারা সকলেই শিব সদৃশ ছিলেন। ঈশানমুখ হইতে পঞ্চমুখযুক্ত গণেশ্বরের উদ্‌ভব; এই পাঁচমুখ হইতে পঞ্চমদের জন্ম। তাঁহারা মখারি, কালারি, পুরারি, স্মরারি ও বেদারি নামে পরিচিত।

পঞ্চমের নীচে উপপঞ্চম শাখা। প্রত্যেক পঞ্চমের পূর্বোক্ত পাঁচ আচার্য্য শাখার এক শাখার কোন ব্যক্তি বিশেষ গুরু রহিয়াছে, গুরুর গোত্র পঞ্চমের গোত্র। তাহাদের মধ্যেও শাখা প্রখর আছে। সগোত্রে বিবাহ হয় না। আচার ও ব্যবসায় ভেদে লিঙ্গায়েতরা জঙ্গম, শালবন্ত, ও পঞ্চমশীল এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। জঙ্গমদিগকে বিরক্ত বলা হয়। তাহারা চিরকুমার ব্রতধারী, আহারাদি সকল

বিষয়েই সংযত থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাতে নিয়ত যত্নশীল। তাঁহারা মঠে অবস্থান করেন। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অগাধ শ্রদ্ধা করে। লিঙ্গায়েতরা মাংসাহার-ও সুরাপান করেন না। গৃহস্থ লিঙ্গায়েতদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

দীক্ষাকালে গুরু বাম হস্তে লিঙ্গধারণ পূর্বক ষোড়শ প্রকারে ইহার পূজা পূর্বক শিষ্যের বাম হস্তে ইহা স্থাপন করিয়া শিষ্যকে বিশেষভাবে ইহাদ কর্শন রিতে বলে। এই লিঙ্গের মধ্যে শিষ্যের আত্মা স্থাপিত হইয়াছে। তদনন্তর ইহাকে রেসম বস্ত্র দ্বারা শিষ্যের গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে লিঙ্গ স্বায়ত্ব দীক্ষা বলে। স্ত্রীলোকদেরও এই দীক্ষা বিধি আছে। তদনন্তর লিঙ্গকে রূপার কৌটার মধ্যে স্থাপন করিয়া গলদেশে ধারণ করিতে হয়। লিঙ্গায়েতরাও শিবগায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। ইহা সাবিত্রী মন্ত্রেরই রূপান্তর, কেবল "ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইহার পরিবর্তে 'তন্ম শিবঃ প্রচোদয়াৎ' উচ্চারণ করে।

লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের লিঙ্গোপাসনার যে গভীর আধ্যাত্মিক তথ্য উপরে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

স্কন্ধ পুরাণ—আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব দেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥

সকল দেবতার আবাসস্থান আকাশকে লিঙ্গ বলে। পৃথিবী তাহার পীঠিকা—লিঙ্গতে বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গমন এই অর্থে "লয়নাৎ লিঙ্গং।"

বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈর্ম্মনসাধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥—পঞ্চদশী

যে চিহ্ন দ্বারা কোন পদার্থের স্বরূপের জ্ঞান হয় তাহা লিঙ্গ।

স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা

ইহারা কাশ্মীর অঞ্চলে শৈব ধর্ম্মের দুই শাখা। স্পন্দশাস্ত্র

বসুগুপ্ত ও তাঁহার শিষ্য কল্লত রচিত শিবসূত্র ও স্পন্দকারিকা গ্রন্থানুযায়ী। কথিত আছে শিবসূত্র স্বয়ং মহাদেব বসুগুপ্তের নিকট প্রকাশিত করেন এবং তাহা মহাদেব পর্ব্বত গাত্রে খোদিত করেন। মতান্তরে মহাদেব স্বপ্নযোগে এই মত বসুগুপ্তের নিকট প্রকাশ করেন। বসুগুপ্ত শিষ্য কল্লতকে যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার নিজের শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার জন্য স্পন্দনিকা শাস্ত্র রচনা করেন।

কল্লত ৮৫৪ খ্রীঃ অবন্তি বর্ম্মণের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। বসুগুপ্ত ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

এই মত জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরে কর্ম্মজনিত কোন অনুপ্রাণনা এবং প্রধানের ন্যায় কোন উপাদানের আবশ্যকতা স্বীকার করে না, অথবা ইহাতে মায়ার ন্যায় কোন অলীক বস্তুর কল্পনারও প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব, তাঁহাতেই ইহার প্রকাশ, অথচ ইহা দর্পণের মধ্যে নগরীর প্রকাশের ন্যায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয়, যদিও বাস্তবিক তাহা নহে। যোগীরা যেমন নিজদের ইচ্ছাশক্তি বলে কোনরূপ উপাদান সাহায্য ব্যতিরেকে নানা পদার্থের সৃষ্টি (প্রত্যক্ষ গোচর) করিতে সমর্থ হয়, ঈশ্বর সেই রূপ নিজের যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে পৃথক পৃথক জীবকে প্রকাশ করেন এবং আমাদের জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় জগৎ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় তাহা সৃজন করেন। এই মতে জীব ও শিব অভিন্ন। জীব মলিনতা বশতঃ এই ঐক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

ক্ষেমরাজ প্রণীত শিবসূত্র মতে (১,২,৩) এই মল ত্রিবিধ, ইহারা আনব, মায়ীয় ওকর্ম্ম।

অজ্ঞানতাবশতঃ জীবাত্মা 'যখন নিজের সার্বভৌমত্ব ভুলিয়া নিজকে ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া দেহতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন

করে তখন 'আনব মল।'

যে মল প্রভাবে জীবের দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে অবস্থিতি ঘটে তাহা 'মায়ীয় মল।'

কর্ম্মফল হইতে তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির কার্য্যকারিতা উপজাত হয়। ইহা হইতে তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলির সৎ অসৎ জ্ঞান হয় ও ইহারা তাহার পরিণামে সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগের কারণ হয়। মলগুলি নাদ হইতে উৎপন্ন হয়। শিবে অবস্থিত আত্মাশক্তির নাম নাদ। ইহা হইতে বাকের উদ্ভব। বাক্‌কে আশ্রয় করিয়া নামরূপে জগতের প্রকাশ এবং তাহা হইতে জীবের সংসারভোগ।

তীব্র সাধন বলে সাধকের অন্তর তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যখন পরম জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন মল সকল বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল প্রকার সসীম জ্ঞান (জাগতিক অবস্থা) বিদূরিত হয়। এই অবস্থা স্থায়ী হইলে পরমাত্মাতে জীবাত্মা লীন হয়। অন্তরে এই যে জ্যোতি প্রকাশ তাহাকে ভৈরব আখ্যা দেওয়া হয়। এই জ্যোতি শিবজ্যোতি।

প্রত্যভিজ্ঞা মতের স্থাপয়িতা সোমানন্দ। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম শিবদৃষ্টি। সোমানন্দের শিষ্য উদয়াকর ইহার উপর সূত্র রচনা করেন। সোমানন্দের প্রশিষ্য অভিনব গুপ্ত তাহার উপর বিশদ টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকা রচনার কাল ৯৯৩ হইতে ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

জগৎ সৃষ্টি এবং জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ সম্বন্ধে স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রে বিশেষ মতান্তর নাই। জীব ও শিবের স্বরূপে যে একত্ব তাহার অভিজ্ঞা বা জ্ঞানলাভ বিষয়ে ইহাতে কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উৎনিষদে ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধে যে এক মন্ত্র আছে তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে।[১] চন্দ্র, সূর্য্য, তারকাদি অপর

(১) "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

পদার্থকে প্রকাশিত করে বটে, কিন্তু ব্রহ্মকে তাহারা প্রকাশ করিতে পারে না। ব্রহ্মই তাহাদিগকে প্রকাশ করে, তাহাদের প্রকাশশক্তি ব্রহ্ম হইতে লব্ধ। যোগপ্রভাবে দর্শনের যে সকল অন্তরায় আছে (যেমন মেঘাবৃত সূর্য্য-দর্শনের অন্তরায় মেঘ) তাহা যখন অপসারিত হয় তখন সাধকের নিকট সেই স্বয়ংজ্যোতি প্রকাশ পান। তিনি নিয়ত আমাদের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যমান থাকিয়াও আমাদের মলিনতাবশতঃ তিনি অবিদ্যমানবৎ হইয়া আছেন। আমরা ও তিনি স্বরূপে অভিন্ন। যোগ দ্বারা এই মলিনতা দূর হয়, তখন প্রত্যভিজ্ঞা হইতে জীব ও শিবের একত্ব অনুভূতির বিষয় হয়, বাধাবিমুক্ত জীব তখন নিজকেই শিব (ঈশ্বর) বলিয়া জানেন। জীব যে স্বরূপে ঈশ্বর ইহা জানে না বলিয়াই ঐশী শক্তি ও ভূমানন্দের সন্ধান সে পায় না। যখন গুরুর উপদেশ হইতে সে জানিতে পারে যে তাহার মধ্যে এই সকল শক্তি বিদ্যমান আছে তখন সে নিজকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য সব দূর হয়; চির শান্তিতে তাহার অবস্থিতি হয়।

স্পন্দকারিকা মতে গভীর চিত্তনিবেশ ও সাধনা হইতে অন্তরে ভৈরবের (ঈশ্বর) আবির্ভাব প্রকাশ পায়, এবং তাহা হইতে সকল মল বিদূরিত হয়। তখন সাধক জানিতে পারেন যে ঈশ্বর ও তিনি অভিন্ন, প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রমতে সাধক নিজে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এই জ্ঞান লাভ করেন, এবং তখন হইতে তাঁহার সকল মল আপনা আপনি চলিয়া যায়।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্যভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥" কঠ ৫।১৪।১৫, শ্বেত ৬।১৪, মুণ্ডক ২ (২) ১৩। তথায় (ব্রহ্ম)সন্নিধানে সূর্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারকাও দীপ্তি পায় না, এ সকল বিদ্যুতও দীপ্তি পায় না। অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে? দীপ্যমান তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় করিয়াই এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহার দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান।

অপরাপর মত সকলের ন্যায় ইহাদের কোন শাস্ত্রই প্রাণায়াম কিম্বা কোনরূপ অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন মনে করে না। ইহারা পাশুপত কিম্বা লাকুলীশ শাখা হইতে স্বতন্ত্রমত। এই জন্যই বলা হয় কাশ্মীর দেশে মহাদেব পর্বতে স্বয়ং মহাদেব বসু গুপ্তের নিকট স্পন্দ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্পন্দ হইতে প্রত্যভিজ্ঞার উদ্‌ভব হইয়াছে।

শৈব ধর্ম্মের অপরাপর শাখা গুলিতে যে সকল বীভৎস অনুষ্ঠানের বিধি আছে, কাশ্মীর-শৈব ধর্ম্ম সে সকল হইতে মুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ রূপে আর্যপন্থানুগামী। কাশ্মীর ও পঞ্জাবে চিরকালই বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। এই অঞ্চলের শৈব ধর্ম্ম অনার্য্যদিগের অনুষ্ঠিত আচার দ্বারা কোনরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

শৈবধর্ম্মে অদ্বৈতবাদমূলক প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ এই মতের অনুগামী।

এখানে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্বসকলের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা অসমীচীন হইবে না।

অভিনব গুপ্ত-প্রণীত "তন্ত্র সার" "বোধ পঞ্চদর্শিকা" "প্রপঞ্চ-হৃদয়" "শারদাতিলক" এই মতের পরিপোষক প্রধান গ্রন্থ।

এই মতে পরাসংবিৎ, পরাসত্ত্বা, চিৎ, চৈতন্য, পরম শিব নামাখ্য পরমাত্মাই পরমতত্ত্ব। জীবও স্বরূপে তাহা "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ"। "তিনি আমি, আমিই সেই পর শিব" এইরূপ অভিজ্ঞা বা প্রত্যয় হইতে ইহার প্রত্যভিজ্ঞা নাম হইয়াছে।

শিব স্বরূপে চিন্মাত্র স্বভাব, অধিকারী ও পূর্ণ হইলেও তাঁহার শক্তি অনন্তভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তাঁহার স্বরূপ দুই ভাবে প্রকাশ-মান হয়—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণে ইহা সাকার বিশ্বব্যাপীরূপ, নির্গুণে নির্বাধ অপরিচ্ছন্ন রূপ। জগদ্ব্যাপার পরম শিবের সগুণের

বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ মাত্র; শক্তি পরম শিবের এই সগুণ রূপ। তন্ত্রসার মতে শক্তির বিবিধ রূপ থাকিলেও প্রধানতঃ তাহারা পাঁচটি। ইহারা চিত্ত, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। "পরমেশ্বরঃ পঞ্চভিঃ শক্তিভির্নিভরঃ। "স স্বাতন্ত্র্যাচ্ছক্তিং তাং তাং মুখ্যতয়া প্রকটয়ন্ পঞ্চধা তিষ্ঠতি।" এই পাঁচটি শক্তির মধ্যে আবার জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া শক্তি প্রধান। জগদ্বৈচিত্র্য প্রকাশের মূলে রহিয়াছে পরম শিবের এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য্যকারিতা। এই শক্তির উন্মেষে জগতের প্রকাশ, আবার এই শক্তির নিমেষে জগতের লয়। এই ব্যাপার অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অভিনব গুপ্ত মতে যাহা শিবতত্ত্ব তাহা শক্তির প্রকাশবিহীন অবস্থা। এই অবস্থায় শক্তি চিন্মাত্ররূপে শিবে অস্ফুরণাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। উপনিষদে ইহাকে ব্রহ্মের ঈক্ষণাবস্থা বলে। এই অবস্থায় শক্তির স্ফুরণ নাই সত্য কিন্তু সৃষ্টিব্যাপারের অনুকূল শক্তিনিচয় অনভিব্যক্ত অবস্থায় তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিব ও শক্তি স্বরূপে অভিন্ন। যখন চিৎ শক্তির প্রাধান্য, তখন শিবতত্ত্ব।

শারদা তিলকের টীকাকার রাঘব ভট্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন শিব ও শক্তির মধ্যে অবিনাভাবী সম্বন্ধ। শিব ব্যতীত শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব হয় না, শক্তি বিনা শিবও থাকিতে পারে না। সূতসংহিতার টীকায় মাধবও এই মত জ্ঞাপন করিয়াছেন। অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা, সূর্য্য ও তাহার রশ্মি, চন্দ্র ও চন্দ্রিকা, তত্ত্বতঃ ইহারা যেমন অভেদ, শিব ও শক্তি তদ্রূপ অভেদ। যখন চিৎ শক্তির প্রাধান্য তখন শিবতত্ত্ব, তিনি যখন বাহিরে প্রকাশ হইবার ইচ্ছায় আত্মবিমর্ষ দ্বারা ইচ্ছা শক্তিতে প্রবুদ্ধ হন, তখন তাঁহাতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অহংভাবের উদয় হয়। ইহা তাঁহার আনন্দ প্রাধান্যে শক্তিতত্ত্ব। তদনন্তর 'অহং ইদং' রূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্যে সদাশিব তত্ত্বের

উদ্ভব হয়। ইহা সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে জগৎ প্রপঞ্চের চিত্রপট অঙ্কনাবস্থাসদৃশ ভাব। এই ভাব যখন ঘনীভূত আকার ধারণ করে, তখন ইদং অংশে অহং অংশের অধ্যাসে জ্ঞানশক্তি প্রধান ইদম্ অহংরূপ ঈশ্বর তত্ত্বের প্রকাশ হয়, অবশেষে ক্রিয়া শক্তির প্রাধান্যে অহম্‌ইদং তুল্যরূপে প্রকটিত হইয়া বিষয় ও বিষয়ী জ্ঞানের অবভাস জন্মে। ইহা শুদ্ধ বিদ্যার প্রকাশ।

পর শিব চৈতন্য স্বরূপ। তিনি জগৎ প্রপঞ্চের একমাত্র কারণ। পরশিব কিন্তু শিব, পশু বা অণু, ও মায়া এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য শক্তি প্রভাবে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া অণু হইয়াছেন। অণু, চিৎ ও অচিৎ উভয় রূপের অবভাসাত্মক। চিদ্রূপতা তাহার ঐশ্বর্য্য, অচিদ্রূপতা মল। মলের আবরণ প্রযুক্ত অণুর বন্ধন বা পশুভাব; ইহা অপগত হইলে অণুর শিবত্ব প্রাপ্তি হয়।

মল তিন প্রকার—আণব, মায়ীয় ও কার্ম্ম। ইহা আবার অবস্থাভেদে বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল, ও সকল নামে অভিহিত হয়।

যখন একমাত্র আণব মলযুক্ত অবস্থা তখন "বিজ্ঞানাকল", আণব ও মায়ীয় এই দ্বিবিধ মলযুক্ত অবস্থায় "প্রলয়াকল", আণব মায়ীয় ও কার্ম্ম এই ত্রিবিধ মলযুক্ত অবস্থায় ইহা 'সকল"।

যাহা অণুর চিৎস্বরূপকে আবরিত করিয়াছে তাহা মায়া। পর শিবের নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার ইচ্ছায় মায়া ও মলের উদ্ভব।

মায়া ও মল হইতে অণুর ভোগ্যরূপ প্রকৃতিতত্ত্বের উদ্ভব। "এবং স্থিতে মায়াতত্ত্বাদ্বিশ্ব প্রসবঃ" এই রূপে মায়াতত্ত্ব হইতে বিশ্বের সৃষ্টি। অণু অর্থাৎ জীবের ভোগ সাধনের জন্য সৃষ্টি। কার্ম্ম (কর্ম্ম জনিত) মল সংসার কারণ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে মায়ার কল দ্বিবিধ। যাহা সংসার বিমুখ ও পরমেশ্বর বিষয়ক তাহা শুদ্ধ, যাহা ইহার বিপরীত তাহা অশুদ্ধ।

এই বাদমতে পরমেশ্বরের নর্ম ক্রীড়ার জন্য জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। এই ক্রীড়ার জন্য তিনি নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অসংখ্য অণু হইয়াছেন এবং সেই সকল অণুর ভোগসিদ্ধির জন্য বেদ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে জীবের পশুত্ব। আবার যখন ইচ্ছা করেন তখন শক্তিপাত দ্বারা কোন কোন অণুকে মোক্ষের দিকে লইয়া যান। তখন মায়ার শুদ্ধ কলের কার্য্যকারিতা হইতে সংসারবিমুখতা আসে। এই মতে মোক্ষ অর্থ অজ্ঞাননাশ, "শিবোঽহং" এই জ্ঞানের উপলব্ধি। ইহা সাংখ্যবাদিদের মোক্ষ হইতে অন্যবিধ।

সৃষ্টির ক্রম বিকাশ তত্ত্ব ও সাংখ্যবাদিদের সহিত শিবাদ্বৈতবাদিগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা প্রকৃতিতত্ত্ব ও গুণতত্ত্বকে দুই পৃথক তত্ত্বরূপে গণনা করেন। তন্ত্রসারে অভিনব গুপ্ত বলিতেছেন—গুণতত্ত্ব সাংখ্যের অপরিদৃষ্ট প্রকৃতি হইতে পৃথক তত্ত্ব, কারণ ক্ষুব্ধ প্রকৃতি হইতেই কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরের উদয় হইতে পারে; অক্ষুব্ধ হইতে তাহা সম্ভবপর হয় না। সাংখ্যের পুরুষ নিয়ত বা অকর্ত্তা। তাহার দ্বারা ক্ষোভ সঞ্চার অযৌক্তিক, পক্ষান্তরে শৈব মতে ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাহা কর্ত্তৃক ক্ষোভসাধনে কোন দোষ নাই।

শৈব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রধান শাখাগুলির যথাসম্ভব সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শৈব দর্শন প্রধানতঃ শিবসংহিতার উপর স্থাপিত। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ব দ্বৈতবাদ মূলক। এই মতে শিব ও পশু (ঈশ্বর ও জীব) স্বতন্ত্র। সাধনা দ্বারা পশুর শিবত্ব লাভ চরম লক্ষ্য। ইহার পরও জীবের শিবের সঙ্গে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না। জীব শিব হয় বটে, কিন্তু শিবত্ব লাভে জগৎ সৃষ্টির শক্তি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে জীবন্মুক্ত পুরুষের যে সকল শক্তি লাভের বর্ণনা আছে, শিবত্বপ্রাপ্ত জীবের শক্তিলাভও তদনুরূপ হয়। সে সকল জগৎ ব্যাপার বর্জ্জিত শক্তি।

লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের দর্শন দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্মত। এই মতে জীব ও শিবের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইলেও অদ্বৈতত্ব লাভ হয় না। উভয়ের মধ্যে এক অচিন্তনীয়রূপ ভেদাভেদ থাকিয়া যায়। ব্রহ্ম-সূত্রের শ্রীকরভাষ্যের রচয়িতাও শৈবদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

এই সূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য শৈবধর্ম্মে বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য হইতে বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতবাদ স্থাপনের ন্যায় শৈবাচার্য্যগণ আগম শাস্ত্রগুলি হইতেও শিবতত্ত্বে ঐ সকল বাদ স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছেন। পরন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় পূর্ণাদ্বৈতবাদ স্থাপনের ন্যায় কাশ্মীর শৈবাচার্য্যগণ শারদাতিলক, তন্ত্রসার প্রভৃতি আগম শাস্ত্রগুলি হইতে পূর্ণাদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বিভিন্ন দার্শনিকেরা নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুযায়ী এই সকল সূক্ষ্ম বিচার হইতে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ কল্পে মহেশ্বরী দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া মহেশ্বর বলিতেছেন,—

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতাঃ॥

জগতে কেহ অদ্বৈতজ্ঞান ইচ্ছা করেন, কেহ দ্বৈতজ্ঞান ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের অতীত হইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

আমরা দেখিয়াছি উত্তর এসিয়ার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত কিরাতাদি নানা অনার্য্য জাতির মধ্যে শৈবধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতবর্ষেও সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত দ্রাবিড় দেশে এই ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছিল। তামিল ভাষায় শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মের সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব আলবারদিগের ন্যায় তামিল ভাষায় তিরুণান সম্বন্ধ প্রভৃতি দ্রবিড় সাধুগণ শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি কবিতায় রচিত। প্রত্যেক কবিতায় ১০টি শ্লোক বা চরণ। ইহার সঙ্গে আর এক চরণে অধিকাংশ স্থলে রচয়িতার নাম যোগ রহিয়াছে। কবিতাগুলিকে পদিগম্ বলা হয়।

তিরুণানের রচিত পদিগম্‌গুলির সংখ্যা ৩৮৪। তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ রচয়িতার নাম অপ্‌পর। তিনি প্রথমে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরে এই ধর্ম্ম পরিত্যাগকরতঃ শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পর সুন্দর নামক অপর এক সাধুর নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার রচিত পদিগম্‌গুলি ৭ খণ্ডে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সাত খণ্ডে সংগৃহীত পদিগম্‌গুলিকে দেবরম্ বলে। ইহারা তামিল শৈবদিগের মধ্যে বেদের ন্যায় পূজিত হয়। যখন রাজপথে বিশেষ বিশেষ শোভাযাত্রা বাহির হয়, তখন বেদমন্ত্রের ন্যায় দেবরম্ মন্ত্রগুলিও উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অষ্টম খণ্ডের নাম তিরুভাষগম; ইহারা উপনিষদ স্থানীয়। ইহাদিগের রচয়িতার নাম মাণিক্কভাষগর। নবম খণ্ডে কোন কোন পদিগম্ চোলবংশীয় রাজা কন্দবাদিত্য রচিত। তাঁহা হইতে পঞ্চম অধস্তন রাজা রাজচোল ৯৮৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন।

দশম খণ্ড তিরুমুলার নামক এক যোগী সাধু বিরচিত। একাদশ খণ্ড অনেকের রচনা। তাহাদের কতকাংশ পেরিয় পুরাণ নামে কথিত। ইহারা পুরাণ শাস্ত্রগুলির অনুরূপ। এতদ্‌ভিন্ন সন্তান আচার্য্য নামক আরও ১৪খানি গ্রন্থ আছে। ইহারা তামিল ভাষায় রচিত শৈব দর্শন—ইহাদিগকে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলে।

বৈষ্ণব আলবারদিগের মধ্যে শতকোপার ন্যায় তামিল শৈব সাধুদিগের মধ্যে তিরুণান্ সম্বন্ধের স্থান অপরাপর সকলের উপর। তাঁহার কবিত্ব শক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার কবিতাগুলি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। প্রত্যেক শৈব মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, দেবতার সঙ্গে তাঁহারও পূজা হইয়া থাকে। তামিল কবি ও দার্শনিকরা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের আরম্ভে বন্দনা শ্লোকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে মাদুরায় পাণ্ড্য রাজার পত্নী কর্ত্তৃক তিনি আহূত হইয়া বিচারে বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে পরাভূত করেন ও অবশেষে রাজাকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

রাজরাজ দেবের রাজত্বকালে তাঞ্জোরে রাজরাজেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দিরে তিরুণান্ সম্বন্ধ-রচিত কবিতাগুলি যাহাতে প্রতিদিন গীত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। রাজরাজদেব ৯৮৪ খৃঃ অঃ সিংহাসন আরোহন করেন। ব্রাহ্মণ শৈবগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের মঠে শতরুদ্রীয় কীর্ত্তনের ন্যায় তামিল মন্দিরে এই সকল কবিতার কীর্ত্তন প্রচলিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ইহারা যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের শতরুদ্রীয় ন্যায় পরম পবিত্র শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুন্দরম্ পিলাইয়ের মত অনুসরণ করিয়া ডাঃ ভাণ্ডারকার মনে করেন রাজরাজদেবের রাজত্বের অন্ততঃ চারিশত বৎসর পূর্বে তিরুণান্ সম্বন্ধের কবিতাগুলি রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ ইহার পরবর্ত্তী

কালের রচনা হইলে কবিতাগুলির বেদ মন্ত্রের ন্যায় পূজার আসন লাভ করা সম্ভবপর হইত না।১

কাঞ্চিপুরীতে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে রক্ষিত লিপি হইতে জানা যায় বিগত ষষ্ঠ শতাব্দীতে তথায় শৈবধর্ম্মের বিশেষ উন্নত অবস্থা ছিল। তথায় পল্লভ রাজা রাজসিংহ প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের দেবতার নাম রাজসিংহেশ্বর। তিনি যে চালক্য রাজা প্রথম পুলকেশীনের সমসাময়িক ছিলেন তাহা কোন কোন লিপি হইতে জানা যায়।২ পুলকেশীনের পুত্র প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মন্ ৫৬৭ খ্রীঃ অঃ সিংহাসন আরোহণ করেন।৩

পেরিয় পুরাণে ৬৩জন শৈব ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তাহারা বৈষ্ণব আলবারদের অনুরূপ। উভয় সম্প্রদায়কেই তথায় বৌদ্ধ ও জৈন-দিগের সহিত বিচারে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐ প্রদেশে প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বে জন-সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ-জৈনধর্ম্মই প্রচলিত ধর্ম্ম ছিল। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মের মূলে বৈদিক ধর্ম্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপর শৈব-

---

১ Before the 29th year of Rajaraja i. e. before 1013 A. D. the Padigams of Sambandha had come to be looked upon as so sacred that the recitation or singing of them was considered an act of religious merit like the repetition of the Śata Rudriya by the followers of the Brahmanic Veda. This character the hymns of Sambandha could not have acquired unless they had come into existence about 400 years before the beginning of the eleventh century. This is consistent with the conclusion arrived at Mr. Pillai that Sambandha flourished in the 7th Century.

Collected Works of R.G. Bhandarkar, Vol. IV.

পিল্লুন্দরম্ পিল্লাই Ind. Ant. Vol XXV এ প্রকাশিত প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করেন।

(২) South Indian Inscriptions, Vol 1 p. 11

(৩) Early History of the Deccan—Second Ed p. 61

ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব সকল মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। ইহা নানাশাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত ও বিভিন্ন আকার ধারণ করায় এই সকল শাখার দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে কিছু কিছু রূপান্তরতা ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু শিবতত্ত্ব অপেক্ষা জীবের শিবত্ব বা মুক্তিলাভের উপায় বা পন্থাগুলির মধ্যেই বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন মত আবদ্ধ।

আমরা দেখিয়াছি মহাভারতের যুগেই শৈবধর্ম্ম উত্তরভারত ও হিমালয়ের উত্তরে সমগ্র তিব্বতদেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। পাশুপত মত ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা। হরিদ্বারে শিব দক্ষ প্রজাপতিকে এই মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

লিঙ্গ যোনি ও সর্পোপাসনা

ত্বষ্টা ঋগ্বেদের একজন অতি প্রাচীন ও প্রধান দেবতা। বিশ্বরূপ তাহার পুত্র। মহাভারতের একটি আখ্যায়িকা (শান্তিপর্ব ৩৪৩ অ:) মতে বিশ্বরূপের মাতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগিনী ছিলেন। বিশ্বরূপ দেবগণের এবং ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত ছিলেন। মাতার অনুরোধে বিশ্বরূপ (অপর নাম ত্রিশিরা) দেবতাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হিরণ্যকশিপুর পৌরোহিত্য স্বীকার করেন। বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে তাহার যজ্ঞ কখনও সম্পন্ন হইবে না পরন্তু এক অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে তাঁহার বিনাশ সাধিত হইবে এরূপ অভিসম্পাৎ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সভা পরিত্যাগ করেন। তদবধি বিশ্বরূপ দেবতাদিগের শত্রু হন এবং অবশেষে ইন্দ্রের হস্তে দধীচির অস্থি নির্ম্মিত বজ্রের আঘাতে নিধন প্রাপ্ত হন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হওয়া মাত্র তাঁহার শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্‌ভূত হয়। ইন্দ্র তাহাকেও ঐ বজ্র দ্বারা বিনাশ করেন। অপর আখ্যান মতে এজন্য ইন্দ্রকেও অশেষ দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে দুইটী ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের জন্য বহুকাল তাঁহাকে মানস সরোবরে এক পদ্মের মৃণাল আশ্রয় করিয়া লুক্কায়িত থাকিতে হইয়াছিল।

এই আখ্যায়িকা মতে বিশ্বরূপ দেবতার পুত্র, তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন বৃত্রও একজন দেবতা। তথাপি তিনি দেবদ্বেষী এবং দেবতাদের উপাসক বৈদিক আর্য্যদিগের অহিতাকাঙ্ক্ষী। বৃত্র বৃষ্টির আবরক। ইন্দ্র ও বৃত্র উভয়ের অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্থিতি। পৃথিবী বক্ষে যাহাতে মেঘ হইতে বারিবর্ষণ না হইতে পারে সে জন্য বৃত্র তাহার বিস্তৃত দেহ দ্বারা মেঘরাশিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। আর্য্যগণ ইন্দ্রের

শরণাপন্ন হইলে দেবরাজ অশনি পাতে বৃত্রকে বিনাশ করিয়া বারিধারা মুক্ত করিয়া দিলেন। ঋগ্বেদে বৃত্রের নানারূপ ও নানা নামের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে অহি, অহিবুধ্ন, শুষ্ণ কয়েকটী নাম। ইহারা সকলই বৃত্রের সর্পরূপে প্রকাশ। অপর সব নাম যথা নমুচি, সমবর, বল, পিশ্রু, কূয়র, উরণ ইত্যাদি। সর্পরূপী বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের সংগ্রামের এবং তাহাকে বিনাশ করিয়া অবরুদ্ধ জলকে প্রবাহিত করিবার অনেক উল্লেখ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার কয়েকটী উল্লেখ করা যাইতেছে—প্রত্যেক মন্ত্র অহি নিধনকারী ইন্দ্রের স্তুতি বিষয়ক। ৫ম-৩০সূ ৬ঋক—

"সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়া জলে নিদ্রিত দেবপীড়ক অহিকে ইন্দ্র পরাজিত করিয়াছিলেন।"

২-১১-৫ "গুহায় অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত, তিরোহিত, জলে অবস্থিত, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছিল যে অহি ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন"।

৬—২০—২ ইন্দ্র বারি নিরোধক অহিবৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।

৪ -১৯—২ ইন্দ্র জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করিয়াছেন।

১—৫২—৬ অন্তরীক্ষে যাহার অসীম ব্যাপ্তি এবং জলরুদ্ধ করিয়া যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরিভাগে শয়ান ছিল, ইন্দ্র সেই বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।

১—৫১—৬ ইন্দ্র শুষ্ণ, সম্বর ও অর্বুদকে হনন করিয়াছিলেন।

সায়ণাচার্য্য শুষ্ণং অর্থ করিয়াছেন 'ভূতানাং শোষণ হেতুং এতন্নামকং অসুরং।' ভূতবর্গের শোষণ অর্থাৎ অনাবৃষ্টিরূপ অকল্যাণ।

বৃত্র কে? তৎকো বৃত্রঃ—উত্তরে যাস্ক বলিতেছেন, "মেঘ ইতি

নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্টোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রভাবকর্ম্মণো বর্ষরূপী জায়তে। তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি। অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণাঃ ব্রাহ্মণবাদাশ্চ। বিবৃদ্ধ্যা শরীরস্য স্রোতাংসি নিবারয়াঞ্চকার। তস্মিন হতে প্রসস্যন্দিরে আপঃ। নিরুক্ত ২, ১৬।

বৃত্র কে ? নৈরুক্তরা বলেন, বৃত্র মেঘ ; ঐতিহাসিকরা বলেন, বৃত্র ত্বষ্টৃর পুত্র অসুর বিশেষ, আপ ও তেজের সংমিশ্রণ হইতে বারিবর্ষণ হয়। রূপকভাবে ইহারই যুদ্ধরূপে বর্ণনা বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলি বৃত্রকে অহি (সর্প) রূপে বর্ণনা করে। এই সর্প তাহার শরীর বিস্তৃত করিয়া নদীর জলপ্রবাহ রোধ করে। ইহার বধ হইলে নদীস্রোত প্রবাহিত হয়।

বৃত্র, অহি, শুষ্ণ প্রভৃতি যে কোন নামেই অভিহিত হউক না কেন ইহা অনাবৃষ্টির কারণ, আর্যদিগের পরম অহিতকর শত্রু। এই শত্রুর বিনাশের জন্য ইন্দ্রের নিকট সব ব্যাকুল প্রার্থনা। প্রো. ম্যাক্‌ডনেল অহিবুধ্নরূপী বৃত্রের একটা মঙ্গলময় দিকের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] কিন্তু ঋগ্বেদে ইহার ঐরূপ কোন একটা দিকের উল্লেখ কুত্রাপি দেখা যায় না—বৃত্র যে আকারেই অবস্থান করুক না কেন ইন্দ্রের সঙ্গে ইহার অহি নকুল সম্পর্ক। অবশ্য পরবর্ত্তীকালের সাহিত্যে ক্রমশঃই সর্পও দেবতার স্থানেই উন্নীত হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরে উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে যে জলের উল্লেখ তাহা অন্তরীক্ষ প্রদেশে বাষ্প-

---

(১) Among the noxious animals of the Rig Veda, the serpent is the most prominent. This is the form which the powerful demon, the foe of Indra, is believed to possess. The serpent also appears as a divine being in the form of the rarely mentioned Ahi Budhnya "the Dragon of the Deep" supposed to dwell in the fathomless depths of the aerial ocean ; and probably representing the beneficent side of the serpent Vṛtra.

রূপে অবস্থিত জল। ইহাই সমুদ্র, (যাহাকে) প্রো ম্যাক্‌ডনেল "aerial ocean" বলিয়াছেন। অহিবুধ্ন এই অসীম জলরাশিকে নিরোধ করিয়া তাহাতে শয়ান ছিল, ইন্দ্র সেই অবস্থায় তাহাকে বধ করিয়া বারিধারার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তরীক্ষ বাষ্পরূপে ভাসমান জল সমুদ্র দেবতা বরুণের স্থান। উত্তরকালে পৌরাণিক যুগে এই আকাশ সমুদ্রের পরিবর্ত্তে সমুদ্র শব্দ দ্বারা যখন পার্থিব সমুদ্র বুঝাইতে লাগিল তখন এই সমুদ্র দেবতা বরুণের আবাস স্থান এরূপ কল্পিত হইল এবং আকাশ সমুদ্রের জল নিরোধকারী অহিবুধ্ন সহস্র শীর্ষ অনন্ত বাসুকি হইলেন, এবং এই বাসুকি দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।[১] ঋগ্বেদের সময় সর্পরূপী অহি আর্যদিগের বিদ্বেষের পাত্রই ছিল, ইহাকে বধের জন্যই ইন্দ্রের নিকট সব আকুল প্রার্থনা।

মহাভারতের যুগে সর্প শিবোপাসনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে দেখা যায়। সর্প মহাদেবের মস্তকোপরি আসন লাভ করিয়াছে, সর্প মহাদেবের জটা ভূষণ। অনুশাসন পর্বের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে উপমন্যুর আখ্যায়িকায় বর্ণনা আছে ;—তাঁহার (মহাদেবের) এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিণাক বিদ্যমান রহিয়াছে ; এক সপ্তশীর্ষতীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যা বেষ্টন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

অন্যত্র (ঐ পর্ব ১৩৪ অধ্যায়) এক বিষধর সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীত এরূপ বর্ণনা আছে। সর্পের প্রতি মহাদেবের এত সব যে অনুকম্পা তাহার পশ্চাতে একটি কৌতুহলপূর্ণ আখ্যায়িকা আছে ; শান্তিপর্বের ৩৪৩ অধ্যায়ে ইহার এরূপ বর্ণনা—

"যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য দীক্ষিত হন, সে সময়

---

১ বৈষ্ণব তন্ত্র অহিবুর্ধ্ন সংহিতায় তিনি দেবতা নারদ নিকট ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি কি তাহা জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভৃগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটনপূর্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে ভুজঙ্গ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া রুদ্রকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে থাকে তাহা হইতে রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কেবল শৈবধর্ম্মে নহে, দেখা যায় বৈষ্ণবধর্ম্মেও সর্প কতক পরিমাণে পূজার আসন অধিকার করিয়াছিল। স্বয়ং সঙ্কর্ষণ (বলরাম) অনন্তের (বাসুকির) অবতাররূপে কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে অনন্ত তাহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে (মৌসল পর্ব ৪র্থ অঃ)। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কোন ব্রাহ্মণের নয়জন মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতির পরিণামরূপী অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকার অতিক্রম করতঃ বৃহৎ উর্ম্মি সঙ্কুল সলিল মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় সহস্র মণিস্তম্ভশোভিত এক পুরী তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় "তথায় সহস্র মস্তক ও দ্বিসহস্র চক্ষু বিশিষ্ট এবং মস্তকের ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জল এবং স্ফটিক পর্বতবৎ নীলকণ্ঠ নীলজিহ্ব অদ্ভুতদর্শন অনন্তকে দেখিতে পাইলেন। ইহার দেহরূপ আসনে স্বয়ং নারায়ণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন।" সর্প বৈদিক আর্যদিগের দেবতা ছিল না পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।[১] সর্পোপাসনা কিরূপে হিন্দুধর্ম্মে প্রথম প্রবেশলাভ করে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

---

(১) Since there is no trace of it (serpent worship) in the Rg. Veda while it prevails widely among the non-Aryan Indians, there is reason to believe that when the Aryans spread over India. the land of serpents, they found the Cult deffused among the aborigines, and borrowed it from them

History of Sankrit Leterature—

Mac Donell.

লিঙ্গ ও যোনি

বৈদিক সাহিত্যে কোন স্থানেই যোনি উপাসনার উল্লেখ নাই। সমগ্র ঋগ্বেদেও যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, মাত্র একটি স্থানে শিশ্ন (লিঙ্গ) দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা ১০ম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের ৩য় ঋক্। ঋষি ইন্দ্রের স্তুতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন ইন্দ্র অবিচলিতভাবে শত দ্বার বিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন আহরণ করেন এবং শিশ্ন উপাসক দুরাত্মাদিগকে নিজ তেজে পরাজিত করেন। লিঙ্গোপাসকরা যে আর্য্য গণ্ডীর বহির্ভূত কোন অনার্যজাতি ছিল তাহা বুঝা যায়। ১৫০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে পতঞ্জলির সময়েও লিঙ্গোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি পাণিনির পঞ্চম অধ্যায় ৩য় প্রকরণে ৯৯ সূত্রের ব্যাখ্যায় শিবের প্রতিকৃতিকে উপাস্য দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অষ্টাবক্রের আখ্যানে (মহাভারত, শাসনপর্ব, একোনবিংশতিতম অধ্যায়) আমরা দেখিয়াছি তিনি উত্তর দিকে কৈলাস পর্বতাভিমুখে যাত্রাকালে পথে এক হ্রদ ও তাহার অনতিদূরে হরপার্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গীতাতে যোনি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই যথা :—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহম্"

গীতা পতঞ্জলির পূর্ববর্ত্তীকালের রচনা ; ইহাতে যোনিশব্দের প্রয়োগ এবং তাহা হইতে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব, এরূপ বলা হইয়াছে ; যোনি উপাসনার সঙ্গে এই বাক্যের কোনরূপ সংশ্রব আছে কিনা বলা কঠিন, তথাপি মহাভারতের সময় হইতেই যে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৌপ্তিক পর্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে মহাদেবের বলবীর্য্য সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে; ইহার বক্তা স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"আমি দেবদেব মহাদেবের পুরাতন কার্য্য সমুদয় বিশেষভাবে অবগত আছি। তিনি সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ। পূর্বে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা লোক সৃষ্টি করিবার জন্য ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন 'তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর।' মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে প্রজা সৃষ্টি করা ঠিক হইবে না এরূপ বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশ করতঃ দীর্ঘ তপস্যায় মগ্ন হইলেন। বিধাতা দীর্ঘকাল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তিনি যখন আসিলেন না, তখন ভূত সৃষ্টির জন্য আর একজন অমরের সৃষ্টি করিলেন। এই অমর রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতাকে বলিলেন, 'ভগবন্ যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি।' ব্রহ্মা বলিলেন 'এক্ষণে তোমার অগ্রজ আর কেহই নাই, মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন, তুমি নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ কর।' অমর তদনুসারে সমুদয় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাবর্গ এইরূপে সৃষ্ট হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এমন সময় মহাদেব সলিল হইতে উত্থিত হইলেন এবং এই সকল অসংখ্য প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবিষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার রোষ অপনোদন উদ্দেশ্যে বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন "মহাদেব, তুমি এত দীর্ঘকাল সলিল মধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে? আর কি নিমিত্ত তোমার লিঙ্গ ভূতলে প্রবিষ্ট করিয়াছ?" তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বিধাতা! আমার অগোচরে আর একজন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে, আমার এই লিঙ্গে আর কি প্রয়োজন? আমি জল মধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি।[১]' তিনি

(১) প্রজা সৃষ্টি করিবার পূর্বে তাহাদের আহারের ব্যবস্থার জন্য তিনি জলমধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। জল হইতেই জীবনীশক্তির উদ্ভব, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃ সাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্বতে প্রস্থান করিলেন।

লিঙ্গ, যোনি ও সর্প সম্বন্ধে অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আর একটী আখ্যায়িকা আছে, ইহা বাসুদেব-উপমন্যু সংবাদ। বাসুদেব পুত্র-কামনায় মহাদেবের তপস্যার জন্য উপমন্যুর আশ্রমে উপস্থিত হইলে উপমন্যু তাঁহার নিকট মহাদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উপমন্যু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত কি না তাহা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মহাদেব ইন্দ্রের রূপ ধারণ করতঃ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উপমন্যু তাহাতে অস্বীকৃত হন। তখন তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহাতে উপমন্যু মহাদেবের মহিমার বর্ণনাচ্ছলে বলেন :—

"লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে, তিনি ঐ দেবাদিদেব মহাদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদয় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। রুদ্রদেব সৃষ্টি বিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সমবেত এই তিন লোক তাঁহারই লিঙ্গ নিঃসৃত বীর্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই" ইত্যাদি।

উপমন্যু কৃষ্ণের নিকট মহাদেবের যে রূপ ও পরিধেয়ের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, মহাদেবের কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে।

মহাদেবানন্দ গিরি "বৈদিক যুগ" নামক গ্রন্থে লিঙ্গোপসনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"যাহার কার্য্যে প্রজাগণ রোদন পরায়ণ হয়েন, তিনি রুদ্র। সংহার বা বিনাশ প্রজাগণের মঃনপুত নহে, সৃষ্টি বা উৎপত্তি তাহাদের খুব মনঃপুত। শিব সংহার কর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে.........। যাহা ভয়ে ভয়ে সম্পাদন করিতে হয় তাহা আমার ইষ্ট নহে। না করিলে নয় বলিয়া করা। এজন্য সংহার কর্ত্তারূপে শিবকে ইষ্ট করিবার প্রণালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনুষ্যগণ বাহির করিয়া লইয়াছেন।............এই পৃথিবীতে লিঙ্গ যোনিতে যোজিত হইয়া প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটায়।......

প্রকৃতি বা শক্তিই তাঁহার (রুদ্রের) যোনি। সুতরাং শিব লিঙ্গ ও শক্তি একত্র এক প্রতীকে দাড় করান হইল.........। ইহা দ্বারা শিব আর সংহার কর্ত্তা রহিলেন না। "অহং বীজপ্রদঃ" পিতা বা সৃষ্টি কর্ত্তা হইলেন। প্রজাগণের মনোরঞ্জক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতীক লিঙ্গোপাসনায় জুটিয়া গেল।"

লিঙ্গোপাসনা ও সর্পোপাসনা এই উভয়েরই মূলতত্ত্ব আরও অনেক গভীর। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইকে অবলম্বন করিয়াই ধর্ম-কর্মের প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের (১০,ম-৯০ সূক্ত) ষোড়শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্বপ্রথম ধর্মানুষ্ঠান।" এই উক্তিরই বা তাৎপর্য্য কি? পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই সকল বিষয়ের মর্ম অবগত হইতে চেষ্টা করিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ং।
উত্তানয়োশ্চমেবা র্যোনিরংতরত্রা পিতা দুহিতু র্গর্ভমাধাৎ॥

ঋ. ১ম. ১৬৪ সূ, ৩৩ ঋক্

দ্যুলোক আমার পালক ও জনক, (পৃথিবীর) নাভি আমার বন্ধু, এবং এই মহী (বিস্তীর্ণ) পৃথিবী আমার মাতা। এই যে উত্তান পাত্রদ্বয়, ইহাদের মধ্যে যোনি আছে, তথায় পিতা দুহিতার গর্ভোৎপাদন করেন।

উত্তান পাত্রদ্বয় দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে বুঝাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অন্তরীক্ষ। পিতা সূর্য্য, দুহিতা পৃথিবী। অন্তরীক্ষ প্রদেশে সূর্য্য আপন দুহিতা পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি উৎপাদন করেন, যে রস সঞ্চারে পৃথিবী গর্ভবতী হয়।

এই ঋষির (দীর্ঘতমা) দৃষ্ট আর দুইটি মন্ত্র (৮ম ও ৯ম ঋক)—মাতা অমৃতের (বৃষ্টির) জন্য কর্ম্মদ্বারা পিতাকে ভজনা করেন। ইহার পূর্ব্বেই পিতা মনে মনে উহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। মাতা গর্ভধারণেচ্ছায় গর্ভরসে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার শস্য উৎপাদনেচ্ছায় পরস্পর বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।"

মাতা অর্থাৎ দ্যুলোক অভিলাষ পূরণ সমর্থা পৃথিবীর ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত অর্থাৎ জলসকল মেঘের মধ্যে ছিল। বৎস শব্দ করিল এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপ গাভীকে দেখিল।(৯ ঋক্)

এই ঋষির প্রায় সকল মন্ত্রগুলি হেঁয়ালিময়, ইহারা অত্যন্ত গভীর অর্থ বহন করে। ইহারা ঋগ্বেদীয় যুগে আর্য্যদিগের সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দেয়।

প্রথম মন্ত্রটী হইতে দেখা যায় সূর্য্য হইতে যে পৃথিবীর উদ্ভব

ঋষি তাহা জানিতেন, দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে যে আর এক তৃতীয় অন্তরীক্ষ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং তথায় রেতঃরূপী জলবিন্দুর সৃষ্টি হয় ও তদ্দারা পৃথিবীর গর্ভ সঞ্চার হয় এই তত্ত্বও তিনি অবগত ছিলেন।

অষ্টম মন্ত্রে দ্যাবা পৃথিবীর উল্লেখ—ইহারা উভয়েই ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন দেবতা। আমরা দেখিব অতি প্রাচীন কালে মানব জাতির প্রাথমিক অবস্থাতেই তাহারা ইহাদিগকে দুই দেবতার আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে পৃথিবী বৃষ্টির জন্য দ্যুলোকস্থ আদিত্যকে কর্ম্ম দ্বারা ভজনা করেন, তাহার ফলে পৃথিবীর গর্ভ সঞ্চার হয়। যে জলরাশি হইতে পৃথিবী রসবতী হন তাহা অন্তরীক্ষ প্রদেশে মেঘ শক্তির মধ্যে নিবদ্ধ আদিত্যের রেতঃস্থানীয় রশ্মিমালা।

বৎস 'শব্দ করিল' ইহার তাৎপর্য্য,—বৃষ্টি শব্দ করিয়া প্রবাহিত হইল, এবং মেঘ, বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি এই তিনের যোগে গাভীরূপী পৃথিবী বিশ্বরূপী হইল, অর্থাৎ পৃথিবীগর্ভ হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রকার পদার্থ সকলের উদ্ভব হইয়া ইহার বক্ষ শস্য শ্যামলাচ্ছাদিত হইল।

পুরুষ সূক্তের ষোড়শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, ইহাই সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় মন্ত্রে (অষ্টম ঋকে) যে কর্ম্মের উল্লেখ আছে উহা এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপী কর্ম্ম।

এই সকল ঋক্‌মন্ত্র রচনার কালে আর্য্যজাতি সভ্যতায় বিশেষ সমুন্নত ছিলেন। মানব জাতির প্রথম আবির্ভাবকালের সঙ্গে

তুলনায় ঋক্‌মন্ত্রগুলি রচনার কাল মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর১। ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এমন মানবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সেই সময়ের লোক যে শারীরিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বর্ত্তমান কালের মানব হইতে হীন ছিল না নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এরূপ মনে করেন ২।

ধর্ম্ম মানবের স্বভাবজাত বৃত্তি—তাহার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মরূপী ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। লিঙ্গ ও সর্পোপাসনার মূলতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রাথমিক মানবের (primitive man) মনোবৃত্তির সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। এস্থলে আমরা তাহার প্রয়াস পাইব।

পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ের প্রস্তর নির্ম্মিত যে সকল যন্ত্র-পাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগের নির্ম্মাণ-কৌশল হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবদিগের সভ্যতার ক্রমবিকাশের আভাস পাওয়া যায়।

এই সকল যন্ত্রপাতিকে প্রত্নতত্ত্ব শাস্ত্র (Archaeology) চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে—ইয়লিথ, প্রাচীন পেলিওলিথ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পেলিওলিথ ও নিয়লিথ। তন্মধ্যে ইওলিথ ও প্রাচীন পেলিওলিথ গুলির নির্ম্মাণের সময় পর্য্যন্ত প্রকৃত মানবের আগমন হয় নাই। ইহাদিগের অধিকাংশ মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায়-মানব সদৃশ। নিয়েণ্ডার্থেল ও হিডেলবার্গের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হইতে বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(১) বৈদিক সাহিত্যগুলির আভ্যন্তরীন্ প্রমাণ দৃষ্টে ৪৫০০ পূর্ব খৃঃ অঃ হইতে ৩০০০ পূঃ খৃঃ পর্যন্ত ১৫০০ বৎসর ঋক্ মন্ত্রগুলি রচনার কাল—বর্ত্তমানে পণ্ডিতদিগের এরূপ অভিমত।

(২) এসম্বন্ধে 'বৈদিক যুগে জাতিভেদ ও তাহার মূলতত্ত্ব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ফ্রান্স ও স্পেন দেশের কোন কোন স্থানের প্রস্তর গাত্রে, গিরি-গহ্বরে ও হাড়ের উপর নানারূপ চিত্রাঙ্কন দেখা যায়। ঐ সকল ত্রিশ হাজার বৎসর কিম্বা তাহা অপেক্ষাও অধিক পুরাতন বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন।

Bones, weapons, scratchings upon bone and rock, carved fragments of bone, and paintings in caves and upon rock surfaces dating, it is supposed, from 30,000 years ago or more have been discovered in both these countries.

H.G. Wells—A Short History of the World

ইহারা সকলেই প্রাচীন প্রস্তরযুগের শেষার্ধে (Newer Paleolithic) যুগে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কাল হইতে ১৫।১৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নূতন প্রস্তর যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে মানব জাতি উন্নতির দিকে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের নির্মিত যন্ত্রপাতিসকল মসৃণ ও কারুকার্য্য সমন্বিত হইয়াছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোকের জীবিকা ছিল বন্য পশু শিকার। তাহাদের রচিত যন্ত্রপাতিগুলির অধিকাংশই শিকার জীবনের উপযোগী ছিল। নূতন প্রস্তর যুগে তদ্ভিন্ন নানারূপ অন্যবিধ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়। আফ্রিকার উত্তর, এশিয়ার পশ্চিম দক্ষিণ অংশে এমন সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা হইতে তত্রত্য অধিবাসীরা কৃষিদ্বারা শস্যোৎপাদন করিতে শিখিয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।১

১ Slowly these neolithic people spread over the warmer parts of the world , and the arts they had mastered, the plants and animals they had learnt to use, spread by imitation and acquisition even more widely than they did. By 10,000B. C. most mankind was at the neolithic level.

—H. G. Wells.

এই সকল অধিবাসীরা ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের উপযোগী উষ্ণপ্রধান দেশ-গুলিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কৃষিকার্য্যের উপযোগী পশুগুলিকেও তাহারা স্ববশে আনয়ন করতঃ গৃহপালিত পশুরূপে ব্যবহার করিতে থাকে। ক্রমে তাহাদিগের নিকট হইতে অপরাপর জাতিগুলি কৃষিকার্য্য প্রভৃতির কৌশল সকল শিক্ষা করিতে থাকে। দশহাজার পূঃ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি নূতন প্রস্তরযুগ অবস্থায় উন্নত হয়। প্রাচীন প্রস্তর যুগেই মানবজাতির দুইটি ভিন্ন শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদিগের অস্থিকঙ্কাল যে সকল স্থানে প্রথম আবিষ্কৃত হয় সেই স্থানের নাম হইতে তাহাদিগকে ক্রেম্যাগ্‌নর্ড ও গ্রিমল্ডি বলা হয়। এই দুই শাখার পরস্পরের সংমিশ্রণ হইতে পৃথিবীর নানাজাতীয় লোকের উদ্‌ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ গ্রিমল্ডি রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহারা আফ্রিকার নিগ্রো, ইলেমাইট্, বুসম্যান, আসিয়ার নিগ্রোয়েড্, অষ্ট্রলয়েড্। আণ্ডামান দ্বীপবাসী ও টাসমেনিয় এই সকল শাখার অন্তর্গত।

পৃথিবীবাসী অপরাপর সমুদয় জাতি ক্রোম্যাগ্‌নার্ড শাখার মধ্যে পড়ে। তাহাদের মধ্যে ৩টা প্রধান ধারা, যথা :—

(১) ভারতীয় আর্য্য, ইরাণীয়, মিড্, আর্মেনীয়ান, গ্রীক, ইটালিয়, কেল্ট, আইরিস, টিউটন, স্কাণ্ডেনেভিয়ান্ কেল্ট-আইবেরিয়ান ও শ্লেভনিয়ান্

(২) বার্বার জাতি, মিশর জাতি, সুমের, দ্রবিড়, মালানসিয়, পলিনেসিও, ইণ্ডুনেসিও, নিউজিলেণ্ড বাসী মাওরি

(৩) সিদিয়ান্ মোগল, তুর্কি, হুন, লেপ্ ইস্থনিয়ান্ এস্কুইমো উত্তর চীন, চীন, গুর্খা, জাপান, বর্ম্মা সিয়াম, পেরু, মেক্সিকো ও এমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান।

এই সকল বিভিন্ন জাতির কোনটাই অবিমিশ্র জাতি নহে।

বিভিন্ন স্থানে গিয়া বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে তাহাদের জাতিগত বৈষম্যের উদ্‌ভব হইয়াছে। H. G. Wells ঠিক বলিয়াছেন,

We have to remember that human races can all interbred freely, and that they separate, mingle and reunite as clouds do.

প্রাচীন প্রস্তর যুগ হইতেই পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ যৌনসংস্রব ঘটিয়াছে। এই সংমিশ্রণ শারীরিক আকার বৈলক্ষণ্যের এক প্রধান কারণ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময় পর্য্যন্তও বর্ত্তমান ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হয় নাই। জিব্রালটার প্রণালী ছিল না, স্পেইন ও আফ্রিকার মধ্যে ইহা সংযোজক ছিল। বর্ত্তমান কাস্পিয়ান হ্রদ, কৃষ্ণসাগর ও ইহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান সকল ব্যাপিয়া তথায় এক মধ্য-আসিয়া ভূমধ্যসাগর বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানে যাহা ভূমধ্য সাগর, তাহা সে সময় য়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নিম্ন সমতল এবং অতিশয় উর্বর এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা প্রদেশ সদৃশ ছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগের কোন সময় জিব্রালটার সংযোজক কর্ত্তন পূর্ব্বক তাহা দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের জল প্রবেশ লাভ করিয়া ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূগর্ভের কোন বিপর্য্যয় বশতঃ মধ্য-আসিয়ার ভূমধ্যসাগর উপরের দিকে উত্থিত হইয়া স্থানে স্থানে মরুভূমি, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান হ্রদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। আসিয়ার সর্ব্বোত্তর পূর্ব্ব অংশে অবস্থিত ব্যারিং-প্রণালীও তখন সংযোজক ছিল। তাহার উপর দিয়া আসিয়া হইতে উত্তর আমেরিকায়ও কোন কোন মানবশাখা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এই সকল ভৌগলিক পরিবর্ত্তন যে কখন ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে অনুমান দশ হাজার খ্রীষ্ট পূর্ব্ব হইতে পৃথিবী-বক্ষ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে মধ্য এসিয়ায় যে সকল মরুভূমি ও আবাদের অনুপযোগী বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড সকল (steppes) দেখা যায়, এক কালে ইহারা লোকের বসবাসের উপযোগী উর্ব্বর ক্ষেত্র ছিল। পশ্চিম দিকে ইয়ুরোপস্থ রুশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব দিকে মধ্য আসিয়া ব্যাপিয়া সমস্ত দেশই আদ্র্র ও উর্ব্বর ছিল।১

ভূমধ্য সাগরের উপকূলস্থ ভূমি নাতিশীতোষ্ণ, অরণ্যভূমি সদৃশ ছিল। পূর্ব্ব উপকুল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র আসিয়ার দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আদ্র্র ছিল। দেখা যায় নূতন প্রস্তর যুগের প্রবর্ত্তনের পর পৃথিবী বক্ষ ইহার বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব উপকুল প্রদেশ হইতে পূর্ব দিকে আসিয়ার আদ্র্র ও উষ্ণ স্থান গুলি ঈষৎ কটা বা পিঙ্গল-বর্ণ এক মানবজাতির অধিষ্ঠান ভূমিতে পরিণত হয়। ভূমধ্য সাগরের চারিদিকের বর্ত্তমান জাতি সকল, দক্ষিণ ও পূর্ব আসিয়ার অধিকাংশ জাতি, বার্বার ও মিসর জাতি, ভারতবর্ষের দ্রাবিড় জাতি, মাওরি, গন্দ, কোল, সাওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি জাতি, পলিনেসিও ও নিউজিলেণ্ডের মাওরি জাতি, ইহারা সকলেই ভূমধ্যসাগরের উপকুলবাসী সেই

১ "About 10,000 B.C. the geography of the world was very similar in its general outline to that of the world to-day.—It is probable that by that time, the great barrier across the straits of Gebralter, the Medeterranean valley had been eaten through and that the Medeterranean was a sea following much the same coast lines as it does now. The Caspian sea was probably still far more extensive than it is at presesnt and it may have been continuous with the Black Sea to the north of the Caucasus mountains. About this central Asian Sea, lands that are now steppes and deserts were fertile and habitable. Generally it was a moister and more fertile world. European Russia was much more a land of swamp and lake than it is now."

প্রাচীন জাতি সকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।১

মানব জাতির যে সকল শাখা আর্য্য শাখা নামে পরিচিত তাহা, এবং মঙ্গলিয়ানরাও মূলে এই একই ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ জাতি হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হইয়াছে অপর স্থানে। Wells বলেন "In the forests of Central and Northern Europe a more blond variety of men with blue eyes was becoming distinguishable, branching off from the main mass of brownish people, a variety which many people now speak of as the Nordic race. In the more open regions of North-Eastern Asia, was another differentiation of this brownish humanity in the direction of a type with more oblique eyes, high cheek bones, a yellowish skin and very straight black hair, the Mongolian people".

Wells এরএই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সমর্থনীয় না হইতে পারে,কিন্তু নর্ডিক আর্য্যও মঙ্গলীয় শাখা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ের বহির্ভূক্ত।

উপরে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূল প্রদেশ হইতে পশ্চিম আসিয়ার মধ্য দিয়া পূর্বদিকে বিস্তৃত এক নাতিশীতোষ্ণ ও আর্দ্র নাতিপ্রশস্থ ভূমিখণ্ডের (belt) উল্লেখ করা হইয়াছে,

---

১ Across the warm temperate region of this rather warmer and better wooded world, and along the coasts stretched, the brownish peoples of the heleolethic culture the ancestors of the bulk of the living inhabitants of the Medeterranean world, of the Berbers, the Egyptians and of much of the population of South and Eastern Asia. This great race had of course a number of varieties. The Iberian or Medeterranean or dark white race of the Atlantic and Medeterranean coast, the Hemetic peoples which include the berbers and Egyptians, the Dravidians, the darker people of India, a multitude of East Indian people, many Polynesian races, and the Moaris are all divisions of various value of this great main mass of humanity.

—H. G. Wells.

তাহা আসিয়ার পূর্ব অংশ চীন পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। ভূমধ্যসাগরের উপকূল বাসী ঈষৎ পিঙ্গলাভ জাতির দ্রাবিড় শাখার ন্যায় কোন শাখা চীন দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে চীনের অধিবাসীরা সেই প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান্ জাতির সহিত মোগল, তুর্কী, প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চীনের অধিবাসীরা তাতার মিসর সুমেরিয় দ্রাবিড় প্রভৃতির ন্যায় একই ভাবাপন্ন ছিল। এই সকল সংস্কৃতিকে heliolethic culture নাম দেওয়া হইয়াছে।

নূতন প্রস্তর যুগের আরম্ভে ইহাদের কোন শাখা বেরিং সংযোজক পথে আমেরিকায় প্রবেশ করে। ক্রমে তাহারা দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের অধিকাংশই যাযাবর অবস্থার উপর উঠিতে পারে নাই। কেবল মাত্র মেক্সিকো, য়ুকেটন ও পেরুতে অনুকূল আবেষ্টন বশতঃ তাহারা স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। ইহারাও সেই হেলিওলিথিক কৃষ্টি ভাবাপন্ন ছিল। আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের বহুকাল পূর্বেই ঈষৎপিংগলাভ মেডিটারেণিয়ন জাতির বিভিন্ন শাখা ভূমধ্য সাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্য্যন্ত সমগ্র আসিয়া মহাদেশের মধ্য প্রদেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে পুরোহিতদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। Hall Cain মনে করেন, যতদূর জানিতে পারা যায় ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী সুমেরিয়ন বা কেণ্ডিয়ানরা সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার অগ্রদূত। সুমেরিয়দিগের মধ্যে দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ বা পুরোহিতের স্থান সকলের উপরে ছিল। মিশর জাতির মধ্যেও পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল, ফেরোয়াকে সাধারণ লোক দেশের প্রধান দেবতার প্রতিনিধি রূপে সম্মান করিত। প্রাচীন চীনদিগের মধ্যেও এই একই প্রথা ছিল। এই কৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেবতাদিগের নিকট নরবলি

প্রদান১। সর্পোপাসনাও অপর এক বৈশিষ্ট্য।

চীনের প্রাচীন কৃষ্টিতে সর্প (ড্রেগণ) কি স্থান অধিকার করিয়াছিল নিং লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যায়।

"The Dragon becomes at will reduced to the size of a silk worm, or swollen till it fills the space of Heaven and Earth. It desires to mount and it rises until it affronts the clouds, to sink, and it descends until hidden below the fountains of the deep.

"And so from a symbol of spiritual power from whom no secrets are hidden, the Dragon becomes a symbol of the human soul in its divine adventures, climbing aloft on spiral gusts of winds, passing over hills and streams, treading in the air, and soaring higher than the highest mountain, bursting open the gates of the Heaven, and entering the Palace of God".

Kuan Tzu

Translated by Cranmer Byng.

চীনদেশের ড্রেগণ পূজা সর্পোপাসনারই নামান্তর। শস্যের বীজ বপন সময় দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য নরবলির ব্যবস্থা ছিল। আমেরিকায় মেক্সিকোতে এই সময় বলি প্রদত্ত মানুষের রক্তের স্রোত প্রবাহিত

১ They (Heliolethic কৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় চীন জাতি) had like Egypt and Sumeria the general characteristics of that culture, and they centerd upon temples in which priest and priest kings offered the seasional blood sacrifics.

H. G. Wells

ইহা বর্ত্তমানকাল হইতে অনুমান ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—

"The linking of these aberrant American civilisations to the idea of a general mental aberration find support in their extraordinary obsession by the shedding of human blood. The Mexican civilization in particular ran in blood; it offered thousands of human victims yearly The cutting open of living victims, the tearing out of the still beating heart, was an act that dominated the minds and lives of these strange priesthoods.

হইত। মিসরীয়, সুমেরীয় এবং দ্রবিড় ও প্রাচীন চীনের কৃষ্টি, বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত একই প্রধান ঈষৎপিঙ্গলাভ বর্ণ বিশিষ্ট জাতির কৃষ্টি ছিল। চীনের উত্তরে হুন, মোগল, তুর্কী ও তাতার এই কয় শাখার লোকের বসতি ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই এই সকল জাতির কৃষ্টির সঙ্গে চীনের ঐ প্রাচীন "হেলিওলিথিক" কৃষ্টির অল্পাধিক সংমিশ্রণ ঘটে। দেখা যায় চীনে নরবলি প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহার স্থলে অপরারর পশুবধের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সর্প বা ড্রেগণ পূজা ক্রমশঃই অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে১।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে, যাহা হইতে এই জগৎ প্রপঞ্চের উদ্‌ভব হইয়াছে এবং যাহাকে প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান বলা হইয়াছে, ইহাতে যজ্ঞে নরবলির ইঙ্গিত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বেদমন্ত্রগুলি রচনার হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই মিশর ও সমগ্র আসিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আসিয়ামাইনর হইতে সুদূর পূর্বে চীন দেশ পর্য্যন্ত শস্য বপন ও কর্ত্তন কালে মেডিটারেনিয়ান ঈষৎ পিঙ্গলাভ মানব শাখার মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। যতদূর জানা গিয়াছে মিশরে নীল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ এবং মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী দুয়াবে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অনুমান ৭০০০ বৎসর পূর্বে এই জাতির দুইটী ভিন্ন শাখা কর্তৃক বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় শাখাতেই নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগই চীনের ন্যায় তাহাদের

(1) "It is quite possible that the earliest civilization of China was a brunet civilisation and of a piece with the Earliest Egyptian, Sumerian and Dravedian civilisations, and that when the first recorded history of China began, there had already been conquests and intermixtures". "If there were human sacrifices, they had long given way to animal sacrifices before the dawn of history". Ibid.

মধ্যেও এই প্রথা দূর হইয়া তাহার স্থানে পশুবধ ও আটা নির্ম্মিত নরমূর্ত্তি বধের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

"Religion like everything else had undergone great refinement. Human sacrifice had long since disappeared; animals or bread dummies had been substituted for the victim". Wells

এই জাতির প্রত্যেক শাখার কৃষ্টিকে 'হেলিওলিথিক কল্চার' বলা হয়। হেলিও অর্থ সূর্য, লিথ অর্থ প্রস্তর। ইহারা সূর্য্যোপাসক ছিল এবং নূতন প্রস্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল। মানব জাতির ইতিহাসে এই জাতির মধ্যেই সভ্যতার সর্ব্ব প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যআসিয়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে চীন পর্য্যন্ত তাহাদের এই সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দ্রবিড় জাতি তাহাদেরই এক শাখা।

লিঙ্গোপাসনাও ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এবং ইহাদের পরবর্ত্তী কালের সেমেটিক জাতি এমন কি গ্রীক ও অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ নরবলি প্রথা ও লিঙ্গোপাসনা মানব জাতির প্রাচীনতম ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহাদের প্রথম প্রবর্ত্তনের কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর না হইলেও ভূমধ্য সাগরের উপকূল প্রদেশই ইহাদের জন্ম স্থান এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। লিঙ্গোপাসনারও প্রথম প্রবর্ত্তক এই heliolithic কৃষ্টি সম্পন্ন জাতি। মিশর দেশের প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায় লিঙ্গ পূজা তাহদের প্রাচীনতম ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল—

"The earliest records of the Egyptions refar to
"Sex Worship"
by Howard.

phallic worship as their oldest institution."

এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত প্রাচীন বেবিলনিয়নদের সময় এক প্রথা ছিল যাহাতে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দেবমন্দিরের দ্বারে পুরুষের সঙ্গ-কামনায় প্রতীক্ষা করিতে হইত ; ইহা হইতে যে অর্থোপার্জ্জন হইত তাহা দেবসেবায় লাগিত। এইরূপ ব্যবহার তাহার পক্ষে অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মকর্ম্ম রূপে গণ্য হইত। এই জন্য দেবমন্দিরপ্রাঙ্গণ অনেক সময় এইরূপ পরপুরুষ-সঙ্গম-প্রার্থিনী স্ত্রীলোকে পূর্ণ থাকিত। তাহা-দিগের মধ্যে সুন্দরী যুবতীদিগের মনোভিলাষ পূরণে হয়ত বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। অনেক দুর্ভাগিনীকে বৎসরের পর বৎসর এই রূপে অবস্থান করিতে হইত।১ ইহারা "বেল" দেবতার উপাসক ছিল। বেল সূর্য্যেরই নাম। (Beal)

দক্ষিণ ভারতের দেবালয়গুলিতে যে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা দ্রবিড়দিগের প্রবর্ত্তিত সেই প্রাচীন প্রথা। হেলিওলিথিক কৃষ্টিবিশিষ্ট এই জাতির লিঙ্গোপাসনা ক্রমে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের ডাইওনিসাস (Dionysus) উৎসবের সময় যে মিছিল বাহির হইত তাহাতে মিছিলের পুরোভাগে মস্তকোপরি লিঙ্গের চিহ্ন বহন করিয়া লওয়া হইত। এতদুপলক্ষে যে ভোজের ব্যবস্থা ছিল, তাহার নাম ছিল লিঙ্গোৎসব ভোজ (মদনোৎসব) (phallic feast)। এই ফেলিক ফিষ্টের নাম Comus কোমাস্। এই কোমাস্ ভোজের সময় আমাদের দেশের হোলি উৎসবের সঙ্গীতগুলির ন্যায় রসমিশ্রিত সঙ্গীত গীত

১ "In many parts of Asia Minor, it was the solemn religious duty of every lady to stand at the temple gates, and give herself to any stranger who asked, and then to deposit on the alter of the goddess the earnings of her holy prostitution."

"The sacred precinct was often crowded with women waiting to be accosted. Some of them had to wait for years.

Frazer—Golden Boughs.

হইত। গ্রীক ভাষায় এই সঙ্গীতের নাম Odios ; এই উভয়ের যোগে কমেডি (Comedy) নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে[১]। ফলতঃ এই ডাইওনিসাস উৎসব অবলম্বন করিয়াই ইস্কাইলিস, সোফক্লিস্ ও ইউরিপিডিসের কৃত গ্রীক ভাষায় নাটক রচনা। ডাইওনিসাস, স্বরূপে দ্রাক্ষালতা বিশেষ। পৃথিবীর শরৎ কালে মৃত্যু ও বসন্তোদয়ে পুনর্জীবন-লাভের ন্যায় এই লতারও মৃত্যুর পর পুনরাবির্ভাব কালে যে আনন্দোৎসব হইত তাহা হইতে ঐ দেশের নাটকের সৃষ্টি।[২] গ্রীক

(১) "Out of that ceremony (Dionysus's feast commemorated by playing the drama of his death and resurrection) came the theatre of Dionysus, and all the glories of Eschyles, Sophocles and Euripides. These plays were part of the worship of Dionysus, and had to deal with a religious subject. And yet comedy came out of the same festival rites; *phallic* emblems were carried at the head of the Dionysian processions. and from this *phallic feast*, called Comus, together with the sexual humour and song (odios) that went with it, came comedy".

Mansions of Philosophy by Will Durant.

২ আমাদের দেশের হোলি উৎসবও ঠিক ইহারই অনুরূপ। সুদীর্ঘ হিম ঋতুর অবসানে বসন্তকালে পৃথিবীর পুনর্জীবন উপলক্ষ করিয়া এক আনন্দোৎসব হইত। ইহাতে বর্তমান রামলীলার ন্যায় দুই পক্ষে এক যুদ্ধের অভিনয় হইত। এক পক্ষের লোকের কাল মুখোস ও অপর পক্ষের হরিতবর্ণাভ রক্তবর্ণ মুখোস থাকিত। এই দুই পক্ষ শীত ও বসন্ত ঋতুর প্রতীক ছিল। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ মুখোস পরিহিত শীতঋতুর প্রতীকরূপী পক্ষের নিধন সাধিত হইত। ইহাই পীতবসনধারী কৃষ্ণ বলরাম কর্ত্তৃক কংস ও তাহার পক্ষীয় লোকদিগের নিধনের অভিনয়। হোলি উৎসব ইহারই পরিণতি। লক্ষ্যের বিষয় যে ব্রজধামে আভিরদিগের মধ্যে এই উৎসবের প্রাধান্য ; আভিরেরা অনার্য্য জাতি, ইহারা আসিয়া মাইনর হইতে দ্বিতীয় খৃঃ অব্দের শেষ কিংবা তৃতীয় খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে এদেশে আগমন করে।

দিগের ন্যায় প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও লিঙ্গপূজা প্রবেশ লাভ করে। রোমানরা এদেশের লিঙ্গাইতদিগের ন্যায় মাদুলির মধ্যে লিঙ্গ ধারণ করিত। তাহা হইলে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইবে এরূপ সংস্কার ছিল। লিবারেলিয়া (liberalia) বেকানেলিয়া (the bacchanalia) ভোজ এই লিঙ্গ পূজার আনুসঙ্গিক মহোৎসব ছিল। প্রজাসৃষ্টির যে দৈব রহস্য তাহার উদ্দেশ্যে এই সকল উৎসব অনুষ্ঠান ছিল।

হায়রপলিসে (Heirapoles) এফ্রোডাইটের (Aphrodite) মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ দুই লিঙ্গ স্তম্ভ আছে (vide Encyclopaedia Britannica, 11th Edition)। এফ্রোডাইট (Aphrodite) দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ও চিত্রপটে তাহার চিত্রাঙ্কনে ভাস্কর বিদ্যা ও চিত্রবিদ্যার চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। এই Aphrodite কে ? গ্রীকরা প্রাচীন বেবিলনীয়ানদিগের শস্যদেবতা ইষ্টার (Ishtar) কে এই নামে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তিনিই সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বর্গের দেবতা ভিনাস (Venus)।

বেবিলনে বসন্তকালের আগমন উপলক্ষে এই দেবতার উদ্দেশ্যে আনন্দোৎসব হইত। গ্রীষ্টধর্ম্মের ইষ্টার (Easter) উৎসবও বেবিলনের এই ইষ্টার (Ishtar) দেবীর আনন্দোৎসব হইতে গৃহীত হইয়াছে। মিসর দেশের প্রধান দেবতার নাম ছিল ওসিরিস (Osiris); ফেরুয়া তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। অসিরিস্ সূর্য্যেরই অবস্থাবিশেষ, এবং তিনি প্রধানতঃ শস্যবপন কালে নরবলি সহকারে শস্যদেবতারূপে পূজিত হইতেন। তাঁহার পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যু কল্পিত হইত। অস্তগামী সূর্য্য ও পক্ষবিশিষ্ট ভ্রমর তাঁহার প্রতীক ছিল। অস্তগামী সূর্য্য যেমন পুনরায় উদিত হয়, ভ্রমর যেমন ডিম্বগুলিকে প্রোথিত করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, কিন্তু

পুনরায় ডিম্বের সহযোগিতায় বাঁচিয়া উঠে, ওসিরিস দেবতাও তদ্রূপ জীবন মৃত্যুর পুনঃপুনঃ অভিনয় দ্বারা নিজের অমরত্ব ঘোষণা করেন।

"Among his symbols was the wide winged scarabens beetle which buries its eggs to rise again and also the effulgent sun which sets to rise". Wells.

অবশেষে এই ওসিরিস দেবতা "এপিস্" (Apis) নামে এক পবিত্র ষাঁড়রূপে কল্পিত হন। এই ষাঁড়ই মহাদেবের বৃষ।

ইসিস্ (Isis) দেবী অসিরিসের পত্নী, অসিরিস্ যখন এপিস্ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন সঙ্গে সঙ্গে ইসিস্ও হথর (Hather) গাভীরূপী দেবতা ক্ষীণ চন্দ্র (crescent moon) রূপে কল্পিতা হইলেন। ওসিরিসের মৃত্যু হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসিসের গর্ভে হোরুস নামে পুত্র জন্মে। এই পুত্র অচিরে ওসিরিসের স্থান অধিকার করে। ইসিস দেবী শিশুপুত্র হোরুসকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষীণ চন্দ্রোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তাঁহার এরূপ প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরে পূজিত হইত।

ওসিরিসের পুনঃপুনঃ মৃত্যু ও জীবনলাভ হইতে তত্রত্য অধিবাসীদের মধ্যে মানবের অমরত্বের জ্ঞান জন্মে :—

"Osiris was represented as repeatedly dying and rising again ; he was not only the seed and the harvest, but also by a natural extension of thought the means of human immortality." Wells.

এই জ্ঞান হইতেই মিসরের মৃত দেহগুলিকে এরূপ সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থা। তাহাদের দেবতা ওসিরিসের ন্যায় এক সময় তাহারাও পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া এই দেহেই প্রত্যাগমন করিবে ইহা তাহাদের বিশ্বাস ছিল।

আর্য্যজাতির এক শাখা অনুমান ১০০০ খৃঃ পূর্ব্বে গ্রীসে আগমন করে। তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিসরের হেলিওলিথিক

কৃষ্টির এক শাখা ফ্রিজিয়ানরা ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, গ্রীস ও আসিয়া মাইনরের স্থানে স্থানে প্রবেশ লাভ করে। ক্রীট দ্বীপে নোসস্ (Cnossos) নামক স্থানে ৪০০০ খৃ পূঃ এক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। আসিয়া মাইনরের প্রসিদ্ধ ট্রয় (Troy) এবং মাইসিনি (Mycenæ) নগরী তাহাদেরই স্থাপিত। মিসর ও নোসস্ এতদুভয়ের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ছিল। মিসরের রাজার ফেরুয়া উপাধির ন্যায় নোসসের রাজার উপাধি মাইনস (Minos) ছিল। ক্রীটের অধিবাসী ডিডেলাস (Dædalus) এবং তাহার পুত্র আইকেরাস (Icarius) সেই প্রাচীন যুগে প্রথম উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণের প্রয়াস পায়। বিমান পথে যন্ত্র বিকল হইয়া আইকেরাসের মৃত্যু ঘটে।

মিসরের ন্যায় এই দেশের লোকেরাও দেবীমূর্ত্তির উপাসক ছিল। ওসিরিসের সঙ্গে আইসিসের বিবাহের ন্যায় এখানকার দেবীদেরও পুরুষ দেবতার সঙ্গে বিবাহ কল্পিত হইত। অসিরিস দেবতার ষাঁড়ের ন্যায় ইহাদেরও কোন না কোন পশু দেবতারূপে কল্পিত হইত। সূর্য্য অথবা কোন নক্ষত্র অথবা সর্পের প্রতিকৃতি অলঙ্কাররূপে এই সব দেবতার প্রতীকরূপে নির্ম্মিত হইত।

গ্রীকরা মিসরে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে আলেকজেন্দ্রিয়া সহর তৎকালীন সভ্য জগতের কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়; কিন্তু ইহা বিশেষ কৌতুহলের বিষয়, মিসরের প্রাচীন দেবতারা সামান্য পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া গ্রীক্‌দিগের প্রধান দেবতা রূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম টলেমি ফেরুয়ার স্থান অধিকার করিয়া সিরাপিয়াম (Serapeum) মন্দির স্থাপন করেন এবং তথায় সিরাপিস্, ইসিস্ ও হোরাস তিন দেবতার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। মিসরের ওসিরিস-এপিস দেবতার নামকরণ করা হয় সিরাপিস্। ইহারা তিন

স্বতন্ত্র মূর্ত্তি, একই প্রধান দেবতার ত্রিবিধ অবস্থা জ্ঞাপন করে ইহা প্রাচীন মিসরের আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস তাহারই জয় সূচনা করে। দেখা যায় উত্তরকালে রোম কর্ত্তৃক মিসর অধিকৃত হইলে রোমানরাও এই সকল দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের জিয়ুস (Zeus) এবং রোমানদের জুপিটার সিরাপিসেরই নামান্তর। বিদেশীয়দিগের কঠোর শাসনাধীনে একদিকে জীবনটা যতই নিরাশার অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হইতে লাগিল, ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনন্ত জীবনেও কোন না কোন সময়ে শুভদিন আসিবে এই বিশ্বাস জনসাধারণের অন্তরে দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। সিরাপিস আত্মার পরিত্রাতা দেবতার (saviour) স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মৃত্যুর পরও তিনিই রক্ষা করিবেন লোকের মনে এরূপ বিশ্বাসও স্থান লাভ করিতে লাগিল। ইসিস্ স্বর্গের রাণী হইলেন। স্থানে স্থানে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং তথায় শিশুসন্তান হোরসকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন এরূপ মূর্ত্তিতে ধূপ ধূনা সহকারে তাঁহার পূজা হইতে লাগিল। পুরোহিতদিগের শিরোমুণ্ডন ও চিরকুমার ব্রত ধারণের ব্যবস্থা হইল।

প্রাচীন বেবিলনের অধিবাসী ও সেমিটিক হিব্রুজাতি উভয়ই এক মেডিটারিনীয়ান জাতির দুই শাখা। হিব্রুজাতির মধ্যেও সূর্য্যোপাসনা ও নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। রেভারেণ্ড্ গ্যানেট প্রাচীন বাইবেলের ব্রহ্মবিভার (Theology) উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

"How can the Bible's theology be consistent with itself when it begins with hunts of a sun-god worshipped with human sacrifice, and ends with a Father in heaven requiring the self-sacrifice of sin ?"

এই সকল হইতে দেখা যায়, প্রাচীন হেলিওলিথিক কৃষ্টির যে শাখা যেখানে গিয়াছে সর্বত্রই শস্য বপন কালে নরশোণিত সহকারে দেবার্চ্চনার বিধি ছিল।

যতদূর জানা যায়, বেবিলনে সর্পোপাসনা প্রথম প্রচলিত হয়। জীবনীশক্তির বিনাশ নাই, ইহা তাহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। বীজটির ভূগর্ভে নিহিত হওয়া মৃত্যু সদৃশ, কিন্তু ইহা পুনর্বার অঙ্কুরিত হইয়া যেরূপ পুষ্প ও ফল প্রদান করে, মানব-জীবনেরও সেই একই অবস্থা। কিন্তু জীবনের অমঙ্গল কোথা হইতে আসে, তাহাদের ধর্ম্ম হইতে সহজে এই প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। অপদেবতাগুলির (demons) অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহারা এই প্রশ্নের সমাধা করিলেন। ইহারা দেবতাদিগের শত্রু। তাহারা লোক দৃষ্টির অগোচরে অন্ধকারময় স্থানে লুকায়িত থাকে এবং সুবিধা পাইলেই লোকের অনিষ্ট করে। ইহারা গোরস্থানে লুক্কায়িত থাকে এবং নানারূপে দেখা দেয়; তন্মধ্যে সর্পের আকারে লোকের অনিষ্ট সাধনই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম। এই সকল উৎপাত নিবারণের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ পুরোহিতের প্রয়োজন। প্রথমাবস্থায় এই সকল অপদেবতার প্রলোভন নিবারণ ও উপদ্রব হইতে রক্ষার জন্য পুরোহিত রহস্যময় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন। পুরোহিতগণ দেবতাদিগের নিকট হইতে এই রহস্যময় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন লোকের এরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু সময়ে তাহারা এই সকল অপদেবতাদের কার্য্যকারক (agent) প্রতিনিধির স্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের পূজাও আরম্ভ হইল। এই ভাবে সর্পোপাসনা প্রথমে আরম্ভ হয়।[১]

---

(১) "The demons were the enemies of the gods, and were always opposing them. They lurked everywhere. They could make themselves invisible. They lived in graves, and

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"বেল" (সূর্য্য) দেবতার উপাসক বেবেলিয়নদিগের মধ্যে প্রাচীন শস্যের দেবতা ইষ্টারের বসন্তোৎসব গ্রীকরা তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়া এফ্রোডাইটের পূজা প্রতিষ্ঠিত করে। এফ্রো-ডাইট মানব ও প্রকৃতি রাজ্যে প্রজনন শক্তির যে স্বাভাবিক প্রেরণা তাহার প্রতিমূর্ত্তি। গ্রীক ভাস্করদিগের হাতে মাতৃত্বের এই যে মূর্ত্তি তাহাতে সর্বপ্রকার অঙ্গসৌষ্টব ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যানুভূতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার সহিত প্রজননের প্রেরণা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ এই মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য, তথাপি নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ অপেক্ষা প্রজনন সামর্থ্যই ইহার মধ্যে অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। মানবজীবনের প্রথমাবস্থায় প্রজনন ক্ষমতাই অধিক বাঞ্ছনীয় ছিল। ইহাতে বাধা জন্মাইতে পারে নৈতিক তেমন কোন নিয়মের তখন পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই। প্রাথমিক মানব জীবনের বাধামুক্ত এই ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য বেবিলনে ইষ্টার দেবতার কল্পনা। তিনি শস্যের দেবতাও ছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহের উপর পৃথিবীর শস্যোৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করিত, সুতরাং ধান্য বপনকালে নরবলি সহকারে তাঁহার পূজা হইত।

---

came out in various shapes, often those of serpents."

"This led to a highly complicated system of priest-hood. The priests were a class set apart by the gods for the prohibition of man from the temptation of the devils. But afterwards they became the agents of the devils, and to propitiate the devils, they sculptured them in golden cubes, and *serpents* that flamed like fire and called on men to bow down to them."

Life of Christ by Hall Caine.

এফ্রোডাইট সম্বন্ধে ডুরাণ্ট (Durant—Mansions of philosophy) বলিতেছেন,—"Rather they admired plentiful maternity and they worshipped love, even honest physical love, with what you might call a reckless indecency", "they thought that a man would surely be unfortunate if he lived without paying the goddess the tribute of the divine madness of love."

গ্রীকদিগের অপর দেবতা এডনিস্‌ও বেবিলনীয়ানদিগের নিকট হইতে ধার করা হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত নাম তামুজ (Tammuz)। বেবিলনের অধিবাসীরা কখন কখন এই দেবতাকে এডন্ বলিয়া সম্বোধন করিত। এডন্ শব্দ প্রভুঅর্থজ্ঞাপক। গ্রীকরা ইহাই দেবতার প্রকৃত নাম মনে করিয়া ইহার এডনিস্ নামকরণ করিয়াছে। তাহারা এই দেবতা সম্বন্ধে বেবিলনীয়ান সেমেটিক জাতির এক জনশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। এই জনশ্রুতি মতে এডনিস্ দেবতার এক বন্য বরাহ হস্তে অপমৃত্যু ঘটে। প্রতি বৎসর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই উপলক্ষে এক উৎসব হয়, তাহাতে এক বরাহ হত্যা করিয়া তাহার মাংস সকলে মিলিয়া ভোজন করে, সঙ্গে সঙ্গে এডনিসের মৃত্যু জনিত শোকও প্রকাশ করা হয়। ইহার কয়েক দিন পর এডনিসের পুনর্জন্মোৎসব হইয়া থাকে।

সার জেমস ফ্রেজার "Golden Boughs" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—"Very probably the legend of his death and resurrection goes back to vegetation rites symbolising the death and resurrection of the soil.

Everywhere in the development of religion an impersonal force is turned into a person and generates a myth."

এখানে নরবলির পরিবর্ত্তে বরাহহত্যাবিধি—ইহার তাৎপর্য্য কি ক্রমে তাহা বুঝা যাইবে।

প্রাচীন হিব্রুজাতিও এই মেডিটারেনিয়ান জাতির এক শাখা। তাহাদের মধ্যেও যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল পূর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। লিঙ্গপূজা ছিল, সর্প ও ষাঁড় লিঙ্গের দুই প্রতীক ছিল। তাহাদের দেবতা বাল (Baal) কর্ত্তৃক পৃথিবীর গর্ভ সঞ্চার হয়। তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয়, এই সংস্কার হইতে নরহত্যা সহকারে এই দেবতার পূজা হইত। মিসর দেশ পরিত্যাগের পর সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল অরণ্যে বিচরণপূর্বক অবশেষে তাহারা যখন কেয়েনাইটে প্রবেশ করে, তখন ঐ দেশের অধিবাসীদিগের অনুকরণে মনুষ্য বধের পরিবর্ত্তে তাহারা মেষশাবক হত্যা করিতে থাকে। হিব্রুজাতির যত কিছু ধর্ম্মোৎসব সকলই শস্যোৎপাদনক্রিয়া-ান হইতে।১

১ "Almost all the Jewish festivals derive from vegetation rites; Mazzoth, Shabuoth (Pentacost) and Sukkoth (Tabernacles), originally celebrated the beginning of the barley harvest, the end of the wheat harvest fifty days later, and the vintage time".

"Pesuch (Pass-over) was the feast of the first fruits of the flocks, a lamb or a kid was sacrificed, and eaten, and its blood was sprinkled on the door as a consoling portion for the hungry god. Later this custom was explained as meaning that God had slain the first-born of the Egyptians, and had spared those of the Israilites whose doors were marked with the blood of the lamb; but this was a priestly invention."

"The Passover feast, like the others, was taken from the

খৃষ্টধর্ম্ম প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের উপর মিশর, বেবিলন প্রভৃতি হেলিওলিথিক কৃষ্টিবিশিষ্ট জাতিদিগের ধর্ম্মের প্রভাব সামান্য নহে। মিসরের "ইসিসের" ক্রোড়ে শিশু পুত্র "হোরাস" হইতে মেডোনা মূর্ত্তির সৃষ্টি। ইসিস্ মূর্ত্তির পুরোহিতদিগের ন্যায় মেডোনা মূর্ত্তির উপাসক রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতরা চিরকুমার ব্রতধারী।

বহু দেবতার উপাসনার স্থলে হিব্রুজাতি এক দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাদের সেই এক দেবতা জিহোবা যুদ্ধ ও ক্ষমতার দেবতা ছিলেন। তাঁহার মধ্যে ক্ষমা কিম্বা দয়ার স্থান ছিল না। দুর্দ্দশার চরম সীমানায় উপনীত সমাজের যে নিমজ্জিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নব ধর্ম্মের প্রচার হয়, তাহাদিগের জীবনে আশার বর্ত্তিকা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহাদিগের জন্য ক্ষমা, সমবেদনা, আশা, ভালবাসা ও পরিত্রাণের বাণী আনয়ন করে। যুদ্ধবিগ্রহের দেবতা ক্ষমাহীন জিহোভা দেবতার স্থানে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হইলেন।
"The Jewish tradition led up naturally to monotheism, but the Jewish god was a god of war and power, and the submerged tenth to whom Christianity appealed wanted a god of forgiveness, pity and love, so Jehovah died and God, the father, was born".

হিব্রু ও বেবিলনীয়ান জাতি মূলে এক হইলেও বেবিলনীয়ানের সভ্যতা ও কৃষ্টি অধিক পুরাতন। দেখা যায় ৫০০০ খৃঃ পূঃ তাহারা তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্ত্তী

---

conquered Canaanite tribe, among whom it was simply the offering of a kid to the local god."

"The lamb was originally the totem of a Canaanite tribe, it passed down into Christianity and became, as Agnus Dei, the symbol of Christ."

Mansions of Philosophy by Will Durant.

প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর সমদূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে উর (Ur of the Chaldeans), বেবিলন (Babeylon) ও নাইনেভা (Nineva) সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনটিই অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে এই তিন দেশের অধিবাসীদিগের প্রভূত দান রহিয়াছে। ইয়ুদি জাতির যখন মেষ পালনশীল যাযাবর জীবন তখন এই তিন (নগরের) লোক সমুদ্র পথে বাণিজ্যব্যপদেশে সুদূর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে গমনাগমন করিতেছিল। নাইনেভা রাজ্যের লোকদিগকে আসিরিয় বলিত। বৈদিকযুগেও সিন্ধু দেশের সঙ্গে তাহাদের যে বাণিজ্য ছিল এবং তাহাদের এক শাখা যে তথায় রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ২৩০০ খৃীঃ পূঃ অব্দে কেলডিয় শাখার রাজা উরগুর (Ur Gur) উরের রাজা ছিলেন, তিনি নিজকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদত্ত হইত। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইত, তিনি তাহা স্বর্গস্থ পিতা ও বিশেষভাবে স্বর্গস্থ মাতার নিকট জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে তাঁহার কথার আদান প্রদান ছিল। ১৬০০ খৃঃ অঃ পূর্বে জুডিয়া নেবকেড্‌নেজার কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তথাকার অধিবাসী হিব্রুরা বন্দী অবস্থায় বেবিলনে আনীত হয়। তথায় দেড়শত বৎসরের অধিককাল তাহাদের বন্দীজীবন অতিবাহিত হয়। নেবকেড্‌নেজার প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি মেডিয়ার

১ "As late as 2300 years before Christ its (Ur of the Chaldees) government was tyranneous monarchy based on the theory of theocracy. It was ruled by a king called the Ur Gur who claimed Divine honours and was believed to be the Son of God. Human sacrifices were made to him, prayers were offered to him & he presented them to his heavenly father, and particularly to his heavenly mother with whom he was believed to be in constant intercourse.

রাজা সাইএক্ জেরিসের (Cyaxares) কন্যা বিবাহ করেন। মিডিয়ানরা আর্য্যদিগের এক শাখা। মেডিটারিনিয়ান ও আর্য্যজাতির মধ্যে পরস্পরের বিবাহের ইহা এক অতি প্রাচীন দৃষ্টান্ত। পত্নীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই রাজা এক অপূর্ব উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি তাহা জগতের পরমাশ্চর্য্যজনক পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা বেবিলনের শূন্যোদ্যান। নিবুকেড্‌নেজার ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাদের অধীনে বাসকালে হিব্রুদিগের জাতীয় জীবনের বরং অনেক উন্নতি হইয়াছিল এরূপ মনে হয়। পূর্বে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের অভাব ছিল, লেখাপড়ার চর্চ্চাও অতি সামান্য ছিল। H. G. Wells লিখিয়াছেন :—

"The Babylonian captivity civilised them and consolidated them. They returned aware of their own literature, an acutely self-conscious and political people."

৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ মিডিয়ার রাজা সিরিয়াস্ কর্ত্তৃক বেবিলন রাজ্য অধিকৃত হয়। সে সময় ডেনিয়েল জীবিত ছিলেন। সিরিয়াসের সৈন্যগণ যখন বেবিলন নগরের দ্বারে উপস্থিত, রাজার পুত্র বেলসেজার (Belshazzar) তখন ভোজন করিতেছিলেন। কথিত আছে সে সময় ঘরের দেওয়ালের গাত্রে অগ্নির অক্ষরে লেখা দেখা যায় "Mene, Mene, Tekel, Upharsin,"

এই লেখার তাৎপর্য্য কি তাহা জানিবার জন্য ডেনিয়েলকে ডাকা হয়। তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে, "তোমার রাজ্য অবসান হইবার সময় আসিয়াছে। ঈশ্বর তোমাকে ওজনে মাপ করিয়াছেন, তুমি যে অযোগ্য তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি তোমার রাজ্য মিড্‌ পারস্যদিগকে দিয়াছেন। হইলও তাহাই, রাজা নবনিডাস্ (Nabonidus) বন্দী হইলেন, ঐ রাত্রেই রাজপুত্র আততায়ীর হস্তে

প্রাণত্যাগ করিলেন। সিরিয়স রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং অচিরে হিব্রুদের দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাদিগকে জুডিয়ায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। ৪৫০ খ্রীঃ অঃ পূর্বে ইজ্রা নামক কোন ব্যক্তি জেরুজিলামে প্রত্যাগমন করেন এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোকের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। ইজ্রা শব্দের অর্থ লেখক। গেনেট মনে করেন, তিনি বেবিলন হইতে তাঁহার জাতির জন্য লিখিত নিয়মতন্ত্র লইয়া আসেন এবং তাহা প্রচার করেন। এই সকল নিয়মতন্ত্রের মধ্যে স্বদেশানুরাগমূলক অনেক বিষয় ছিল, যাহা হইতে লোকের চিত্তে দেশহিতৈষণার ভাব প্রবুদ্ধ হয়।২

ইহা হইতে পুরাতন বাইবেল গ্রন্থ লেখার সূচনা। ৪০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত তিনশত বৎসর কাল এই গ্রন্থ রচনার সময়।

"The old Testament in its present form was rounded out to "Scripture" in the century preceding Christ".
Gannet.

হিব্রুরা সম্ভবতঃ বেবিলন হইতে উরগুরের জন্মকাহিনীর বিষয় অবগত হইয়া থাকিবে। দেবতা ও মানবীর মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে অতি মানবের জন্মের ইহাই হয়তবা প্রথম কাহিনী। হিব্রু জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। দেবতাদিগের ঔরসে মানবীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে তাহাদের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ জেনেসিসে (Genesis) বর্ণনা আছে—

"There were giants in the Earth in those days and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bore children to them, the

২ "Standing near the water-gate, we are told—he read it day by day to his eager listeners. It stirred them mightily these striken patriots in their desolated fatherland."

same became mighty men which were of old men of renown"

প্রথম মিসর দেশে দাস জীবন যাপন, তদনন্তর পুনর্বার বেবিলনে বন্দীভাবে অবস্থিতির ইতিহাস, হিব্রু জাতির জীবনের এক অবিমিশ্র বিষাদের ইতিহাস। তাহাদের নিরাশার অন্ধকারময় জীবনে জেরিমিয়া, এজিকিয়েল, ইসায়া প্রভৃতি প্রোফেটগণ মুক্তির বাণী জ্ঞাপন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত ছিল। এমন সময় গ্রীক্ রাজা এন্‌টিওকাস (Antiochus Epiphanus) তাঁহাদের দেবতা জিহোভার উপাসনার পরিবর্ত্তে গ্রীকদিগের পৌত্তলিক উপাসনা প্রচলনের চেষ্টা করেন। সে সময় ডেনিয়েলের (Daniel) আবির্ভাব হয়।১ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে জাতির মুক্তি লাভের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, মেসাইয়া (Messaia) শীঘ্রই আসিতেছেন, তাহাদেরই কোন রমণীর গর্ভে পবিত্রাত্মার যোগে তিনি অবতীর্ণ হইয়া মেসায়নিক রাজ্য স্থাপন করিবেন। ফলতঃ এই ভবিষ্যদ্‌বক্তার জীবনের ব্রতই ছিল বিশেষভাবে এই মত প্রচার করা। হল কেইন ইহাকে এনজেললজি (angelology) আখ্যা দিয়াছেন এবং মনে করেন খৃষ্ট ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব "ভবিষ্যতে উদ্ধারের যে আশা" এই প্রোফেটের উপদেশই তাহার মূল।২

১ "The prophecies in the Book of Daniel appear to centre in the period in which it was apparently written, the period of Antiochus *Epiphanus*, when that monarch was endeavouring to overthrow the worship of Jehovah and establish in its place the religion of Greece".

H. Caine.

২ The development of the Christian faith owed much to his prophetic work, in so far as the writer of the book never once lost sight of the sublime idea of a future deliverance—a hope which became the very key-stone of Christianity. *Ibid.*

বেবিলন হইতে হিব্রুরা যখন জেরুজিলামে প্রত্যাগমন করে তখন তাহাদের দেশ গ্রীকদিগের অধীন ছিল। গ্রীকরা তাহাদিগের ধর্ম্মের উপর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত। সে সময় বিশেষভাবে ডেনিয়েলের ভবিষ্যদ্ বাণী প্রচার হইতে লাগিল।[১] দেবতার ঔরসে এক হিব্রু রমণীর গর্ভে পবিত্রাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন, এই বিশ্বাস তখন তাহাদের অন্তরে দৃঢ়মূল ছিল। প্রত্যেক অক্ষতযোনি হিব্রু যুবতী নারীই তাহার গর্ভে ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব হউক এরূপ কামনা করিত। এবং এইরূপ আশা বক্ষে পোষণ করিয়া অন্ধকার রাত্রে শয়ন কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া নিদ্রা যাইত, যদি সৌভাগ্যক্রমে দেবতা আসিয়া তাহার গর্ভ সঞ্চার করেন। তাহাদের এরূপ বিশ্বাস সঞ্চারের মূলে চরিত্রহীন পুরোহিতদিগের যে হাত ছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথম ইতিহাস লেখক যোসেফাস (Josephus) যিশুর জন্ম প্রসঙ্গে এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হল কেইন "Life of Chirst" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Nor is this a fable. History is full of such stories. One of the latest and worst of them may be found in Josephus, cheek by jowl, with his fond and foolish words about Jesus of Nazareth, and it is a story how a pure woman was persuaded by a sensual priest to give herself in the darkness of a Roman temple by night to a licentious scoundrel in the belief that she was giving herself to a god and thereby would give birth to god-like children".

অন্যত্র তিনি লিখেছেন—It is very interesting to observe

---

১ এরিষ্টফোনিস্ ১৭৫-১৬৪ খ্রীঃ পূঃ রাজত্ব করেন কিন্তু ডেনিয়েল ৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন।

Writing on the wall ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়া তিনি রাজা

how this idea of the human birth of the Messiah through a woman goes through the history of religions. Later on, we find it in Josephus, as taking place in Rome. In the Talmud, it is the means whereby the so-called supernatural birth of Jesus himself is accounted for".

খৃষ্টের জন্মের ২২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বেবিলনে হেমুরাবি (Hamurabi) নামক এক নরপতি তিন খণ্ডে বিভক্ত আইন গ্রন্থ রচনা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ঐ দেশেই প্রথম লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাটীর ইটে সূক্ষ্ম সূচির অগ্রভাগ দিয়ে অক্ষরগুলি খোদিত হইত। ইহাদিগের নাম কিউনিফরম (cuneiform) লিপি। সহস্র সহস্র ইষ্টক খণ্ডে এই লিপিতে তাঁহার নির্দ্দেশ গুলি খোদিত হইয়াছিল।[১]

সাইরাসের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন ও হিব্রুজাতির দাসত্ব বন্ধন মোচনে সমর্থ হন। কাহারো কাহারো মতে ডেনিএলও জেরুজিলামে ফিরিয়া আসেন এবং মেসায়ার আগমনের শুভ সমাচার প্রচার করেন, আর কোন কোন মতে বেবিলনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নিবুকেড্নেজার ও এরিস্টফেনিসের মধ্যে ৪২৫ বৎসরের ব্যবধান, সুতরাং বেবিলনের ডেনিএল আর জেরুজিলামে মেসায়া শীঘ্রই আসিতেছেন এই সুসমাচারপ্রচারক ডেনিএল এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নহে।

১ বেবিলনেই প্রথম লিপি বিস্তার আবিষ্কার হইয়াছিল, ভারতীয় আর্য্যগণ সেমেটিক জাতি হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে, এমন কি বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে এদেশে এই বিদ্যা অপরিজ্ঞাত ছিল, মোক্ষমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই যে ধারণা ইহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মোক্ষমূলারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (H. L. III.)

পাণিনির ধাতু পাঠে আছে "লিখ অক্ষর বিন্যাসে"। পাণিনির বহু পূর্ব্ব হইতে লিখন প্রণালী প্রচলিত না থাকিলে তাঁহার পক্ষে 'লিখ" ধাতুর এবং "অক্ষর" বিন্যাসের উল্লেখ সম্ভবপর হইত না। ইহারও বহু

ইহাদিগের এক খণ্ড ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক, এক খণ্ড নৈতিক জীবনবিষয়ক, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর আদান প্রদানের মধ্যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মধ্যে, সততা পবিত্রতা রক্ষা পায় তদ্‌বিষয়ক। তৃতীয়খণ্ড ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ক। দেবতাদিগের সঙ্গে

বৎসর পূর্ব্বে রচিত কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় একটি আখ্যান আছে যাহা হইতে বুঝা যায় বৈদিক আর্য্যরাই ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম পথ প্রদর্শক।

আখ্যায়িকাটি :—

বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবান্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি
সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি।
তস্মাদৈন্দ্র বায়বঃ সহ গৃহ্যংত তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য
ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬-৪-৭

বাক্য প্রথম অনুচ্চারণক্ষম অস্পষ্ঠ ছিল। দেবতাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন বাক্যের (শব্দের). অংশগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দিন ; ইন্দ্র বলিলেন আপনাদের নিকট সে জন্য আমার বর প্রার্থনা আছে। আমার ও বায়ু উভয়ের জন্য একই পাত্রে সোমরস ঢালুন। দেবগণ তাহাই করিলেন। তখন ইন্দ্র তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বায়ুর সাহায্যে বাক্যের অংশ বর্ণমালাগুলিকে (স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলিকে) পৃথক করিয়া দিলেন। তাহা হইতে শব্দগুলির পৃথক ভাবে উচ্চারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

ইহারও বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদের সময়ই যে বৈদিক ঋষিগণ কোনরূপ লিপি বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন. এই বেদ হইতে তাহা জানিতে পারা যায় :—

ইহার দশম মণ্ডলের ৭১ সূক্তের ৪র্থ ঋকের প্রথম চরণ :—

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং"
"কেহ কেহ কথা দেখিয়াও দেখেনা—(কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারেনা,) কেহ শুনিয়াও শুনে না"

এখানে যে কথা দেখার উল্লেখ ইহা কোনরূপ লিপিতে নিবদ্ধ না হইলে দেখা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। যে কথাটি দেখিবে তাহা কান বর্ণমালা বা অক্ষর যোগেই ব্যক্ত হউক অথবা কোন চিত্রিত ছবিই

মানবের সম্বন্ধ কি? এবং তাঁহাদিগের পূজার বিধি সকলের ইহাতে সবিস্তার বর্ণনা আছে। তাহাদের ধর্ম্মে ত্রিমূর্ত্তি পূজার বিধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহারা স্বর্গের দেবতা। এই ত্রি-দেবতার প্রত্যেকেরই প্রতিনিধিস্বরূপ পৃথিবীতে অস্থিমাংসসমন্বিত নররূপী ব্যক্তিবিশেষ কল্পিত হইত। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ছিল। তাহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধও ছিল।১

হউক (hieroglyphics), কোনরূপ লিপি প্রচলন ভিন্ন তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী সুক্তের প্রথম ঋকে বিষয়টি আরো পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"দেবনাং নু বয়ং জানা প্র বোচাম বিপন্যয়া।
উক্‌থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে।

"দেবতাদিগের জন্ম বৃত্তান্ত আমরা স্তোত্রের কীর্ত্তন দ্বারা স্পষ্ট বাক্যে প্রচার করিব, যেন তাহা উত্তর কালেও সকলে দেখিতে পাইবে।"

"পশ্যাদুত্তরে যুগে" পরবর্ত্তী কালে দেখিবে! কি দেখিবে? এবং কিরূপে দেখিবে! যদি তাহা কোনরূপ লিপিবদ্ধ না থাকে, সেই লিপি বর্ণমালা সাহায্যেই হউক অথবা কোনরূপ সাংকেতিক চিহ্ন "কেতু" দ্বারা প্রকাশিত হউক। কোনরূপ লিপি সহকারে তাহা রক্ষিত না হইলে পরবর্ত্তী যুগের লোকের পক্ষে তাহা দেখা সম্ভবপর হইতে পারে না।

(১) "The Babylonian cosmology ceased to be the monotheism of the primitive man of the desert, with its minor gods who were the representatives of a single and supreme one. It became a polytheism and has a *trinity of gods* of equal and sometimes of rival authority,—the god of Heaven, the god of Earth, and the god of the watery elements. Each of the three gods had a human as well as a spiritual existence. They were made male and female, and held sexual relations".

Life of Christ—Hall Caine.

একেশ্বরবাদী হিব্রুদিগের উপর মিশর ও বেবিলনের ধর্ম্মের প্রভাবের বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহুদিরা এরূপ উৎকণ্ঠার সহিত যে মেসায়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। যীশু হইতে তাহাদের সেই আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না, সুতরাং সামান্য কয়েকজন নিম্নস্তরের লোক ভিন্ন অপর কেহ তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিল না। আমাদের দেশের সমাজের নিম্ন স্তরে নিমজ্জিত অদৃষ্টবাদিদিগের ন্যায় হিব্রুজাতির মধ্যেও যাহারা নিষ্পিষ্ট ঘৃণিত ও দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত তাহারা যীশুর ঘোষণার মধ্যে আশার বাণী শ্রবণ করিল। যীশুর মধ্যে তাহারা আর্ত্তজনের বন্ধু, ক্ষমাশীল ও দয়ার অবতার দেবতার সন্ধান পাইল। অধিকন্তু ইহজীবনে যাহারা সর্ব্বহারা, পরলোকে তাহাদের জন্য সকল সুখ শান্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে, এই আশার বাণীও তাহাদের প্রাণে নব বল আনয়ন করিল। তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু "হেলিওলিথিক" কৃষ্টির সবকয়টী জাতিই এযাবৎ যে তিন দেবতার পূজা করিয়া আসিয়াছে, যেমন ওরিসিস্, ইসিস্ ও হোরাস, তাহা ত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বর্গস্থ পিতৃবাদ (God the Father in heaven) গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তাহাদের এই বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা প্রয়োজন হইল। এলেকজেন্দ্রিয়ার দার্শনিক ধর্ম্মযাজকগণ গ্রীকদর্শন ও জনশ্রুতি অবলম্বনক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিদেবতা (Trinity) পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মা বাদ (God the Father, God the Son, God the Holy Ghost) স্থাপিত করিল। কেবল তাহাই নহে অপরাপর দেবতা সকলও সামান্য নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাতে স্থান লাভ করিল, ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ফ্রিজিয়ান জাতির জগন্মাতা

(The Great Mother) ইসিস্ ইষ্টার এফ্রোডাইট ভিনাসের স্থান মেরি অধিকার করিলেন। গ্রীসের মারস্ (Mars) প্রধান স্বর্গদূত মাইকেল হইলেন। মার্কারি গেব্রিয়েল ও রেফিয়েলরূপে এই নবধর্ম্মে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি হেলিওলিথিক কৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য দেবতারাও পরিত্যক্ত হইল না। তাহারা এক এক জন পেট্রন সেইণ্ট (Patron Saint) রূপে পূর্ব পদেই প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। The natural polytheism of mankind was restored." [১]

এমন কি All Saint Souls, St. George, St. John the Baptist সংক্রান্ত উৎসব দিনগুলিও পূর্ববর্ত্তী পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সকল লক্ষ্য দিবস করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিব্রুদিগের Passover, বেবিলনীয়দের ইষ্টার (Ishtar) ও গ্রীকদিকের এডনিসের পুনরুত্থান জনিত উৎসব হইতে খৃষ্টধর্ম্মের ইষ্টার (Easter) ও Resurrection গৃহীত হইয়াছে।

যীশুর জন্ম উপলক্ষে খৃষ্টমাস উৎসবও মিসর দেশের সূর্য্যের জন্ম উত্তরায়ণ উৎসব, যেদিন হইতে দিবস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মিশর দেশের ধর্ম্মযাজকরা সেদিন সদ্যজাত সূর্য্যের এক শিশুমূর্ত্তি উপাসক মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিত। অবগাহনও (Baptism) এক প্রাচীন প্রথা, ইহা দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্যগুলি গ্রহণের বয়স উপস্থিত হইয়াছে এরূপ জ্ঞাপন করা হইত।

"Christmas was originally the Egyptian feast of the Birth of the Sun, *i.e.*, the winter solistice, when the holy orb "moved" north and the days began to lengthen. The Egyptians represented the newborn Sun by the image of an infant, which the priest brought out and exhibited to the worshippers".

Golden Bough. Frazer.

---

১ The Mansions of Philosophy. Durant.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন "হেলিওলিথিক" কৃষ্টি সম্পন্ন মেডিটেরিনিয়ান জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস দ্বারা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধর্ম্মমত এবং হিব্রুধর্ম্ম ও তাহা হইতে উৎপন্ন খৃষ্টধর্ম্ম কিরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছে পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার আলোচনা রহিয়াছে। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতীর প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত চীন পর্য্যন্ত বিষুবরেখা ও কর্কট ক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমগ্র দেশে এই জাতির লোক প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিস্তৃত ছিল। নরবলি সহকারে লিঙ্গ পূজা ও সর্পোপাসনা এই জাতির ধর্ম্মের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ দীর্ঘকাল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে দ্রবিড় জাতির সঙ্গে তাহাদের যখন সংমিশ্রণ ঘটে তখন রুদ্রশিবোপাসনা তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রসার লাভ করে, তাহাদিগের দেবতা লিঙ্গ শিবলিঙ্গ, ও সর্প শিবের শিরোভূষণ ও পৈতারূপে কল্পিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় অদ্যাপি আসামের প্রাচীন অনার্য্য জাতি খাসিয়াদিগের মধ্যে নরশোণিত সহকারে সর্পোপাসনার প্রচলন রহিয়াছে। খাসিয়া ভাষায় সর্পকে থ্লেন (thlen) বলা হয়। ইহা সর্ব্ব প্রকার অমঙ্গল ও ভয়ের দেবতা। নরশোণিত দ্বারা ইহার ক্রোধশান্তির প্রয়োজন। এজন্য কোন খাসিয়াকে বলি দেওয়াই বিধি ছিল, এমন কি উপাসকের নিকটতম কোন আত্মীয়কে বলিদানই শ্রেষ্ঠ বিধি, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। নরশোণিতের জন্য আততায়ী নিযুক্ত করা হয়,

ঘাতক যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার শোণিত দিলেই কাজ চলে।

নরবলি সহকারে লিঙ্গোপাসনাই মানব জাতির প্রথম ধর্ম্ম কর্ম্ম। ঋগ্বেদে পুরুষের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যে হব্য প্রদান করার বর্ণনা আছে তাহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান এরূপ বলা হইয়াছে। ইহাতেও প্রথম ধর্ম্ম কর্ম্মে নরবলির ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহা হইতে ধর্ম্ম কি, সহজেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি। মানবের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই বৃত্তির উত্তেজনা সমভাবে আসিতেছে—এই প্রশ্নের শেষ উত্তর কিন্তু আজ পর্য্যন্তও মিলে নাই। মানবের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রগুলি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে। জন্ম দুঃখের আগার, ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভই পরমপুরুষার্থ। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্মের সংজ্ঞা করা হইয়াছে "যতোঽভ্যুদয়ঃ নিঃশ্রেয়সঃ স ধর্ম্মঃ", যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয় তাহা ধর্ম্ম। পৃথিবীর অনেক জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না।

পাশ্চাত্য দেশে religion শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, "ধর্ম্ম"কে ঠিক তাহার প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে না।

"Religio" হইতে religion শব্দের উৎপত্তি। ইহার মূল "religare" এবং "religere"। "religare" অর্থ একত্র বাঁধা। "religere" অর্থ সাবধান হওয়া বা সতর্ক থাকা। ইহা negligere, অসাবধান হওয়া, শব্দের বিপরীত। পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে "religion" এই শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই যে সতর্ক থাকা ইহার সঙ্গে ভয়ের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ভয় হইতে ক্রমশঃ কিরূপে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, আদিতে যাহা রুদ্র তাহা কিরূপে শিব-

রূপ ধারণ করিয়াছে। বৈদিক যুগেই শৈবধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মধ্যে আমরা তাহা দেখিয়াছি।

মানব জাতির জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সুতরাং ধর্ম্ম মানবের সহজাত চিত্তবৃত্তি হইলেও তাহার সংজ্ঞা করা সহজ নহে।

এস্থলে ধর্ম্মযাজক, দার্শনিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কয়েকজন মনীষী ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাহা উদ্ধৃত হইতেছে—

Religion is the conservation of values.

—Höffding.

Religion is an indispensable illusion.

—Renan (History of the people of Israel).

Religion is an intuition of union with the world.

—Havelock Ellis.

Religion is that which brings us into relation with the great world forces.—Gilbert Murray (Four Stages in Greek Religion).

Religion is nothing but the submission to mystery. —Prof. Shotwell (The Religious evolution of To-day).

Religion is a sum of scruples which impede the free exercise of our faculties.—Reniach (History of Religion).

Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite.—Maxmuller.

Religion is knowledge—it gives to man a clear insight into himself and answers the highest questions and thus imparts to us a complete harmony with ourselves and a thorough sanctification to our mind.—Fichte.

Religion is perfect freedom, for it is neither more nor less than the Divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit.—Hegel.

Religion is morality when we look upon all our moral duties as Divine commands; that constitute religion.—E. Kant.

The essence of religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desire.

—John Stuart Mill.

দৃষ্টিভঙ্গার ব্যতিক্রমবশতঃ এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে এতসব পার্থক্য দেখা যাইতেছে। মানবজাতিকে জীবন পথে বহুদূর অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকটি সংজ্ঞার পশ্চাতে শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতা ও সাধনা বর্তমান রহিয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের কোন একটা সংজ্ঞার বিষয়ই তাহার পক্ষে ধারণা করা হয়ত সম্ভবপর ছিল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন—মানব প্রকৃতির যে ঈশ্বরাভিমুখীন্ উচ্ছ্বাস তাহার নাম ধর্ম্ম। উচ্ছ্বাস বলিতে ঈশ্বরানুরাগের প্রভাবে সমস্ত মানব প্রকৃতি—জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা এ সকলের উন্নত হইয়া উঠা বুঝায়।

এমন অনেক ধর্ম্ম আছে যাহাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই, সুতরাং এই সংজ্ঞাও সর্ব্বথা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

টেইল মতে—"a belief in spiritual beings" ধর্ম্ম। জীবনে ধর্ম্মের প্রথম উন্মেষের ইহা নিকট-সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয়।

ফ্রেজার মতে জীবন ও কার্য্যের নিয়ামক কোন অধিকতর ক্ষমতা-শালী শক্তিতে বিশ্বাস এবং তাহার প্রীতি ও প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় তাহা ধর্ম্ম। লুক্রেসিয়াসের মতে ঈশ্বর সৃষ্টির মূলে ভয় রহিয়াছে ; "It was fear that first made gods in the world"—ইহাই জীবনের প্রথমাবস্থার ধর্ম্মসৃষ্টির প্রথম সোপান এরূপ মনে হয়।

এই দেহটাই সব, ইহার প্রয়োজনসকল নির্ব্বাহ করাই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্বপ্নে সে দূর স্থানে গমন করিয়া কত কিছু দেখিল কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে যখন জানিতে পারিল সে তাহার বিশ্রাম স্থানেই রহিয়াছে, কোথাও যায় নাই তখন তাহার নিকট আপনা হইতেই প্রশ্ন উপস্থিত হইল কে এত সব স্থানে গমন করিয়া এত কিছু দেখিয়া আসিল ? দেহকে আশ্রয় করিয়া ইহার অতিরিক্ত এক আত্মা (spirit) আছে, তাহার এই প্রতীতি জন্মিল। তাহার স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়া এই যে তদতিরিক্ত আত্মার অবস্থিতি, জাগতিক যত কিছু সকলেরই মধ্যে তদ্রূপ কোন আত্মা (spirit) বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহার চিন্তা ও বিচার শক্তির স্বাভাবিক পরিণতি। যে পদার্থ আকারে যত বড় তাহাতে যে আত্মা অবস্থিতি করে তাহাও তত বড় ও ক্ষমতাশালী। পাহাড় পর্ব্বত নদী সরোবর আকাশ পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জাগতিক সকল পদার্থই এক একটী আত্মার বহিরাবরণ বিশেষ এই বিশ্বাস জন্মিল। বেবিলনের অধি-বাসীরা মনে করিল সাতটা গ্রহের মধ্যেই সাত দেবতার আত্মা অবস্থিত রহিয়াছে। উরের দেবমন্দিরের ছাদ হইতে এই সকল দেবতার গতি পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহা হইতে ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি।

আত্মা গুলিই সকলের মূলে, বহির্জগৎ ইহাদের বহিরাবরণ মাত্র, এই প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটী বিষয়ও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—ইহাদিগের একটি প্রাকৃতিক বৃত্তির প্ররোচনায় অন্যান্য ইতর জন্তুর ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সংসর্গ ঘটে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু রমণীর গর্ভ হইতে হঠাৎ একটী জীবন্ত শিশুর উদ্‌ভব হয় কিরূপে, শিশুর সৃষ্টিই বা হয় কিরূপে? আর একটী ঘটনা—পৃথিবী বক্ষ এক সময় শুষ্ক মরু সদৃশ হয়, তাহাই আবার শস্যশ্যামলাচ্ছাদিত হয় ইহার হেতু কি? হয়ত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহারা দেখিতে পাইল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীর যোনি মধ্যে পুরুষের রেতঃ সেক প্রয়োজন, তদ্রূপ পৃথিবী বক্ষেও আকাশের রেতরূপী বারিবর্ষণের প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে স্থির হইল পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীযোনি মধ্যে সৃষ্টির দেবতা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীলোকের যোনিতে অবস্থিত সৃষ্টি দেবতার ন্যায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেও সৃষ্টি দেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহারা তাহার কল্পনা করিল, আকাশ হইতে বৃষ্টি রূপী রেতঃ সিঞ্চন হয় পৃথিবী বক্ষ তাহা ধারণ করে, তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয়; আকাশ পিতৃ স্থানীয় ও পৃথিবী মাতৃ স্থানীয়া এরূপ কল্পনার সৃষ্টি হইল।

ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে গম প্রথম হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপন্ন হইত। তথায় এই হেলিওলিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন জাতিই প্রথম কৃষি কার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদন করিতে শিখে। কিরূপে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হইতে পারে ইহা তাহাদের এক বিশেষ অনুধাবনার বিষয় হয়। কৃষিই যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়, কোন কারণে যথোচিত পরিমাণে শস্যোৎপন্ন না হইলে

তাহাদের মহা বিপদ। কখন কখন এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইত। অনাবৃষ্টি তাহার প্রধান কারণ। দেবতা বিরূপ হইয়াছেন তাঁহার রেতঃ সিঞ্চন হইতেছে না, তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন চাই। দেবতার ক্রোধ অপনয়ন ও যাহাতে তাঁহার প্রসাদে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় এই উদ্দেশ্যে বীজবপন সময়ে লিঙ্গ পূজা ও নরবলি দ্বারা তাহার রক্তে পৃথিবী বক্ষ অনুরঞ্জিত করিয়া তাহাতে বীজবপন করা হইত।

"Primitive man depended on good crops much more completely than we do ; he had such meagre provision for famine and draught that he would stop at nothing to ensure an abundant harvest. The notion came to him, as in almost all religions to sacrifice a living, at first, a man, then in more genial ages an animal—to the Spirit of the Earth : the blood sinking into the ground, would appease the god and fertilize the soil. The Indians of Equador sacrificed human blood and hearts when they sowed their fields. . . .sometimes a criminal was sacrificed. The Athenians kept a number of out-castes ready for any emergency that might require the immediate propitiation of the gods, and when plague or famine came, they sacrificed two criminals—one as a substitute for the men of the tribe, the other as a subs-titute for the women. This is the origin of the theory of vicarious atonement."

পরের মঙ্গলের জন্য যীশু খৃষ্টের আত্মবলির কাহিনীর এস্থানেই মূল—ডুরেণ্ট এরূপ মনে করেন। এথেন্সএ থার্গেলিয়া (Thargelia) উৎসবে মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবতার নিকট দুইটা

ছাগকে নির্দ্দয়ভাবে ভাবে ইট নিক্ষেপ করিয়া বধ করা হইত। উৎসবের এক বৎসর পূর্বে কোনটাকে বধ করা হইবে তাহা স্থির করা হইত এবং বৎসরকাল ইহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করা হইত। এই এক বৎসর কাল ইহার প্রতি রাজ সম্মান প্রদর্শন করা হইত। ইহার পরবর্ত্তী বৎসর বসন্ত কালে বীজ বপন সময়ে যে ছাগকে বধ করা হইবে সে এই মৃত ছাগের পুনরুত্থান (resurrection) এরূপ বিশ্বাসে ইহার পূজা করা হইত।

"The victim chosen for the next annual sacrifice was worshipped as the resurrection of the slain victim, an analogy of spring as the revival of the earth-goddess after her apparent demise in the fall.

Myths of the death and resurrection of the god in human form became a part of nearly all the religions of western Asia and north-eastern Africa.

Golden Bough—Frazer.

ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত মানবকে এইভাবে বধ করার পর ইহার মাংস ইত্যাদি ভোজন করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত মানব মনে করিত সে দেবতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহার শক্তি লাভ করিতেছে। ক্রমে মানবের পরিবর্ত্তে অপর কোন পশুকে বধ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। অবশেষে কাল সহকারে পশুর পরিবর্ত্তে দেবতার দেহ ময়দা দিয়ে (পুরোডাস) তৈয়ার করিয়া তাহা ভক্ষণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমেরিকাতে নরবলির প্রথা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। তথায় কাল সহকারে শস্য ও শাক শবজি দ্বারা দেবতার মূর্ত্তি তৈয়ার করা হইত, কিন্তু উপকরণগুলিতে একত্র মিশ্রিত পিণ্ড

করিবার জন্য জলের পরিবর্ত্তে বালকের রক্ত ব্যবহার হইত। পুরোহিত-গণ যাদুমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ঐ দেবমূর্ত্তিকে প্রকৃত দেবতাতে পরিণত করিয়া ইহাকে আহার করিয়া দেবতাকে আহারের পুণ্য সঞ্চয় করিত।

খৃষ্ট ধর্ম্মের ইউকেরিষ্ট উৎসবে রুটি ও মদ্যের মধ্যে যে যীশুখৃষ্টের মাংস ও রক্তের কল্পনা করিয়া তাহা ভক্ষণ করা হয় তাহাও এই একই প্রথার অনুসরণ।

প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে এব্রাহাম তাঁহার পুত্র আইজাককে বলি দিবার জন্য দেবতার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, অবশেষে জেহবা তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে মেষ বলি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই যে কাহিনীর উল্লেখ, ইহা নরবলির পরিবর্ত্তে পশুবধের ব্যবস্থা প্রচলন বুঝায়।

পুরোহিতগণ দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি দিতেন সত্য, কিন্তু দেহের যত সকল উৎকৃষ্ট উপাদেয় অংশ তাহা নিজেদের জন্য রাখিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু মজ্জামিশ্রিত নাড়ীভূড়ি ও হাড় নিবেদন করিত।

"The primitive priest liked flesh as much as the gods; he soon found ways of keeping the most edible parts of the sacrificed animal for himself, leaving for the gods only the entrails or the bones deceptively covered with fat". —Durant.

দেবতাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চমৎকার ফন্দি বটে!

প্রজা সৃষ্টির প্রতীক দেবতা লিঙ্গ। সৃষ্ট প্রজার জীবন ধারণের উপযোগী শস্যোৎপাদন শক্তির প্রতীক দেবতা আকাশ ও পৃথিবী। ইহাদিগের উদ্দেশ্যে পশুরক্ত সহকারে যে ক্রিয়ানুষ্ঠান তাহা যজ্ঞ, এবং ইহাই প্রথম ধর্ম্মকর্ম্ম। পুরোহিতগণ রহস্যময় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে

এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই মন্ত্রোচ্চারণ ও তাহার আনুসঙ্গিক কার্য্য গুলিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "magic rites" যাদুকার্য্য সংজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রত্যেক ধর্ম্মেরই দ্বিবিধ অঙ্গ থাকা প্রয়োজন। ইহাদিগকে ধর্ম্ম বিজ্ঞান (theory) এবং ধর্ম্মের ক্রিয়া পদ্ধতি (practice) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাকে 'magic rites' বলিয়াছেন তাহা ধর্ম্মের দ্বিতীয় অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে কতগুলি কার্য্যানুষ্ঠান এই দ্বিতীয় অঙ্গের অধিকৃত বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মন্ত্রগুলিকে 'magic formula' আখ্যা দিয়াছেন। ইহারা কি বাস্তবিকই অর্থশূন্য কতগুলি বাক্যের উচ্চারণ মাত্র অথবা ইহাদের মধ্যে কোনরূপ রহস্যপূর্ণ শক্তি রহিয়াছে তাহা বিবেচনার বিষয়। প্রাথমিক মানব, যাহা কিছু নিয়ে এই স্থূল জগৎ তাহার প্রত্যেক পদার্থই এক অতীন্দ্রিয় চৈতন্যময় শক্তির অধিষ্ঠান ভূমি মাত্র এরূপ জানিয়াছিল এবং নিজের দেহটাকেও তদ্রূপ মনে করিত। যাহা কিছু ভৌতিক পদার্থ সকলের মূলেই চৈতন্য শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই শক্তির সহিত অপরাপর শক্তির যোগসূত্র স্থাপন করার প্রচেষ্টা অতি স্বাভাবিক। অনুসন্ধিৎসা মানবের এক স্বাভাবিক বৃত্তি। কোনরূপ সমস্যার সম্মুখীন্ হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার সমাধান না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই বৃত্তির উত্তেজনার নিবৃত্তি নাই। প্রাথমিক জীবনে পশু শিকার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। সে জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হইত। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান সাধারণতঃ তাহাকে এই সকল সমস্যার উপায় উদ্‌ভাবন করিতে হইত। পরবর্ত্তী কালের পৌরোহিত্য পদের ইহা অঙ্কুর।

হল কেইন লিখিয়াছেন—

"Only the eye of the spirit can see the things of the spirit. And who will say that the things of the spirit were not as clear to the brain of the primitive man as they are now to the brain of the man we call civilized ?"

যাহা অতীন্দ্রিয় বিষয় মূলক তাহা অবগত হইবার শক্তি বর্ত্তমান কালের উন্নত স্তরে অবস্থিত মানবের ন্যায় প্রাথমিক মানবের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান ছিল না একথা কে বলিতে পারে ? পক্ষান্তরে ইহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে মানব যতই জড় শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে খাটাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজকে জড়ের মধ্যে নিমগ্ন করিতেছে সেই অনুপাতে যাহা জড়ের অতীত সেই সকল বিষয়ের অনুভব ক্ষমতা তাহার ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাথমিক অবস্থায় সে নিজকে অতীন্দ্রিয় চৈতন্যশক্তি বিশেষ বলিয়া জানিত এবং তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী চৈতন্য শক্তি দ্বারা সে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে এরূপ মনে করিত। নানারূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে বাস হেতু স্বভাবতঃই ঐ সকল শক্তির প্রসন্নতা লাভের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। জীবনের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন এই নির্ভরশীলতার ভাব তাহার অন্তরে নিরন্তরই বর্ত্তমান থাকিত। বর্ত্তমান কালের সভ্য জাতিগণ প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়কে স্ববশে আনয়ন দ্বারা জীবন পথ সুখসেব্য ও সরল করিয়াছে, কোনরূপ আধিদৈবিক শক্তির শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন রাখে না, অধিকন্তু জীবনটা এতই জটিল হইতেছে যে ঐ সকল কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার সময়ও পায় না। প্রাথমিক জীবনে অবস্থা অন্যরূপ ছিল। অভাব প্রয়োজন খুব কমই

ছিল—কিন্তু অভাবমোচন ও যাহা প্রয়োজনীয় তাহা প্রাপ্তির জন্ত তাহাদিগকে সেই চৈতন্যশক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। অনুক্ষণ এই অনুধ্যান হইতে তাহাদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ানুভূতি (spiritual insight) অধিকতর তীক্ষ্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। "Eye of the spirit can see things of the spirit" ইহা বড়ই সার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সকল মানবের পক্ষেই তাহা সমভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু ইহাও ঠিক বর্ত্তমান কালের তথাকথিত সভ্য মানব প্রয়োগের অভাবে তাহার সেই ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যোগীরা সাধনা দ্বারা যে শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, আদিতে মানবের ইহা যে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাভাবিক শক্তি ছিল না, কে বলিতে পারে?

বর্ত্তমান কালেও একের উপর অপরের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায় ইহাতে সাধনা দ্বারা ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা যে উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। অদ্যাপি যাহারা জীবনের এক প্রকার প্রাথমিক অবস্থায় হিংস্রপশুসমাকীর্ণ অরণ্য-ভূমিতে বাস করে তাহাদের দর্শন, আঘ্রাণ প্রভৃতি শক্তি যে সাধারণ লোক হইতে অনেক প্রবল তাহা সকলেই অবগত আছে। অধিকন্তু তাহাদের এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন প্রকৃতির এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও যে আছে, যদ্দ্বারা তাহারা ভবিষ্যৎ বিপদ আগমনের বিষয় পূর্বাহ্ণে জানিতে পারে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

মন্ত্রপ্রয়োগ এবং অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত উপকরণগুলির যথাযথ ভাবে স্থাপন সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই অপরিহার্য্য বিধি। ইহা ধর্ম্ম কর্ম্মের এক রহস্য। যাঁহারা আচার্য্য বা পুরোহিত তাঁহারা এই রহস্য অবগত আছেন, সাধারণের এই বিশ্বাস। যাদুমন্ত্রগুলি সমুদয়ই বিশেষ

শক্তিবিশিষ্ট। এই শক্তি প্রয়োগ হইতে আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রথমাবস্থায় ইহা প্রতীক মাত্র ছিল। ডুরান্ট বলেন "Usually it is sympathetic and relies upon suggestion"। তাঁহার এই মত খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হইতে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা বিচিত্র নাহে। ভিতরে এই শক্তি রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য অন্যান্য যত কার্য্য-বিধি। দৈবশক্তির নিকট যে জন্য প্রার্থনা তাহা বুঝাইবার জন্য তাহার অভিনয় করা হইত; এমন কি বর্ত্তমানেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। জার্ম্মনীর কোন কোন স্থানে, সারভিয়া ও রোমেনীয়ায় যখন অনাবৃষ্টি ঘটে তাহা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বালিকার দেহ হইতে কাপড় উম্মোচন করিয়া পরম সমারোহের সহিত পুরোহিত যাদুমন্ত্র সহকারে তাহার শরীরে জল ঢালিতে থাকে।[১] ইহা দ্বারা কি জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা জ্ঞাপন করা হয়। বোর্ণিও দ্বীপে ডাইক(Dyak জাতির মধ্যে এক প্রথা আছে স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে কোন যাদুকর ডাকা হয়। সে ব্যক্তি প্রসব যাতনা লাঘব করিবার জন্য ও শীঘ্র শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য নিজের দেহেতে যাতনার ভাণ পূর্বক নানারূপ ক্রিয়া করিতে থাকে। কিছু কাল পর সে তাহার উদরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে এক খণ্ড ইষ্টক ফেলিয়া দেয় তদ্দৃষ্টে সন্তানও ভূমিষ্ট হইয়া পড়ে।[২] পৃথিবীর সকল জাতির

---

1. To this day in Roumania, Servia parts of Germany, when rain has been long withheld, a young girl is stripped and water is poured over her ceremoniously, to the accompaniment of magic formulas". —Reinach.

2. Among the Dyaks of Borneo when a woman is in labaur, a magician is called in who tries to ease her pains, and to let the child born quickly, by himself going through the contor-

মধ্যেই এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকের প্রাণস্বরূপ এক দেবতার অস্তিত্বে যে বিশ্বাস, তাহা হইতে কবিতার এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে যাদুমন্ত্রগুলির প্রয়োগ ও উচ্চারণ হইতে, নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে যাদুমন্ত্রের দান এখানেই শেষ হয় নাই।

সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল যে সকল প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত, তাহাতে কার্য্য হইতে কারণ কি তাহা অবগত হওয়ার জন্য অধিকাংশ সময়ই বিশেষ জটিল তর্ক বিচারের প্রয়োজন হইত না। সমাজের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ সকলে তাঁহারই শরণাপন্ন হইত। তিনি মূল কারণ কি তাহা যুক্তি ও বিচার দ্বারা হয়ত স্থির করিতে সমর্থ হইতেন, তথাপি নিজের প্রতিপত্তি ও রহস্য জ্ঞান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এই সকল যাদুমন্ত্রের প্রয়োগ করিতেন। অধিকাংশ সময় এই মন্ত্র শক্তিও বিচার শক্তির সহায়ক এরূপ বিশ্বাস ছিল। ইহা হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্‌ভব হইয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে গিয়া তাহারা রসায়ন শাস্ত্রেরও সন্ধান পান। যাদুমন্ত্র সহকারে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকার্য্যকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, (metaphysics), চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির উদ্‌ভব হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবী বক্ষ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্যোৎপাদনের জন্যই নরবলি সহকারে লিঙ্গোপাসনার প্রবর্ত্তন। ইহাতে

---

tions of delivery. After some minutes of his pantomic suffering he lets a stone drop from his waist, and utter a formula designed to induce the fætus to imitate the stone."
—W. Durant.

যাদুমন্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল মন্ত্রপ্রয়োগের মধ্যে তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা থাকিত, কি উদ্দেশ্যে এই সকল মন্ত্রের প্রয়োগ হইতেছে তাহা বুঝিতে যেন দেবতার অন্তরে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে সে সময় প্রত্যক্ষরূপে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের ব্যবস্থা থাকিত।[১]

শিকারই যখন জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল, নানারূপ হিংস্র জন্তুসমাকুল অরণ্য বাসভূমি ছিল, অথচ কোন কোন জাতির পশুকে স্ববসে আনয়ন করতঃ পশুচারী জীবন আরম্ভ হইয়াছে, তখন কোন কোন বিশেষ পশু ও কোন কোন বৃক্ষে তাহাদের জীবনবিনাশ-ক্ষম দেবতারা অবস্থিতি করিতেছে এরূপ মনে করিয়া বিশেষভাবে ঐ সকল পশু ও বৃক্ষের পূজা করা হইত। ক্রমে এই প্রথা কৃষি জীবনযাপনকারিদিগের মধ্যেও প্রচলিত হয়। তাহারা নরবলির পরিবর্ত্তে কোন বিশেষ পশুর বধপ্রথা প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে। বসন্তোৎসবে নরশোণিতে ভূমি কর্দ্দমাকারে পরিণত করিয়া তাহাতে বীজ বপনের পরিবর্ত্তে ঐ বিশেষ পশুর শোণিতে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে। যে পশুটীকে বলি দিতে হইবে উহাকে চিহ্নিত করা হইত। এই চিহ্নিত করার নাম টোটেম। ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে ইহা একটি বিশেষ ধাপ। নরবলির পরিবর্ত্তে পশুবলির প্রবর্ত্তন।

পৃথিবীর সমুদয় জাতির মধ্যে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছিল। পশুটাকে এক বৎসর কাল দেবতারূপে পূজা করা হইত। তদনন্তর বসন্ত উৎসবে ইহাকে বলি দেওয়া হইত। ইহার মাংস ভোজন করিয়া সকলে মনে করিত দেবতার মাংস ভোজন করিলাম।

1. Marriage-rite included full consummation of the marriage, so that she, who gives birth might have no excuse for misunderstanding what was expected of her."

উপনিষদ্ যুগে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রবর্ত্তন হইতেছে দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সম্বন্ধে অধ্যাত্মতত্ত্ব, যথা—

উষা যজ্ঞীয় অশ্বের শির, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, মুখবিবর বৈশ্বানর অগ্নি, সংবৎসর ইহার আত্মা। এইরূপে যাহা কিছু নিয়ে জগৎ-প্রপঞ্চ, যজ্ঞীয় অশ্বে এই সমুদয়ই আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে প্রজাপতি স্বয়ং অশ্বমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি ওতপ্রোতভাবে তাহাতে ব্যাপ্ত হইলেন। অশ্বকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান পূর্বক ইহার মাংস ভক্ষণ করা যেন দেবতাকেই ভক্ষণ করা, অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য স্থাপন করা। [১]

ইংলণ্ডের সিংহ, ফরাসীজাতির ঈগল, রুশিয়ার ভল্লুক, ইহারা ঐ সকল জাতির টটেমরূপে পুজিত পশুসকলের প্রতিকৃতি নিশানস্বরূপ (Insignia)। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোন সময়ে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশও তাহার বাহিরে ছিলনা। চারি শত খৃঃ অঃ পূর্বে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ "নিদ্দেশে" যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহতে হাতি, ঘোড়া, গাভী, কুকুর ওকাকের উপাসকগণের নামোল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় হেলিওলিথিক কৃষ্টিসম্পন্ন দ্রবিড় জাতির লোক থাকা খুবই সম্ভবপর।

ধর্ম্মের ক্রম বিকাশের পরবর্ত্তী ধাপকে ইংরাজিতে টেবু (Taboo) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। উপাস্য দেবতার এক বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত পূজারী ভিন্ন অপর কাহারই সেই দেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। স্পর্শ করিলে হয় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু, অথবা

(১) আমাদের দেশে বৈদিক যজ্ঞে পশুবধ প্রথাও তাহাই। বৈদিক যজ্ঞ ও আর্য কৃষ্টি নামক গ্রন্থে তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন বর্ণের বিগ্রহ স্পর্শের অনধিকার ইহার দৃষ্টান্ত। সকল জাতির মধ্যে অদ্যাপি কোন না কোন আকারে ইহা প্রচলিত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্বপুরুষদের দেবতার আসনে স্থাপন করিয়া তাহাদের পূজা পরবর্ত্তী ধাপ। বিশ্বাস ছিল যত কিছু জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্যে অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই দেবতার তুষ্টি সাধনোদ্দেশ্যে ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে অরণ্যাণীর নানা পশুর মধ্যে সেই দেবতার বিশেষ অধিষ্ঠান রহিয়াছে এই বিশ্বাসে তাহাদের পূজা, তদনন্তর নররূপী দেবতার পূজা। মানব আকারে আবির্ভূত ঈশ্বরের আরাধনা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে একটী মধ্য-বর্ত্তী (transition) অবস্থা ছিল যাহাতে দেবতা পশু ও মানব উভয়াকৃতির মিশ্রণরূপে কল্পিত হইত। মিশর দেশের ফিনিক্স্ ও আমাদের দেশের নৃসিংহমূর্ত্তি ইহার দৃষ্টান্ত। গ্রীসের ইতিহাসে মিনটোর, সেণ্টর (centaurs) সেটারস্ (satyrs) ইত্যাদি ইহার অপরাপর দৃষ্টান্ত।

স্বপ্ন হইতে আদিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার সত্তাতে বিশ্বাস এবং তাহা হইতে প্রথম ধর্ম্মের সৃষ্টি। স্বপ্নকে অবলম্বন করিয়াই আধি-দৈবিক দেবতা অবশেষে ঈশ্বর হইয়াছেন।

অনেক সময়ই আমরা স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির দর্শন পাই। প্রাথমিক অবস্থায় মানব যখন ইহা দেখিল তখন তাহার অন্তরে প্রতীতি জন্মিল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায় না। আত্মাটা বর্ত্তমান থাকে এবং অলক্ষিতভাবে জীবিত দিগের মধ্যে আসা যাওয়া করে, ইহলোকে যে যত বড় শক্তিশালী থাকে পরলোকস্থ তাহার আত্মাও তদনুরূপ শক্তিশালী হয়। জীবিতাবস্থায় শত্রু ছিল পরাক্রমশালী তেমন ব্যক্তির আত্মা তথায়ও শত্রুরূপে অনিষ্ট সাধনে তৎপর থাকা সম্ভব,

অথচ তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। এই ভয় হইতে তাহার প্রসন্নতা লাভের জন্য পূজা। প্রথমতঃ, যাহা ভয়ের কারণ ছিল তাহার প্রসন্নতা লাভের জন্য এই যে প্রয়াস তাহা হইতে ধর্ম্মকর্ম্মের সৃষ্টি। ইহলোকে যাঁহারা হিতৈষী বন্ধু ছিলেন বিশেষভাবে নিজের পিতৃপুরুষরা—পরলোকে গমনের পর তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তো একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহাদের ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তির সঞ্চার স্বাভাবিক, তাঁহাদের নিকট আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনাও স্বাভাবিক। শত্রুর প্রেতাত্মা হইতে যাহাতে অমঙ্গল না ঘটে সে জন্য তাঁহার পূজা, আর এ জীবনে যাঁহারা ভক্তি ও প্রেমের আস্পদ ছিলেন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহাদের পূজা, এতদুভয়ের মধ্যে যে মনোবৃত্তি তাহা হইতে ঐশী-শক্তির কল্পনা, এবং যে দেবতাতে এই সকল শক্তির একত্র সমাহার রহিয়াছে তিনি ঈশ্বর।

মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত নিরন্তর আমাদের যে আত্মিক যোগ রহিয়াছে কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস এত প্রবল যে তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে একজন দাসের উপর তাহার ভার দিয়া ঐ ব্যক্তির মস্তক ছেদন করা হয়, তাহার দেহমুক্ত আত্মা ঐ সংবাদ বহন করিয়া থাকে। যদি কোন ভুল হয়, অথবা নূতন কোন খবর দেওয়া প্রয়োজন হয়, তখন অপর এক ব্যক্তির উপর এই ভার অর্পণ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার আত্মাকে পাঠান হয়। ১

---

1. So real is the society of the dead that in many regions messages are sent to them, at great cost; a chief summons a slave, delivers the message to him verbally and then cuts off his head. If the chief forgets something, he sends another decapitated slave after the first, as a postscript". —Allen"

আমাদের দেশে যে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ইহা পরলোকগত পিতৃপুরুষদের সহিত আত্মিক যোগ যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা জ্ঞাপন করে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বিশেষভাবে যিনি বংশের আদিপুরুষ, ক্রমে তিনি দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং কোন বিশেষ দেবতা হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে থাকে। এইরূপে পুরাণের (mythology) সৃষ্টি হয়। আমাদিগের দেশের সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন দুই ক্ষত্রিয় রাজবংশ ইহার দৃষ্টান্ত।

ধর্ম্মজ্ঞানের পর পর অনেক ধাপ অতিক্রম করার পর অবশেষে মানব এক নরদেবতার সন্ধান পাইয়াছে। প্রথমতঃ বিশ্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় আত্মা সকল বিরাজ করিতেছে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে পদে পদে তাহার বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই বিশ্বাস জন্মে। বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য এই সকল আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম। ইহার পরবর্ত্তী ধাপ বংশ বৃদ্ধি ও পৃথিবীর শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নর শোণিত সহকারে লিঙ্গোপাসনা, তদন্তর পশুপূজা এবং ইহার পরবর্ত্তী ধাপ রাজাদিগকে ও পূর্বপুরুষদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া নরাকার দেবতার পূজা করা। পূর্বপুরুষের পূজা হইতে ক্রমে ধর্ম্মে ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহাকে সর্বপ্রকার দৈহিক শক্তির আধার এরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করা হইত। মানবের দৈহিক বলকে অতিক্রম করিয়া পশুর দৈহিক বল রহিয়াছে এ জন্য পশুমধ্যে সেই দেবতা বিরাজ করিতেছেন এ বিশ্বাসে পশুপূজা (To:em)। ক্রমে যখন জানিতে পারিল শারীরিক বলে পশু অপেক্ষা হীন হইলেও বুদ্ধি বলে মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন পশু দেহ ও মানব দেহের সংমিশ্রণে সেই দেবতার রূপ কল্পিত হইল। পরবর্ত্তী

বিকাশ পরলোকগত পিতৃপুরুষদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। মানব জাতির যত ধর্ম্ম সকলই এই কয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। স্পেনসার (Spencer) বলেন—'All religions could be reduced to ancestor worship', আদিতে পাশবিক শক্তির পূজা পূর্বপুরুষ পূজার মূল হইলেও এই পূজা হইতে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে; এবং দেবতা যে শুধু পাশবিক শক্তির আধার তাহা নহে, তিনি সর্ব মঙ্গলের আলয়ও বটে এবং তাঁহা হইতে সর্বপ্রকার নৈতিক নিয়ম প্রসূত হইতেছে—এই সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া চলাতেই মানবের কল্যাণ, মানব এই জ্ঞানও লাভ করিয়াছে। ডুরাণ্ট বলেন—

"When ancestor worship came it brought a great change in religion : it humanised it, so to speak, and allowed it to conceive deity in terms first of the strongest, then of the finest men. It prepared the way for the great anthropomorphic faiths of Judea, Greece and Rome".

কিন্তু যাহা কিছু জাগতিক ব্যাপার সকলের পশ্চাতে যে এক মঙ্গলময় শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে মানবের মনে এই জ্ঞানের উদয় হইতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাপেক্ষ ছিল। পিতৃলোকের অমরত্বের কল্পনা হইতে যত কিছু প্রাকৃতিক শক্তি আছে তাহাদের মূলে কোন দেবতা বর্ত্তমান রহিয়াছে এই জ্ঞান জন্মে এবং তাহা হইতে বহু দেবতার পূজামূলক ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। যে জাতিতে যে আবেষ্টনের মধ্যে এই সকল দেবতার কল্পনা, সেই জাতির জীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভালমন্দ গুণাবলী সকলই কোন না কোন আকারে ঐ সকল দেবতাতেও আরোপিত হইয়াছিল। দেবতারা অমর থাকিয়া গেলেন

সত্য, কিন্তু যাহারা উপাসক তাহাদের নৈতিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রকৃতিতেও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিল। মানুষের নৈতিক জীবনের যখন বিশৃঙ্খল অবস্থা তাহাদের দেবতার তখন ঠিক তদনুযায়ী অবস্থা। এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৬০০ খৃঃ অঃ পূর্বে জিনকন বর্ণনা করিয়াছেন—মানুষ কল্পনা করে দেবতাদেরও তাহাদের মত কথা বলিবার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় এবং দেবতারাও তাহাদের মতই কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি ইতর জন্তুদিগের মূর্ত্তি রচনার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাহারাও নিজেদের প্রতিকৃতি অনুযায়ী তাহাদের দেবতার মূর্ত্তি রচনা করিত।[১] হোমার ও হিসিয়ডের সময়ে দেবতাদের চরিত্রে এত যে কলঙ্ক দেখা যায় তাহা তদানীন্তন গ্রীক জাতির জীবনের কলঙ্ক কালিমার প্রতিবিম্ব মাত্র। নীতিবিগর্হিত এই সকল অপকার্য্যে দেবতারা মানুষ অপেক্ষা অধিক চতুর, এইমাত্র তাঁহাদের দেবত্ব। মানবের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তাই দেখা যায় গ্রীক দেশের অলিম্পক্ পর্বতবাসী এই সকল দেবতার চরিত্র বর্ণনে হোমার ও প্লেটোর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।'[২]

1. Even so oxen, lions and horses, if they had hands wherewith to grave images and would fashion gods after their own shapes, and make their bodies like to their own. Even so the gods of the Etheopeans are swarthy and flat nosed, and the gods of the Thracians are fair-haired and blue-eyed. Even so Homer and Hesiod attributed to the gods all that is a shame and reproach among men—theft, adultery, deceit and other lawless acts.

2. The complaint about the immorality of the Olympian family reveals the process whereby the gods die; they are left

গ্রীস দেশের দেবতাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সকল দেশের দেবতাদিগের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। প্রথমাবস্থায় জীবনের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন আত্মরক্ষার প্রেরণাই সকল কার্য্যের উৎস ছিল, এই জন্য এমন কোন কার্য্যই গর্হিত বলিয়া গণ্য হইত না, যাহা আত্ম-রক্ষার অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্রমে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যখন স্থিরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, নৈতিক জীবনও বিকাশ লাভের অবকাশ পাইল, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের মনোবৃত্তি উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিল। হেলিওলিথিক কৃষ্টি-সম্পন্ন হিব্রুজাতির যুদ্ধের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর দেবতা জিহোভার স্থানে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন দেবতা ইন্দ্রের স্থলে বিষ্ণুনারায়ণের আসন পরিগ্রহের মূলে একই সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল দেশেই প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি বিভিন্ন দেবতারূপে কল্পিত হইত। এই সকল শক্তির মূলে যে এক দেবতার কার্য্য, বিদ্যমান রহিয়াছে মানবের অন্তরে এই সত্যের বিকাশ হইতে অনেক সময় লাগিয়া ছিল। ইহা মানব জাতির আধ্যাত্মিক চরম উন্নতির পরিচায়ক। এই এক মূলশক্তি হইতে অপরাপর সকল শক্তির উদ্‌ভব। ইহা যখন মানব জানিতে পারিল, তখন এই সকল শক্তির একত্র সমাহার দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা হইতে পারেন কিন্তু পারমার্থিক সত্য যাহা, তাহাকে ঈশ্বর রূপে

---

behind in the moral development of humanity. The adulterous, thieving, and lying gods of the early Greeks were formed by men, to whom such behaviour seemed legitimate: it was an age of piracy, rape and war, and the gods were conceived as ideal experts in these ancient accomplishments. It was the progress of moral refinement that made these villainous dieties repulsive to the spirit of Xenaphanes and Plato.

অভিহিত করা মানবের কল্পনার সৃষ্টি। মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এই যে চিরন্তন সম্বন্ধ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পতঞ্জলি মানবকে পুরুষ আখ্যা দিয়া ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়াছেন। তিনি ক্লেশ বিপাক ও আশয় হইতে সদা মুক্ত এবং তাঁহাতে সকল ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান্ এবং মানবের পক্ষে সকল মঙ্গলের আকর। মানব এও জানিতে পারিল যদিও সে ক্লেশ বিপাক ও আশয় হইতে মুক্ত নহে, এই সকল বন্ধনহ ইতে মুক্ত হইবার তাহার অধিকার আছে। ইহা তাহার পুরুষকার ও ঈশ্বরের কৃপা এতদুভয় সাপেক্ষ। ইহা হইতে মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এক বিশেষ যোগ স্থাপিত হইল। ইহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস, সাধনা ও যুক্তি বিচার দ্বারা সত্য নির্ণয়ের প্রয়াস। ইহা হইতে দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়ের সৃষ্টি। কার্য্য হইতে কারণ নির্ণয়ের যে প্রয়াস ইহা মানবের স্বভাবজাত বৃত্তি। এই বৃত্তির প্রেরণায় জাগতিক ব্যাপার সকলের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি (consistent interpretation of the world) তাহা জানিবার যে প্রয়াস তাহা হইতে দর্শনের সৃষ্টি। ইহার সঙ্গে যখন ভাবপ্রবণতা মিলিত হয় তখন তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। বিষয়টা আর এক ভাবে বলা যাইতে পারে, যাহা পারমার্থিক সত্তা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইতেছে এক একটী মানব। সেই সমগ্র বা সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি মানবের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপনের পন্থা নির্ণয়ের প্রয়াস যখন একমাত্র নিজের বিচার শক্তির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তখন তাহা হইতে পারমার্থিক তত্ত্বমূলক দর্শনের সৃষ্টি হয়। এই প্রয়াসে যখন সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টি মানবের চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস মিলিত হয় তখন তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। [১]

---

1. "They (men) will continue to long for union and co-operation with whole of which they are separately insigni-

যাহা সমগ্র তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহারই অংশ বিশেষ ক্ষুদ্রের যে ঐকান্তিক অনুরাগ ও নির্ভরশীলতার ভাব তাহাতে আরাধ্য দেবতাকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আর্ত্ত জনের বন্ধু, বিপদ ভঞ্জন এবং সর্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান। এই সম্বন্ধ যখন গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয়, তখন তিনি উপাসকের যোগ-ক্ষেম বহনকারী হন। ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন নিরাশার ঘনতমসা চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া আসে, তখন তিনিই পরম সুহৃদরূপে নিকটে রহিয়াছেন, ভগ্ন ও ব্যথিত প্রাণকে জোড়া দিবার জন্য, জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য তিনিই সারথি রূপে সহায়ক রহিয়াছেন, ভক্ত এই সকল জানিতে পারে। হৃষিকেশ রূপে তিনি তাহার উপদেষ্টা ও অনুমন্তা তাঁহার স্নেহাবেষ্টনের মধ্যে ভক্তের স্থিতি, তিনিও ভক্তের অন্তর বাহির সর্বত্র পূর্ণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। এখানে মানব-জীবনের কৃতার্থতা, ইহা ধর্ম্ম। মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষার কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যের এই যে সম্বন্ধ বহির্জগতেও ইহাকে প্রতিফলিত করিয়া স্থূল জগতের মধ্য দিয়াও তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান্ তখন নরদেহ ধারণ পূর্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই কোন না কোন রূপে এই তত্ত্ব স্থান লাভ করিয়াছে দেখা যায়। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান নাই, যথা-বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম তথায় ভগবান বুদ্ধদেব ও তীর্থঙ্কর দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে।

মানব মাত্রেরই সখা ও সুহৃদ রূপে একজন বর্ত্তমান

ficant parts, that total perspective which, when merely intellectual, is philosophy and truth, becomes when touched with devotion to the whole, the essence and secret of religion."

আছেন যাঁহাতে সকল শক্তি ও সকল ঐশ্বর্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগসাধনই হইল মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতা (highest values of life) এবং ইহাই হইল ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ।

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে ধর্ম্মতত্ত্ব গুলির যখন বিচার আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল ইহাদের অনেক বিষয়ই অলীক, অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ঈশ্বর নর দেহ ধারণ করিয়া প্রাকৃত মানবের ন্যায় এই পৃথিবী বক্ষে বিচরণ করিয়াছেন অথবা প্রয়োজন হইলে তিনি পুনর্বার তাহা করিবেন—বিজ্ঞান ইহা গ্রহণ করিতে পারিল না, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধেও নানারূপ তর্ক উপস্থিত হইল। আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর স্থিতি, ইহাই ছিল মানবের চিরন্তন বিশ্বাস। জ্যোতিষ শাস্ত্র যে দিন ইহাদের যথার্থ স্থান নির্ণয় করিল, সেই দিন এই সংস্কারের উপর যে ধাক্কা লাগিয়াছিল তদনন্তর যতই নূতন তত্ত্ব সকলের সন্ধান মিলিতেছে, বিশ্বের বিশালত্ব সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান প্রসার লাভ করিতেছে এবং সৃষ্টি প্রহেলিকা রূপ প্রাচীর দ্বারগুলি যতই বিজ্ঞানের কুঠরাঘাতে একের পর অন্যটি উদ্‌ঘাটিত হইতেছে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের ধারণা ও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। যাহা কিছু জাগতিক সকলের কার্য্য কারণ পরম্পরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিজ্ঞান কতগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সন্ধান পাইল যাহাকে অনুবর্ত্তন করিয়া বিশ্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে ; ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরের কোন সন্ধান মিলিল না। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ শিক্ষিত সমাজে প্রসারলাভ করিতে লাগিল।[১] এই সংশয় যে

1. From the moment when Copernicus announced that the Earth was only a speck of dust in an infinity of worlds, the old faith was doomed.. There was no centre, no up or down, any more. The Earth lost all its dignity, and it be-

কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণারই ফল তাহা নহে। দেখা যায় প্রাচীন ঋগ্বেদীয় যুগেই কোন কোন ভারতীর ঋষির অন্তরে এরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল।

যথা,—দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন ;—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুস্মাকমংতরং বভূব।

নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থ শাসশ্চরংতি॥

যিনি ইহা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা জানিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ সেই ক্ষমতা রাখে না। কুঞ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানাপ্রকার জল্পনা করে। আপন প্রাণের তৃপ্তিসাধন জন্য আহারাদি করাই লক্ষ্য (সেই জন্য) তাহারা স্তব স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে।

দেবতা দিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ঋষিদিগের অন্তরে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহাও দেখা যায়।

যথা,—

ঋষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিতেছেন "হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনিয়াছ এবং তোমার উপাসক আর্য্যদিগকে পুত্র দাসাদি প্রদান করিয়াছ," ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন "তোমার কি বাস্তবিকই তাদৃশ ক্ষমতা আছে?

(৬-১৮-৩)

অপর ঋষি নেমি আরো পরিষ্কার ভাষায় এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। শত্রুদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিযানের প্রাক্‌কালে

came impossible to believe that the organising power behind it, this immeasurably enlarged universe had come down to this planet and taken the form of man to suffer and die for the negligible sins of a negligible race.

ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমরস প্রদানে আয়োজন হইয়াছে, তখন ঋষি সংগ্রামেচ্ছুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; "ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে তাঁহার উদ্দেশ্যে মদকর সোম প্রদান কর; কিন্তু আমি নেমি বলিতেছি ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে দেখিয়াছে ?" (৮-১০০-৩)

খৃষ্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক Protagoras বলিয়া গিয়াছেন "Whether there are gods or not, we can not know"

বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগে নিরীশ্বর বাদ বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে ডুরাণ্টে বলিতেছেন ;—

"The College student to-day as flung into physical and chemical laboratories where he sees the world dessolved and reconstructed under his eyes, without so much as a mention of God".

প্রাক্ বিজ্ঞান যুগে মানব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের অপরিসীম মহিমা দর্শন করিয়া তদ্গত চিত্ত হইয়া তাঁহার বন্দনায় নিমগ্ন হইত এবং তাহার জীবনে ও নানারূপ শিল্পকার্য্য নির্ম্মাণ কৌশলে সৌন্দর্য্যের ভাব প্রতিফলিত করিতে চেস্টা করিত। তাহাদের সেই অন্তঃকরণের এই যে উচ্ছ্বাস তাহা হইতে সঙ্গীত ও কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তরের এই সৌন্দর্য্যানুভূতি হইতে যত রকম স্থপতি বিদ্যা ও কলা বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে, এবং ইহাদের প্রভাবে ধর্ম্মও ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর রূপ ধারণ করিয়াছে। কানন ভূমির নিবিড় নিস্তব্দতার মধ্যে তাঁহারা বন দেবতার সন্ধান পাইতেন, পরিদৃশ্যমান জগৎ এক মহাশক্তির বহিরাবরণ বস্ত্র এই ছিল সেকালের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও

ধারণা। বিজ্ঞানের নির্ম্মমাঘাতে প্রকৃতির এই সম্মোহন বহিরাবরণ বস্ত্র শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; যে নগ্নরূপ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, ডুরাণ্ট তাহার এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"Modernity sees in nature only so much raw material for useful articles; it tears down trees to make newspapers, and poisons the air and the streams with chemicals; it forges new tools and hurries to control the Earth.

The decay in belief is due in great part, to the increasing egotism of man, dressed in a little brief omnipotence; he can do everything with his levers, and so he has no more use for God".

ডুরাণ্টের এই উক্তি বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষিত লোকদিগের সম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রয়োজ্য। মানবের প্রখর বুদ্ধি বৃত্তির নিকট অনেক প্রাকৃতিক শক্তি বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, মানবও তাহাদিগকে নানা ভাবে খাটাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা হইতে সে গর্ব ও অহঙ্কারে বক্ষ স্ফীত করিয়া মনে করিতেছে,যাহা কিছু জাগতিক সকলই তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন। গীতার ভাষায় সে অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া নিজেই কর্ত্তা এরূপ মনে করিতেছে। তাহার জীবনের নিয়ামকরূপে অপর কোন শক্তির বশ্যতা স্বীকারের কোন প্রয়োজন সে মনে করিতেছে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে জগদ্ ব্যাপারের যে সকল রহস্যের পর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তাহাতে মানবের বুদ্ধিবৃত্তির উপর অপরিসীম আস্থা স্থাপন এবং নিজকে "dressed in a little

brief omnipotence" এরূপ মনে করা হয়ত খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে।

বৈজ্ঞানিকগণ ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা লঘু। সর্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ ইউরেনিয়াম হাইড্রোজেন হইতে ২৩৮ গুণ ভারী। এই সকল পদার্থের পরস্পরের সহিত রাসায়নিক সংযোগ ও সংমিশ্রণ হইতে জড় জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। পদার্থগুলির ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু, এবং ইহা অবিভাজ্য। জড়, শক্তি ও জীব (Matter, Energy, Life), এই তিন নিয়ে সৃষ্টি। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে অতিশয় বিস্ময়কর এক নূতন তত্ত্বের সন্ধান মিলিয়াছে। পরমাণুসকল আর অবিভাজ্য নহে।

১৮৯৬ খৃঃ অঃ লর্ড রথারফোর্ড ইউরেনিয়ম্ ও থোরিয়াম ধাতুর মধ্যে এক অভাবনীয় শক্তির খেলা চলিতেছে দেখিতে পান। তিনি ইহাকে তেজস্ক্রিয়া (radio-activity) সংজ্ঞা দেন। এই শক্তির সাহায্যে পরমাণুগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহারা কি কি উপাদানে গঠিত তাহা বাহির করা সম্ভবপর হয়। দেখা গেল জগতের উপাদান-ভূত পদার্থগুলি মৌলিক নহে, এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হইতে পারে।

ইহা হইতে তিনি মন্তব্য করেন :—

"This precious information on the structure of all atoms seems likely to provide us with a key so to speak to unlock the secrets of the constitution of our material world",

যাবতীয় জড় পদার্থেরই মূল উপাদান দুইটি বৈদ্যুতিক শক্তিকণা—ইলেকট্রন ও প্রোটন। প্রোটন ধনাত্মক (positive), ইলেকট্রন ঋণাত্মক (negative)। এতদুভয়ের সংখ্যা ও সংস্থিতি হইতে বিভিন্ন পদার্থের ভেদ হইয়াছে। প্রোটনের উপরিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির এক মধ্যবর্ত্তী শাঁস (Core) আছে, যাহাতে কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রকাশ নাই। ইহাতে উভয় ধর্ম্মী বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সাম্যাবস্থা রহিয়াছে। ইহার নাম নিউট্রন। ইলেকট্রন প্রোটন উভয়ই তড়িৎ শক্তি; প্রোটনের মধ্যবর্ত্তী শাঁস মধ্যে জড়ের গুণ গুরুত্ব প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা ওজনে এত হাল্‌কা যে ছয়শত কোটি নিউট্রন কণিকার মোট ওজন একটি দুআনির এক পঞ্চমাংশ মাত্র—

"The neutrons are non-electrical bits of elemental matter found only on the core of atoms. One neutron is so small that six hundred billion of them weigh only one fifth of the weight of a two-anna coin".

Howard W Blakeslee—

পরমাণুগুলির বিশ্লেষণ হইতে দেখা গিয়াছে এযাবৎ যে ৯২টি মৌলিক পদার্থের ধারণা ছিল, তাহা ঠিক নহে। ইলেকট্রন ও প্রোটন নামক দুইটি তড়িৎ শক্তি পদার্থনিচয়েরই মূল উপাদান। জড় পদার্থগুলি স্বরূপে শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র।[১] যে পরিমাণ শক্তি রূপান্তরিত হইয়া যে পদার্থের সৃষ্টি করে সেই পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে তুল্য পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, ইহার একটি

(১) এই সকল বিষয় সম্বন্ধে—"ওঙ্কার ও গায়ত্রী তত্ত্ব" গ্রন্থের ১ পরিশিষ্ট "সৃষ্টি তত্ত্বে" বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

অপরটির পরিমাপক (Equivalence of mass and energy), আইনষ্টিন তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইউরেনিয়ম্ পদার্থের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডে পরমাণুগুলির মধ্যে কত যে শক্তি নিবদ্ধ থাকে সম্প্রতি এটমিক্ বমে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জড় পদার্থরূপে যাহা আমাদের অনুভূতির বিষয় বিজ্ঞান এক মহাশক্তিতে তাহার বিলয় সাধন করিয়া দেশ কাল সকলকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া একমাত্র সেই শক্তিই যে সর্ববস্তুরূপে বিরাজমান রহিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। এটমিক বমের ন্যায় ইহাও এক অন্ধশক্তি। ইহার পশ্চাতে জ্ঞান শক্তির বিকাশের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

জড় পদার্থের সঙ্গে যখন প্রাণ শক্তির সংযোগ হয় তখন তাহা সজীব হইয়া উঠে। কিরূপে ইহা সংঘটিত হয়, বিজ্ঞান সে রহস্যভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই।

জীবজগৎ, উদ্ভিদ্ ও বিচরণশীল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় শ্রেণীর মধ্যেই লিঙ্গভেদ রহিয়াছে, কতকগুলি পুং জাতি ও কতকগুলি স্ত্রী জাতীয়। ইহারাও ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনের বিদ্যুৎ-কণিকার ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মী। ইহাদিগের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও সম্মিলন হইতে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। স্থাবর উদ্ভিদ্-দিগের সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা, স্ত্রী পুষ্পের গর্ভ কেশরে পুং পুষ্পের পরাগের সম্মিলন জন্য কীট পতঙ্গের মধ্যবর্ত্তীতার এখানে প্রয়োজন আছে এই যাহা প্রভেদ।১ এই সকল কৌশল অবলম্বন ক্রমে জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ চলিয়াছে।

(১) কি কৌশলে এই কার্য সাধিত হয় "মাতৃ প্রেমের অভিব্যক্তি"তে তাহা দেখান হইয়াছে।

বিজ্ঞান যে শক্তির সন্ধান দিয়াছে তাহা অন্ধশক্তি, ইহার মধ্যে জ্ঞান শক্তির কোন সন্ধান মিলে না, অথচ জীব সৃষ্টিতে এবং জীবন প্রবাহে যে সকল কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে তাহা জ্ঞান সাপেক্ষ। আণবিক শক্তি অন্ধশক্তি; ইহার বিধ্বংসকারী ক্ষমতা কি ভীষণ এবারকার মহাসমরে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। জড়ের সহিত প্রাণ শক্তির যোগে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহা সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বটে, কিন্তু অতিশয় বিস্ময়করন্ধপে ইহার কার্য্য চলিতেছে। একটি ক্ষুদ্র বটের বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যে জীবনী শক্তির প্রকাশ হয়, চারটী ঊর্দ্ধ্বদিকে মস্তকোত্তলনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নদিকে শিকড় প্রসারিত করিতে থাকে। ইহা কত কোমল, অঙ্গুলি স্পর্শে নিষ্পেষিত হইয়া যায়, অথচ ইহা অনায়াসে প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া নিজের নিম্নাভিমুখী পথ প্রস্তুত করিয়া লয়। কোথা হইতে এই শক্তি উদ্গত হয়, বিজ্ঞান ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ। মানবের অহঙ্কার বুদ্ধিবলে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়কে তাহার স্ববশে আনিয়া সর্বশক্তিমত্তা লাভের যে দাবী ("Egotism dressed in a little brief omnipotence") তাহা তখন আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে, এবং জগদ্ ব্যাপারে তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর এক জ্ঞান শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে।

এ সম্বন্ধে লর্ড বেকনের একটি উক্তি (aphorism) বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"This I dare affirm in knowledge of nature that a little natural philosophy, and the first entrance into

it doth dispose the opinion to atheism, but on the other side, much natural philosophy and wading deep into it will bring about man's mind to religion."

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আমরা সর্বদাই মস্তিষ্ক ও অন্তর, এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তীতায় বহির্জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ উপজাত হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধা, ওজস্বিতা প্রভৃতি বৃত্তি সকল মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হয়, আর যে সকল কোমল বৃত্তি, যথা স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি ভাবপ্রবণ বৃত্তি ইহাদিগের উদ্ভব স্থান অন্তর হইতে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাক্রমে পরীক্ষণ (experiment) এবং পর্য্যবেক্ষণ (observation) দ্বারা জগদ্ব্যাপার-গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগের অন্তর্নিহিত পারমার্থিক তত্ত্ব যাহা তাহা নিরূপণ করা হইতেছে বিজ্ঞানের অধিকৃত বিষয়।

শারীরতত্ত্ববিদ্যা হইতে জানা যায় আমাদিগের বহিরাবরণ চর্ম্মের অভ্যন্তর হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তু মেরুদণ্ডের দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

এই সকল শ্বেতবর্ণ তন্তু হইতে সুষুম্না নাড়ার (spinal cord) সৃষ্টি হইয়াছে। এই নাড়ী হইতে ইহারা মস্তিষ্ক কোটর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তথায় কতগুলি স্ফীত গ্রন্থিতে (ganglia) পরিণত হয়। এই স্ফীত গ্রন্থিগুলিই মস্তিষ্ক। শরীরের বহির্ভাগ

ত্বকের নিম্নপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া অতিশয় বিস্ময়কর কৌশল সহকারে ইহারা সুষুম্না নাড়ীর সৃষ্টি করে।

"The Mystery of the Mind" নামক গ্রন্থে ডাঃ সলিবাই ইহার এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"The nervous system consists of central position —the brain and its continuation—the special cord—and of an outlying portion composed of innumerable nerves".

"The nervous system in its development, so to speak, is a product of the skin, a product of the exterior of the body, that part of the body which is next to the external world, and which directly recieves influences from it".

ইহা হইতে বুঝা যায় ত্বক হইতে সমুৎপন্ন এই সকল স্নায়ু তন্তুকে অবলম্বন করিয়া বহির্জগতের সহিত আমাদিগের যোগ স্থাপিত হয়। যে সকল স্নায়ুতন্ত্রের সংস্থান ও সমাবেশ হইতে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে Cerebro-spinal system বলে। আমাদিগের ব্যবহারিক জীবনের যত সব কার্য্য ইহার কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা যেন শাসন পরিষদ "seat of executive government." ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় বুদ্ধিবৃত্তির স্থান মস্তিষ্ক আমাদিগের ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালিত করে।

* Cerebro-spinal system হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ আর এক শ্রেণীর স্নায়ু তন্তুর সংস্থান রহিয়াছে, ইহাদিগকে

sympathetic nervous system বলে। এই শ্রেণীর স্নায়ুতন্তু সংস্থানের কেন্দ্রগুলি সুষুম্নানাড়ীর সম্মুখের দিকে। ইহাদিগের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান কেন্দ্র তাহা পাকস্থলীর নিম্ন অংশের ঠিক পশ্চাৎভাগে। ইহাতে আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় অসংখ্য স্নায়ুকোষ রহিয়াছে। তথা হইতে অতিশয় সূক্ষ্ম রক্তাভ অসংখ্য স্নায়ুতন্তু নির্গত হইয়া শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত যন্ত্রগুলির (organs) সহিত মিলিত রহিয়াছে। প্রত্যেক ধমনি (blood vessel) সহিতও ইহাদিগের যোগ রহিয়াছে। মস্তিষ্কের নিম্নভাগ এবং সুষুম্না নাড়ীর সহিতও বিশেষভাবে ইহারা সংযুক্ত রহিয়াছে। 'cerebro-spinal' system এর কার্য্য আমাদিগের সজ্ঞান মনের 'conscious mind' কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্য সজ্ঞান মনের অধিকারের বাহিরে। কিরূপে এই সকল কার্য্য চলিতেছে আমাদিগের সজ্ঞান মন তাহার কোন সন্ধান রাখে না। ইহার কার্যের উপর আমাদিগের সজ্ঞান মনের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলে না। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর স্নায়ুমণ্ডলের কার্য আমাদিগের ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত ও আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির অনধিগম্য আত্মচেতন রাজ্যের (profounder region of the self) কোন গভীরতর প্রদেশ হইতে আগত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাবপ্রবণতা, ভাবোচ্ছ্বাস প্রভৃতি মানসিক কোমল বৃত্তিগুলির উদ্‌ভবের সহিত এই শ্রেণীর স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ যোগ রহিয়াছে। এই সংস্থিতি হইতে আমাদিগের যে সকল অনুভূতি আসে মস্তিষ্কের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। সুতরাং তাহা বুদ্ধির অনুভবের বিষয় নহে।

বার্গসন (Bergson) "Creative Evolution" গ্রন্থে এই সকল

বৃত্তিকে "Supra-intellectual intuition" আখ্যা দিয়েছেন। ইহারা আত্মচেতন রাজ্যের গভীরতম প্রদেশে উদ্‌ভাসিত সম্বিতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা। পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা দার্শনিক সত্য, তাহা যখন অন্তরে প্রকাশিত এই ভাবময়ী উচ্ছ্বাস দ্বারা প্রাণবন্ত হয় তখন তাহা হয় ধর্ম। ভাবের আবেগ-প্রবণতা অনেক সময় আমাদিগের চিত্তে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে তাহার জন্য প্রকৃত তত্ত্ব যাহা তাহার উপলব্ধি বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত ঘটায়, অনেক কুসংস্কার ক্রমে প্রকৃত ধর্ম যাহা তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে। বিজ্ঞান ধর্মের উপর স্তূপীকৃত এই সকল কুসংস্কারের আবর্জনা দূর করিয়া ধর্মকে স্বচ্ছ ও নির্মল করিয়া লইবার পক্ষে পরম সহায় হয়। এই হিসাবে বিজ্ঞানের খুব সার্থকতা রহিয়াছে, তাহাও সত্য, তথাপি মানব জীবন হইতে ধর্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ধর্ম তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা ঘটিতেছেও, কিন্তু ইহার বিনাশ কখনও হইবে না।

ডুরাণ্ট "Mansions of philosophy" গ্রন্থে বলিয়াছেন —

Suppress all religions for a century, then take off the lid, and religion will grow within a year.

ইহা বড়ই সার কথা। ধর্মের মূলে যে বিশ্বাস রহিয়াছে তাহা মানবের স্বভাবজাত। ইহার উদ্‌ভব স্থান মানবের মস্তিষ্কে নহে, অন্তরে। আমাদিগের অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন এবং বিপদ কালে শরণাপন্ন হইতে পারি মানবের পক্ষে তেমন শক্তির সন্ধান নেওয়া এক অনিবার্য্য বৃত্তি। সর্বপ্রকার কুসংকারের অতীত তেমন শক্তির সন্ধান মিলা বিজ্ঞান হইতেই সম্ভবপর। লর্ড মর্লি ঠিকই বলিয়াছেন,—

"The great task of science is to create a new religion for humanity.

ধর্ম বিশ্বাস যাহাতে বিপথগামী হইতে না পারে, সেই জন্য ধর্মকে দর্শনের ছাঁচে আবদ্ধ রাখিয়া বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রয়োজন। লর্ড মর্লি মনে করেন সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এক নব ধর্মের সন্ধান বিজ্ঞান প্রদান করিবে। ইহা আংশিক পরিমাণে সত্য হইলেও দর্শনকে বাদ দিয়া কেবল বিজ্ঞানের সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হইবে না। এই সার্বজনীন্ নবধর্মের সৃষ্টিতে দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েরই পরস্পর সাহচর্য্যের স্থান রহিয়াছে। জগতের সর্বত্র জীবনীশক্তির স্পন্দন চলিতেছে। সার জগদীশ চন্দ্র দেখাইয়াছেন প্রস্তরের মধ্যেও স্পন্দন কার্য্য চলিতেছে।

হেভলক্ এলিস (Havelock Ellis) বলিতেছেন,—

"It is a world full of infinite life. What has revealed this to us? Science. Science that we thought was taking from us all that was good and beautiful—Science has shown us this."

বিজ্ঞান হইতে আমরা আরো জানিতে পারি প্রাণী-জগতের ন্যায় পরমাণু গুলিরও জন্ম হইতেছে এবং স্থিতির পর ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। রেডিয়াম ধাতুর পরমাণু গুলিতে যে অবিশ্রান্ত এই অভিনয় চলিতেছে, তেজক্রিয়া (radio activity) হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। জীব জড় রাজ্যে এই একই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

জড় বিজ্ঞান যেমন এক দিকে জগতের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে শক্তিরূপী সত্তার সন্ধান দিতেছে, জীবন বিজ্ঞান হইতে (Biology) তদ্রূপ কেবলই বর্দ্ধিত হইবার যে পরম রহস্যময় প্রেরণা (Everlastiug miracle of growth) জগতের মূলে থাকিয়া ইহার অভিব্যক্তি সম্ভবপর করিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। জড় ও জীবন বিজ্ঞান হইতে প্রকাশ পাইতেছে যাহা সকল সৃষ্টির মূলে পারমার্থিক সত্য (Highest Reality) তাহা প্রজনন শক্তির আত্মপ্রকাশের অবিরাম প্রয়াস। এই প্রয়াস হইতে তাহার মূলে ইচ্ছা শক্তির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহা হইতে ইন্দ্রিয়গুলির ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া অবশেষে সেই শক্তির প্রতিবিম্ব স্থানীয় দেহপিণ্ড ইহার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ডুরাণ্ট বলেন,—

It is Science that makes my religion, for it is evolution that proves my God".

Can you think of that long upward struggle of life from the amœba to Einstein and Edision without seeing the world once more as the garment of God?

প্রজনন শক্তির আত্মপ্রকাশের অনুপ্রেরণা হইতে ক্রমবিকাশের যে সন্ধান মিলিতেছে তাহা ডারউইন বর্ণিত ক্রমবিকাশ হইতে অন্যবিধ। ডারউইন মতে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন প্রধানতঃ এই ক্রমবিকাশের নিয়ামক। ইহার সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সংস্রবের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে আবেষ্টন অপেক্ষা জীবনী শক্তির প্রাধান্য অধিক। এই শক্তি পারিপার্শ্বিক

আবেষ্টনকে আপনার অভিব্যক্তির উপযোগী করিয়া লয়। তাহা না হইয়া যদি পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনই নিয়ামকশক্তি (determining factor) হইত তবে একই আবেষ্টনের মধ্যে গঠিত প্রাণীগুলি সকলই ঠিক একরূপ হইত, ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিচিত্রতার অবকাশ থাকিত না, কার্য্যতঃ তাহা হয় না; কেন হয় না? এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে জড়, শক্তি ও মানবের মনের মধ্যে সম্বন্ধ কি এই প্রশ্ন আইসে। জড়বাদীদিগের মতে মন শক্তিরই রূপান্তর। যদি তাহাই হয় তবে সাধারণ নিয়ম "Law of conservation of Energy" উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। এই নিয়মের অনুবর্ত্তিতায় মস্তিষ্কের ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মস্তিষ্কের পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন এই নিয়মানুসারে সেই খাদ্য তাহার পরিমাপক। ঠিক একই পরিমাণ তাপ উৎপাদক একই খাদ্য যদি সমভাবে দুই ব্যক্তিকে দেওয়া হয় তাহার ফল একই রকম হওয়া উচিত, কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা হয় না। নিউটনের চিন্তাশক্তি আর এক নির্বোধের চিন্তা শক্তির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকিবেই। এই সম্বন্ধে ডাঃ সেলীবি "Psychology" গ্রন্থে "Mind and Energy" প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"It is indeed true that the brain depends for its working up to the constant supply to it of food materials. It is true also that the heat produced by the burning up of these food materials in the brain precisely obey the law of the conservation of energy. Yet in the course of such buring up of a given quantity of food materials, the brain of a Newton, may con-

cieve the law of universal gravitation, while the brain of a fool concieves merely a piece of folly".

কথাটা বড়ই সারবান্। কেন এরূপ হয়? Sympathetic nervous system এর মধ্যবর্ত্তীতার সাহায্যে আত্ম চৈতন্য সংবেদনের যে সাড়া আসে মুখ্যতঃ সেই সাড়ার ইতর বিশেষ ইহার কারণ।

মানবের ব্যক্তিত্ব তিনটি বিশেষ কারণের উপর নির্ভর করে ইহারা :—

(১) উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পিতৃমাতৃধারা হইতে আগত,

(২) স্বোপার্জ্জিত,

(৩) স্বতঃ আগত, ইহাদিগের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শেষোক্ত গুণগুলি মানবাত্মার গভীরতম অন্তঃস্থল হইতে আগত হয়। বার্গসনের ভাষায় ইহারা

Supra intelliectual intuition.

Sympathetic nervous system গুলির কার্য্য এরূপ জটিল যে শারীর বিদ্যা ও মনস্তত্ত্ববিদ্যা ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট (Stewert) "Manual of Physiology" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"The anatomical arrangement of the central nervous system is excessively intricate, and the events which take place in that tangle of fibre, cell and fibril, are on the one hand even now unknown."

"......And so it has been admitted that in the description of the physiology of the central nervous system, we can, as yet do little more than trace the

paths by which impulses may pass between one portion of the system and another; and from the anatomical connections deduce, with more or less probability, the nature of the physiological nexus which its parts form with each other and the rest of the body."

ভাবার্থ,—

"এই কেন্দ্রীভূত স্নায়ু মণ্ডলীর কার্য্য সম্বন্ধে শারীর বিদ্যার অপরিজ্ঞাত অনেক বিষয়ই রহিয়াছে। উত্তেজনা (প্রবৃত্তিগুলি) কোন্ কোন্ রাস্তা (স্নায়ু) অবলম্বনে ইহার একস্থান হইতে অন্যত্র সংক্রামিত হয় শারীরবিদ্যা মাত্র তাহাই নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শরীরের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত যে ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে (anatomical connection) তাহার পর্য্যালোচনা হইতে মেরুদণ্ডের যে সকল বিভিন্ন বন্ধনগ্রন্থী (Nexus) (১) রহিয়াছে যাহাদিগের মধ্যবর্ত্তীতা ও প্রভাবে ইহারা পরস্পর ও শরীরের অন্যান্য অংশগুলির সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা অল্লাধিক অনুমান মাত্র করিতে পারি।

আমরা যাহাকে প্রতিভা (genius) বলি তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বহির্জগৎকে যদি ঈশ্বরের বহিরাবরণ রূপে কল্পনা করা হয়, তবে প্রতিভা সেই বস্ত্রনির্ম্মাতার হাতের তুলি, যাহার স্পর্শে সেই বস্ত্র নব নব রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া নিত্য নবীন বেশে মানব চিত্তকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। ঈশ্বর প্রেমময়। প্রেমের

(১) তান্ত্রিক সাধনায় যাহাকে চক্র নামে অভিহিত করা হয় nexus গুলি তাহা, কতগুলি স্নায়ু কোষ একস্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া ইহাদের সৃষ্টি করে।

অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যে। প্রতিভা সৌন্দর্য্যকে রূপদান করে, সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ। সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের অভিব্যক্তির স্থান। এই সম্বন্ধ হেরল্ড বেগপাই (Harold Bagpie) "Eyes and no Eyes" গ্রন্থে লিখিতেছেন,—

"The beauty of the bristling world, the actions and thoughts of humanity, the moving of the seasons over the earth, and all the change and inter change of daily life—these are the colours with which the great Artist covers the canvas of His consciousness, and the closer and the more affectionate His observation of them, the nobler and sublimer is the picture."

বাহ্য জগৎ ঈশ্বরের বহিরাবরণ। মানব হৃদয়ে আত্মচৈতন্য হইতে সমুত্থিত সম্বিতের সাড়া প্রতিভার তুলি স্পর্শে যখন অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যকে রূপায়িত করে, সেই সৌন্দর্য্যানুভূতির মধ্যে মানব ঈশ্বরের সন্ধান পায়।

ঈশ্বর কে? হেভ্‌লক্ ইলিসের ভাষায় তিনি প্রজনন শক্তির অবিচ্ছেদ প্রেরণা (always and always the procreant urge of the world)।

এই অনুপ্রেরণা হইতে জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। অবিশ্রান্ত সমভাবে ইহার কার্য্য চলিতেছে। যেখানে জীবনী শক্তি সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ। God is life তিনি বিমল কর্ম প্রেরণা। "Actus Purus"

এই যে অবিশ্রাম প্রজনন শক্তির কার্য্য চলিয়াছে, বার্গসন Creative Evolution গ্রন্থে তাহাকে "Elen Vital" বলিয়াছেন।

ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় সেই প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিগণ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যাহা এতকাল পরম রহস্যাচ্ছাদিত ছিল, জীববিজ্ঞান (Biology) এই যে আলোক সম্পাৎ করিয়াছে তাহার সাহায্যে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞবেদি নির্মাণের যে নির্দেশ আছে তাহাতে বলা হইয়াছে একটি যুবতী নারীর হস্ত পদ গলদেশ ও মস্তক বাদ দিয়ে শরীরের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে যজ্ঞবেদি তাহার অনুরূপ আকার বিশিষ্ট হইবে। দেবতাগণ এইরূপ আকার বিশিষ্ট বেদিতে আনন্দ পান। গর্ভাশয় যন্ত্র, শিশুর ভূমিষ্ট হইবার দ্বার, এবং স্তন মণ্ডল দেহের এই অংশেই অবস্থিত। যজ্ঞবেদিতে অগ্নিস্থাপন করা গর্ভাশয়ে পুরুষের রেতঃ সিঞ্চন স্থানীয়, যাহা হইতে গর্ভাশয়ে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। এই ভ্রূণ যথাসময়ে পরিপক্কতা লাভের পর যোনি দ্বার দিয়া শিশুরূপে ভূমিষ্ট হয় এবং স্তন মণ্ডলে সঞ্চিত দুগ্ধ পান করিয়া জীবিত থাকে। সৃষ্টি প্রবাহ এইরূপে চলিতে থাকে। এই তত্ত্বটির অনুসরণ ক্রমে গীতায় বলা হইয়াছে প্রজাপতি যজ্ঞ সহকারে প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইল তাহা বলিতেছেন,—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত!
সর্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪ অঃ ৩।৪

অনুবাদ :—"সেই মহদ্‌ব্রহ্ম (বিশাল প্রকৃতি) আমার

গর্ভাধান স্থান, হে ভারত! আমি সেই গর্ভে জগৎ বিস্তারের কারণ রূপ সকল বীজ বপন করিয়া থাকি। সেই গর্ভাধান হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল (স্থাবর জঙ্গম) মূর্তি সম্ভূত হয়, সেই বিশাল প্রকৃতিই তাহাদিগের গর্ভাধান স্থান, এবং আমি তাহাতে বীজপ্রদ পিতা।" (৩।৪) (১)

এই উক্তি দ্বারা সৃষ্টি ব্যাপারে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। পুরুষ পিতা প্রকৃতি মাতা। ইহারা কারণ, ইহাদিগের পরস্পর সহযোগিতা হইতে জগৎ সৃষ্টিরূপী কার্য্যের উদ্ভব হইয়াছে।

এই পুরুষ ও প্রকৃতির কোন বিশেষ রূপ নাই। সৃষ্টি রাজ্যে মানবের স্থান সকলের উপরে। মানুষ সৃষ্টির মূল কারণ এই যে পুরুষ ও প্রকৃতি ইহাদিগের মধ্যে নিজেদের রূপ আরোপ করিয়া ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর (God and Mother Goddess) সৃষ্টি

---

(১) শতপথ ব্রাহ্মণের এই যে বেদি নির্মাণের বিধি তাহার মূলে রহিয়াছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৩য় ঋক্, ইহাতে একটি যুবতী নারী যজ্ঞবেদিরূপে কল্পিতা হইয়াছে।

চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃত প্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।

তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নি ষেদতুর্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ং ॥

এক যুবতী নারী রহিয়াছেন, তাঁহার মস্তকে চারি বেণী। তিনি সুপেশা (অর্থাৎ নারী ধর্ম পালনে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থা) ও স্নিগ্ধ মূর্তি বিশিষ্টা। তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন।

দুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন।"

যজ্ঞবেদির বর্ণনা ; চারিবেণী বেদির চারি কোণ, যজ্ঞ সামগ্রী সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র। দুই পক্ষী যজমান ও পুরোহিত।

করিয়াছে। সৃষ্টি প্রবাহে যতকিছু রূপ প্রকাশিত সকলের সমষ্টি নিয়ে তাহাদিগের রূপ। তিনি "বিশ্বতোমুখ" সমুদয় বিশ্বব্যাপিয়া তাঁহার রূপ, তিনি বিশ্বরূপ। এই রূপের কোন নির্দ্দেশ হয় না। সৃষ্টির পশ্চাতে যে প্রজনন শক্তির আহ্বান রহিয়াছে এবং ইহার নিয়ামক ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, তাহা সেই তত্ত্ব যাহা কার্য্যকারণাত্মক এক অলঙ্ঘনীয় বিধিরূপে জাগতিক ব্যাপার সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জাগতিক কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তিনি অলিঙ্গ ও অরূপ। দেখা যায় প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের ঋষি গৌতমের অন্তরে এই তত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে অদিতি আখ্যা দিয়া (১-৮৯-১০) বলিতেছেন :—

"অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, অদিতি পুত্র, অদিতি সকল দেব, অদিতি জন্ম মরণের কারণ।"

যাহা জগতাতীত তত্ত্ব, উপমিতির (metaphor) সাহায্য ভিন্ন তাহা প্রকাশের অন্য কোন উপায় নাই। ঋষি এভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি যে সব প্রকার লিঙ্গাতীত তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিতেছেন তিনি পিতাও, তিনি মাতাও, তিনি পুত্রও, এমনকি সকল দেবতাও তিনি। অদিতি রূঢ়ী শব্দ। যাহা অসীম অখণ্ড এই অর্থে ইহার প্রয়োগ।

সৃষ্টি মাত্রই খণ্ডশঃ আকারে প্রকাশিত হয়, তাহা সসীম। যাহা কিছু জাগতিক ব্যাপার, সকলকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যিনি জগদতীতরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন তিনি অদিতি। তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে। ঋষি যে এই অর্থে

অদিতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট। অদিতি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ এই অর্থে পরবর্ত্তীকালে এই শব্দের ব্যবহার হইতে তিনি স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইলেন এবং দেবগণের মাতা হইলেন। আদিত্য (সূর্য্য) হইতে প্রথম সৃষ্টির প্রকাশ, তিনি আদিত্য দেবতাদের মাতারূপে কল্পিতা হইলেন। কল্পনা শক্তি এখানেই নিরস্ত হইল না। দেবতা বলিতে যাহা দ্যোতমান্ তাহা বুঝায়। তাঁহারা শুদ্ধ সত্ব প্রধান। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াছেন যাঁহাদিগের হৃদয় শাস্ত্র জ্ঞানে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। তাঁহারা ঐহিক সুখ লালসা বিমুখ। কিন্তু অধিকাংশ সংখ্যকই দেহাত্ম বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দেহের সুখে নিমগ্ন থাকে, তাহারা অসুতে দেহেতে রমণশীল এই অর্থে তাহাদিগকে অসুর সংজ্ঞা দেওয়া হইল। ইহাদিগের সংখ্যাই বেশী, সুতরাং তাহারা জ্যেষ্ঠ এবং দেবতারা কনিষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হইল। অদিতির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কল্পনা হইল। তিনি দিতি। তাঁহার পুত্রগণ দৈত্য বা অসুর নামে পরিচিত হইল। ইহা হইতে মানবদেহের উপর আধিপত্য নিয়ে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে বিরোধ। এই মানব দেহরূপ রাজ্যের উপর আধিপত্য নিয়া যে সত্বগুণ প্রধান ও রজোগুণ প্রধান প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ এই তত্বই বিস্তৃতি লাভ করিয়া স্বর্গলোক জয়ের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের সঙ্গে অসুরদিগের সংগ্রামের যত সব পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

জাগতিক ব্যাপারের অন্তরালে যাহা কার্য্যকারণাত্মক এক অলঙ্ঘ্যনীয় বিধি, তাহার নির্দ্দেশক অদিতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এই লিঙ্গবাচী শব্দকে উপলক্ষ করিয়া এত সব গল্পের রচনা হইয়াছে।

বৈদিক ঋষি উপমিতির সাহায্যে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতে

প্রয়াস পাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী উপনিষদ যুগের ঋষি তাহাকে ক্লীবলিঙ্গ বাচক ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে তাঁহাকে সৎ বলিয়াছেন, কোন কোন স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল নাম যে তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে তাহা অলিঙ্গ, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানসত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা,—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসাৎ। তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ।" বৃহদারণ্যক ৩।৪।৯

"সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিল। তিনি জানিতে পারিলেন "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞানই জগদাকারে ভাষমান হইল।

যাহা পারমার্থিক সত্তা তাহা ব্যক্তিত্ব বর্জিত। তাহাতে কোনরূপ ব্যক্তিত্বের আরোপ করিলেই গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দেখা যায় উপনিষদ যুগে ঋষিরা যাহা পারমার্থিক তত্ত্ব তাহা যে কোনরূপ ব্যক্তিত্ব শূন্য (impersonal) ইহা জানিতে পারিয়া কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতিতে তাঁহাকে "তৎ", "তদেতৎ", "তদেতৎ সত্যং" প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতাতে বলা হইয়াছে "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (১৭অ, ২৩ শ্লোক)

"ওঁ" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সর্বগতত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জাগতিক ব্যাপারে যাহা ভূত কালে বর্ত্তমান ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইবে সবই "ওঁ"

"ওঁ ইত্যেদক্ষরমিদং সর্বং, ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব"। মাণ্ডুক্য ১ম শ্লোক।

"তৎ" সর্বাতীত ব্রহ্ম। "তদেতৎ" (কঠ ৫।১৪) তিনি এই, বাক্য মনের অতীত, সুতরাং অনির্দেশ্য, কিন্তু অনুভূতির বিষয় "একাত্মপ্রত্যয় সার"।

"সৎ" সর্বান্তর্যামী সর্বান্তর্ভাবক ব্রহ্ম।

এই সকল হইতে বুঝা যায় ব্রহ্ম শব্দ সেই পরমাত্মাকে নির্দেশ করে যাহা যত কিছু জাগতিক ব্যাপার সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া অথচ তদতিরিক্ত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বৈদিক রুদ্র শিবোপাসনায় এইসকল তত্ত্বেরই সন্ধান রহিয়াছে দেখা যায়।

অথর্ববেদে রুদ্রের স্তুতি প্রসঙ্গে একটি মন্ত্রঃ ;

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ১০।৮।২৭

মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের আর একটি মন্ত্রে (৫—৭—১০) বলা হইয়াছেঃ—

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স্বরক্ষতে॥"

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সংস্থিতি হইতে জীবের লিঙ্গভেদ। কালকে আশ্রয় করিয়া জীবের দেহসম্পর্কে শৈশব কৌমার বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ঘটে, এবং দেহীতে এই সকল অবস্থা আরোপিত হয়। দেহী স্বরূপে অলিঙ্গ ও অবিকারী। স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, নপুংসকত্ব ইহারা জাগতিক ধর্ম। আত্মা এই সকল ধর্মের অতীত। জাগতিক ব্যাপারের মূলে কার্য্যকারণাত্মক

এক অলঙ্ঘনীয় বিধি বর্তমান রহিয়াছে যাহার প্রেরণা হইতে জীবের এই সকল অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিতেছে। এই বিধি হইতে জগতের মঙ্গলই সাধিত হইতেছে। পরিণামে মঙ্গল প্রসু হইলেও সময় সময় "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুগ্ততংরূপে"ও তাহার প্রকাশ হয়। তখন তাহার রুদ্র মূর্ত্তি। প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার মধ্যে ইহার প্রকাশ হয়। মানুষ এই দেবতার কান্তমূর্ত্তি যাহা শিবং সুন্দরং মঙ্গলময় মূর্ত্তি তাহাই কামনা করে। যখন রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রকাশ তখন মানবের কর্তব্য কি হইবে সেই সম্বন্ধে এই শ্রুতির আর একটি মন্ত্র, যথা :—

"অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌॥ ৪।২১

মন্ত্রের ভাবার্থ ;

জীব স্বয়ং অজাত, দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রকাশ হয় মাত্র, জন্ম জরা আদি দৈহিক ধর্ম এবং প্রকৃতির ভীম বা কান্তমূর্ত্তি যেরূপেই তাহার প্রকাশ হউক না কেন দেহীকে এই সকল কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, তথাপি অজ্ঞানতা বশতঃ সে যদি ভয়-বিহ্বল চিত্ত হয় তখন তাহার প্রার্থনা হইবে—"হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।"

এই শ্রুতির মধ্যে বৈদিক রুদ্রশিব উপাসনার গভীর পারমার্থিক তত্ত্ব সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারা ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক সাধনার চরম উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করে। ইহাদিগের সহিত লিঙ্গ, মাতৃ ও সর্পোপাসক হেলিওলিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন জাতি-দিগের বিশ্বাস ও ভাবধারা মিলিত হইয়া পৌরাণিক শৈবধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে।

যে সকল বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে মানব অন্তরে প্রথম ধর্ম জ্ঞানের স্ফুরণ হয় তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর ইহার ক্রমবিকাশের প্রায় সকল অবস্থারই পরিচয় এই ধর্মের মধ্যে পাওয়া যায়, সুতরাং মানব জাতির ধর্ম-বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসাবে এই ধর্মের দান অপরিসীম। ইহাতে জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে দেখা যায়।